ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—রূপ-সনাতন রামকেলিগ্রামে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া অবধি বিষয়ত্যাগের উপায় সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। চৈতন্য-পাদাশ্রয় পাইবার জন্য 'কৃষ্ণমন্ত্রে' দুইটী পুরশ্চরণ করাইলেন। রূপগোস্বামী গৌড়ে দশহাজার মুদ্রা রাখিয়া নিজের সঞ্চিত সমস্ত ধন নৌকায় উঠাইয়া বাক্লা-চন্দ্রদ্বীপে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কুটুম্বগণের মধ্যে এবং দণ্ডবন্ধ-নিবারণের জন্য অর্থবিভাগ করিয়া দিলেন। মহাপ্রভু বনপথে কোন্‌দিন বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন, ইহা জানিবার জন্য তিনি দুইজন চর পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে পাঠাইলেন। এদিকে শ্রীসনাতন গোস্বামী পীড়াচ্ছলে পণ্ডিতগণকে লইয়া ভাগবতাদি আলোচনা করিতে লাগিলেন। গৌড়েশ্বর বাদ্‌শাহ হুসেনসাহ প্রথমে বৈদ্যদ্বারা, পরে নিজে স্বচক্ষে দেখিয়া সনাতনের রাজকার্য্য পরিত্যাগ-ছল জানিতে পারিয়া তাঁহাকে জেলখানায় (কারাগারে) আবদ্ধ করত উড়িষ্যা দেশে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

মহাপ্রভু বনপথে যাত্রা করিলে শ্রীরূপ-গোস্বামী গৃহত্যাগ-সময়ে সনাতন-গোস্বামীকে সংবাদ পাঠাইয়া নিজ-ভ্রাতা অনুপম মল্লিকের সহিত মহাপ্রভুর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। প্রয়াগে পৌঁছিয়া মহাপ্রভুর নিকট দশদিন রহিলেন। ইত্যবসরে বল্লভ-ভট্ট মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিশেষ সম্মান করিলেন। শ্রীরূপকে বল্লভভট্টের সহিত মহাপ্রভু পরিচয় করিয়া দিলেন। তাহার পর রঘুপতি উপাধ্যায় তথায় পৌঁছিলে মহাপ্রভুর সহিত অনেক রসালাপ হইল। এইস্থলে কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের ব্রজজীবন কতকটা বর্ণন করিয়াছেন। প্রয়াগে দশদিবস থাকায় মহাপ্রভু শ্রীরূপকে ভক্তিরসতত্ত্ব সূত্র-রূপে শিক্ষা দিয়া রসামৃতসিন্ধু-রচনার আজ্ঞা দিলেন। শ্রীরূপকে তথা হইতে বৃন্দাবন পাঠাইয়া মহাপ্রভু কাশী গিয়া চন্দ্রশেখরের গৃহে বাসা গ্রহণ করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

শ্রীরূপদ্বারা ব্রজরসকেলিতত্ত্ব-প্রকটনকারী গৌরসুন্দর ঃ—

বৃন্দাবনীয়াং রসকলিবার্ত্তাং
কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ ।
সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ স
প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভু-দর্শনানন্তর রূপ-সনাতনের স্বগৃহে গমন ঃ—

শ্রীরূপ-সনাতন রহে রামকেলি-গ্রামে ।
প্রভুরে মিলিয়া গেলা আপন-ভবনে ॥ ৩ ॥

বিষয়-ত্যাগ ও প্রভু-প্রাপ্তির জন্য উভয়ের পুরশ্চরণ ঃ—

দুইভাই বিষয়-ত্যাগের উপায় সৃজিল ।
বহুধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণে বরিল ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ ।
অচিরাৎ পাইবারে চৈতন্য-চরণ ॥ ৫ ॥

শ্রীরূপের ফতেয়াবাদে স্বগৃহে আগমন ঃ—

শ্রীরূপ-গোসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া ।
আপনার ঘরে আইলা বহুধন লঞা ॥ ৬ ॥

ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে $^{১}/_{২}$, স্বজনবর্গকে $^{১}/_{৪}$ ধন বিতরণ ঃ—

ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে দিলা তার অর্দ্ধ-ধনে ।
এক চৌঠি ধন দিলা কুটুম্ব-ভরণে ॥ ৭ ॥

ভাবি-বিপদুদ্ধার-জন্য ধন-রক্ষণ ঃ—

দণ্ডবন্ধ লাগি' চৌঠি সঞ্চয় করিলা ।
ভাল-ভাল বিপ্র-স্থানে স্থাপ্য রাখিলা ॥ ৮ ॥

গৌড়ে সনাতনের জন্য ১০,০০০ মুদ্রা-রক্ষণ ঃ—

গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ-হাজারে ।
সনাতন ব্যয় করে, রাখে মুদি-ঘরে ॥ ৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মার হৃদয়ে যেরূপ (সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক ভগবত্তত্ত্ব) প্রেরণা করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীতে সমুৎসুক হইয়া নিজ-শক্তি সঞ্চারণপূর্ব্বক কাল-ধর্ম্মে লুপ্ত হইয়াছে যে বৃন্দাবনের রসকেলিবার্ত্তা তাহা বিস্তার করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১। সঃ প্রভুঃ (শ্রীগৌরঃ) উৎকঃ (উৎকণ্ঠিতঃ সন্) লোক-সৃষ্টিং প্রাক্ (বিশ্ব-সৃষ্ট্যাদেঃ পূর্ব্বং) বিধৌ (বিধাতরি ব্রহ্মণি) ইব রূপে (শ্রীরূপগোস্বামিনি) নিজশক্তিং সঞ্চার্য্য (নিধায়) কালেন (কালধর্ম্মেণ) লুপ্তাম্ (অন্তর্হিতামিতি) বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং (বৃন্দাবনসম্বন্ধিনীং শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন-বিলাস-কথাং) পুনঃ ব্যতনোৎ (প্রকাশিতবান্)।

৫। পুরশ্চরণ—মধ্য, ১৫শ পঃ ১০৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮। দণ্ডবন্ধ—উপস্থিত বিপদ্ রাজদণ্ড ও বন্ধনাদির নিবারণের জন্য।

প্রভুর পুরী-গমন ও বৃন্দাবনে গমনোদ্যাগ-বার্ত্তা-শ্রবণ ঃ—

শ্রীরূপ শুনিল প্রভুর নীলাদ্রি-গমন ।
বনপথে যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥ ১০ ॥

তজ্জন্য দূতদ্বয়-প্রেরণ ঃ—

রূপ-গোসাঞি নীলাচলে পাঠাইল দুইজন ।
প্রভু যবে বৃন্দাবন করেন গমন ॥ ১১ ॥
"শীঘ্র আসি' মোরে তাঁর দিবা সমাচার ।
শুনিয়া তদনুরূপ করিব ব্যবহার ॥" ১২ ॥

শ্রীসনাতনের রাজকার্য্য হইতে অবসর-গ্রহণ-সুযোগান্বেষণ ঃ—

এথা সনাতন-গোসাঞি ভাবে মনে মন ।
"রাজা মোরে প্রীতি করে, সে—মোর বন্ধন ॥ ১৩ ॥

রাজার অপ্রীতিভাজন হইবার যত্ন ঃ—

কোন মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয় ।
তবে অব্যাহতি হয়, করিলুঁ নিশ্চয় ॥' ১৪ ॥

রোগের ছল ঃ—

অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি' রহে নিজ-ঘরে ।
রাজকার্য্য ছাড়িলা, না যায় রাজদ্বারে ॥ ১৫ ॥

স্বগৃহে ভাগবত-বিচার ঃ—

লোভী কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে ।
আপনে স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে ॥ ১৬ ॥
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা ।
ভাগবত-বিচার করেন সভাতে বসিয়া ॥ ১৭ ॥

একদিন হঠাৎ বাদ্‌শাহের আগমন ঃ—

আর দিন গৌড়েশ্বর, সঙ্গে একজন ।
আচম্বিতে গোসাঞি-সভাতে কৈল আগমন ॥ ১৮ ॥

সকলের সসম্ভ্রমে বাদ্‌শাহকে অভ্যর্থনা ঃ—

পাৎসাহ দেখিয়া সবে সম্ভ্রমে উঠিলা ।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজারে বসাইলা ॥ ১৯ ॥

বাদ্‌শাহের উক্তি, সনাতনের অভিসন্ধি-জিজ্ঞাসা ঃ—

রাজা কহে,—"তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইলুঁ ।
বৈদ্য কহে,—ব্যাধি নাহি, সুস্থ যে দেখিলুঁ ॥ ২০ ॥
আমার যে কিছু কার্য্য, সব তোমা লঞা ।
কার্য্য ছাড়ি' রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া ॥ ২১ ॥
মোর যত কার্য্য-কাম, সব কৈলা নাশ ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে, কহ মোর পাশ ॥" ২২ ॥

সনাতনের রাজকার্য্যে অনিচ্ছা-জ্ঞাপন ঃ—

সনাতন কহে,—"নহে আমা হৈতে কাম ।
আর একজন দিয়া কর সমাধান ॥" ২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫। ছদ্ম—ছল।

১৬। যে-সময়ে সনাতন-গোস্বামী রাজমন্ত্রী ছিলেন, তৎকালে তাঁহার অধীনে কতকগুলি 'কায়স্থ' কর্ম্মচারী ছিল। সনাতনের বৈরাগ্যভাব দেখিয়া তন্মধ্যে কোন কোন জন সনাতনের পদ পাইবার লোভে রাজকার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতে লাগিলেন। কিংবদন্তী এই যে, সনাতন-গোস্বামী পদ ত্যাগ করিলে তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী প্রসিদ্ধ পুরন্দর খাঁন ঐ পদ পাইয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১৭। ভাগবত-বিচার—বিদ্যা 'দুই' প্রকার ; (মুঃ উঃ ১।১।৪-৫)—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"✤ পরা বিদ্যার কথা ব্রহ্মসূত্রে বা বেদান্তেই আখ্যাত হইয়াছে। মুক্তিকামী বৈদান্তিকগণ—ধর্ম্মার্থকামীর ন্যায় কৈতবযুক্ত। তজ্জন্য অপরা-বিদ্যাপর ও পরা-বিদ্যাপর শাস্ত্রসমূহের শুদ্ধভক্তিবিরোধী মোক্ষাভিসন্ধিযুক্ত যে-সকল বক্তব্যাদি, তাহা সমস্তই ছলপূর্ণ ; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র তাদৃশ নহেন। যমদণ্ড্য কর্ম্মিগণ বা অহংগ্রহোপাসকগণ শ্রীমদ্ভাগবত-বিচারে সম্পূর্ণ অযোগ্য ; বৈষ্ণবগণই একমাত্র ভাগবতের বিচার করিয়া ভক্তিবলে সংসার হইতে বিমুক্ত হন ; (ভাঃ ১২।১৩।১৮)—"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্‌বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং, যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে। যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং, তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।।"✻

১৮। গৌড়েশ্বর—আলাউদ্দীন সৈয়দ হুসেন সাহ সেরিফ মক্কা ১৪২০ শকাব্দ হইতে ১৪৪৩ শকাব্দা পর্য্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং ১৪২৪ শকাব্দায় এই হুসেন সাহই শ্রীসনাতনের সভায় উপস্থিত হন।

✤ *ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলেন,—বিদ্যা পরা ও অপরা-ভেদে দ্বিবিধা বলিয়া জানিতে হইবে। তন্মধ্যে ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—ইহারা অপরা বিদ্যা। আর যাহাদ্বারা অক্ষরব্রহ্মকে জানা যায়, তাহা পরা বিদ্যা।*

✻ *শ্রীমদ্ভাগবত নির্ম্মল পুরাণ—ইহা বৈষ্ণবগণের প্রিয়। ইহাতে এক অমল পারমহংস্য-জ্ঞান বর্ণিত আছে—জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসমন্বিত নৈষ্কর্ম্ম্য-জ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়াছে। মানব ভক্তিসহকারে ইহা শ্রবণ, পাঠ ও বিচার করিলে বিমুক্তি লাভ করেন।*

বাদ্‌শাহের ক্রোধোক্তি ঃ—

তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আরবার ।
"তোমার 'বড় ভাই' করে দস্যু-ব্যবহার ॥ ২৪ ॥
জীব-পশু মারি' কৈল চাক্‌লা সব নাশ ।
এথা তুমি কৈলা মোর সর্ব্ব কার্য্য নাশ ॥" ২৫ ॥

সনাতনের কার্য্যচ্যুতিরূপ শাস্তি-প্রার্থনা ঃ—

সনাতন কহে,—"তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর ।
যে যেই দোষ করে, দেহ' তার ফল ॥" ২৬ ॥

বাদ্‌শাহের আজ্ঞায় সনাতনের বন্ধন ঃ—

এত শুনি' গৌড়েশ্বর উঠি' ঘরে গেলা ।
পলাইব বলি' সনাতনেরে বান্ধিলা ॥ ২৭ ॥

বাদ্‌শাহের উড়িষ্যায় অভিযান ; সনাতনকে সঙ্গে আহ্বান ঃ—

হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে ।
সনাতনে কহে,—"তুমি চল মোর সাথে ॥" ২৮ ॥

বিষ্ণুবিরোধকার্য্যে সনাতনের অসহযোগ ঃ—

তেঁহো কহে,—"যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে ।
মোর শক্তি নাহি, তোমার সঙ্গে যাইতে ॥" ২৯ ॥

বাদ্‌শাহের যাত্রা, প্রভুরও পুরী হইতে বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

তবে তাঁরে বান্ধি' রাখি' করিলা গমন ।
এথা নীলাচল হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন ॥ ৩০ ॥

শ্রীরূপকে সেই দূতদ্বয়ের প্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রা-বার্ত্তা-দান ঃ—

তবে সেই দুই চর রূপ-ঠাঞি আইল ।
'বৃন্দাবন চলিলা প্রভু'—আসিয়া কহিল ॥ ৩১ ॥

সনাতনকে পত্রে রূপের সানুজ প্রভুদর্শনার্থ যাত্রা-সংবাদ-জ্ঞাপন, ও তাঁহাকে যে-কোন উপায়ে চলিয়া আসিতে আহ্বান ঃ—

শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিলা সনাতন-ঠাঞি ।
'বৃন্দাবন চলিলা শ্রীচৈতন্য-গোসাঞি ॥ ৩২ ॥
আমি-দুইভাই চলিলাঙ তাঁহারে মিলিতে ।
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি' আইস তাঁহা হৈতে ॥ ৩৩ ॥

গৌড়ে রক্ষিত ১০,০০০ মুদ্রা সাহায্যে বন্ধন-মোচন করিতে যুক্তি-দান ঃ—

দশসহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদি-স্থানে ।
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্ম-বিমোচনে ॥ ৩৪ ॥
যৈছে তৈছে ছুটি' তুমি আইস বৃন্দাবন ।'
এত লিখি' দুইভাই করিলা গমন ॥ ৩৫ ॥

অনুপমের পরিচয় ঃ—

অনুপম মল্লিক, তাঁর নাম—'শ্রীবল্লভ' ।
রূপ-গোসাঞির ছোটভাই—পরম বৈষ্ণব ॥ ৩৬ ॥

ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রয়াগে আগমন ও তথায় প্রভুর অবস্থিতি-শ্রবণে আনন্দ ঃ—

তাঁহারে লঞা রূপ-গোসাঞি প্রয়াগে আইলা ।
মহাপ্রভু তাঁহা শুনি' আনন্দিত হৈলা ॥ ৩৭ ॥

প্রয়াগে প্রভুর বিন্দুমাধব-দর্শন ও লোক-সংঘট্ট ঃ—

প্রভু চলিয়াছেন বিন্দুমাধব-দরশনে ।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে ॥ ৩৮ ॥
কেহ কান্দে, কেহ হাসে, কেহ নাচে, গায় ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি' কেহ গড়াগড়ি যায় ॥ ৩৯ ॥

প্রেমবন্যায় প্রয়াগ নিমগ্ন ঃ—

গঙ্গা-যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে ।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণপ্রেমের বন্যাতে ॥ ৪০ ॥

ভ্রাতৃদ্বয়ের একটু নিভৃতে অবস্থান ঃ—

ভিড় দেখি' দুই ভাই রহিলা নির্জ্জনে ।
প্রভুর আবেশ হৈল মাধব-দরশনে ॥ ৪১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪-২৭। কথিত আছে, সনাতন গোস্বামীকে বাদ্‌শাহ হুসেনসাহ 'কনিষ্ঠ ভাই' বলিয়া মনে করিতেন। যখন সনাতন কর্ম্মত্যাগের নিতান্ত দৃঢ়তা দেখাইলেন, তখন হুসেনসাহ প্রণয়-রোষপূর্ব্বক বলিলেন যে,—"আমি তোমার 'বড় ভাই' ; আমি কিছু রাজ্যপালন করি না, আমি সৈন্যগণ লইয়া যুদ্ধদ্বারা শুধু দেশবিদেশ লুটিয়া বেড়াই এবং জাতিতে যবন হওয়ায় গৌড়-চাক্‌লার মধ্যে মৃগয়া করিয়া বহুবিধ জীব-পশু নাশ করি, এইমাত্র। আমার ভরসাই তুমি ; তোমার বড় ভাই আমি যখন কেবল দস্যু-ব্যবহার ও জীবনাশ-কার্য্যে রহিলাম, আর, ছোট ভাই তুমিও যখন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সব কার্য্য নাশ করিলে, তখন রাজ্য কিরূপে চলিবে?" সনাতন রহস্য করিয়া বলিলেন,—'তুমি—গৌড়েশ্বর, স্বতন্ত্র রাজা, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ; যিনি যে দোষ করিয়াছেন, তাঁহাকে তাহার ফল দান কর।' এইবাক্যে গূঢ়রহস্য আছে,—রাজা নিজে দস্যুবৎ ব্যবহার করেন, অতএব তিনি তাহার ফল গ্রহণ করুন এবং মন্ত্রীর (আমার) যখন কার্য্যে আলস্য, তখন তাহার (আমার) কর্ম্মচ্যুতিরূপ ফল হউক।' ইহাতে সনাতনের অভিলষিত বিষয় বুঝিয়া গৌড়েশ্বর উঠিয়া গেলেন।

৩৩। আমি-দুই ভাই—আমি রূপ ও মদ্ভ্রাতা (অনুজ) অনুপম বা বল্লভ।

অনুভাষ্য

২৮। ১৪২৪ শকাব্দায় হুসেন সাহ উৎকলের সামন্তরাজ-গণকে বাধ্য করেন।

৩৬। আদি, ১০ম পঃ ৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রভুর তাৎকালিক অবস্থা ঃ—

প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরিধ্বনি করি'।
উর্দ্ধবাহু করি' বলে—বল 'হরি' 'হরি' ॥ ৪২ ॥
প্রভুর মহিমা দেখি' লোকে চমৎকার।
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার ॥ ৪৩ ॥

দাক্ষিণাত্য-বিপ্র-গৃহে প্রভুর ভিক্ষা ঃ—

দাক্ষিণাত্য-বিপ্র-সনে আছে পরিচয়।
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয় ॥ ৪৪ ॥

নির্জ্জনে প্রভুসহ ভ্রাতৃদ্বয়ের মিলন ঃ—

বিপ্র-গৃহে আসি' প্রভু নিভৃতে বসিলা।
শ্রীরূপ-বল্লভ দুঁহে আসিয়া মিলিলা ॥ ৪৫ ॥

উভয়ের দৈন্যোক্তি ঃ—

দুইগুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিয়া।
প্রভু দেখি' দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ৪৬ ॥
নানা শ্লোক পড়ি' উঠে, পড়ে বার বার।
প্রভু দেখি' প্রেমাবেশ হইল দুঁহার ॥ ৪৭ ॥

তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রভুর প্রীতি ঃ—

শ্রীরূপে দেখিয়া প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন।
"উঠ, উঠ, রূপ, আইস", বলিলা বচন ॥ ৪৮ ॥

কৃষ্ণকৃপায় জীবের সংসার-মোচন-বর্ণন ঃ—

"কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণনে।
বিষয়কূপ হৈতে তোমা কাড়িল দুইজনে ॥ ৪৯ ॥

যে-কোন কুলোদ্ভব বৈষ্ণবই ভগবানের ন্যায় সকলের সর্ব্বথা পূজ্য ঃ—

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১০।৯১)—

ইতিহাসসমুচ্চয়ে ভগবদ্বাক্যে—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥" ৫০ ॥

প্রভুর আলিঙ্গন ও উভয়ের মস্তকে স্ব-চরণার্পণ ঃ—

এই শ্লোক পড়ি' দুঁহারে কৈলা আলিঙ্গন।
কৃপাতে দুঁহার মাথায় ধরিলা চরণ ॥ ৫১ ॥

ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভু-স্তব ঃ—

প্রভু-কৃপা পাঞা দুঁহে দুই হাত যুড়ি'।
দীন হঞা স্তুতি করে বিনয় আচরি' ॥ ৫২ ॥

স্বরূপ-নাম-রূপ-গুণ-লীলাময় এবং সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাধিদেবতা শ্রীগৌরের প্রণাম ঃ—

শ্রীরূপ-বচন—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥ ৫৩ ॥

গ্রন্থকারের গৌর-প্রণাম ঃ—

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১।২) গ্রন্থকারবাক্য—

যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং দয়ালুরুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তম্।
স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়াদ্ভুতেহং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥ ৫৪ ॥

শ্রীরূপের নিকট সনাতনের সংবাদ-জিজ্ঞাসা ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা।
'সনাতনের বার্ত্তা কহ'—তাঁহারে পুছিলা ॥ ৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫০। চতুর্ব্বেদপাঠী অর্থাৎ চৌবে-ব্রাহ্মণ হইলেই 'ভক্ত' হয়, এরূপ নয়। আমার ভক্ত চণ্ডাল হইলেও আমার প্রিয় ; ভক্তই যথার্থ দান-পাত্র এবং গ্রহণ-পাত্র ; ভক্তমাত্রেই আমার ন্যায় পূজ্য।

অনুভাষ্য

৫০। অভক্তঃ (শুদ্ধভক্তিবিহীনঃ) চতুর্ব্বেদী (চতুর্ব্বেদনিপুণঃ ব্রাহ্মণঃ) মে (মম) প্রিয়ঃ ন (ভবতি) ; মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ (সুনীচ-কুলোদ্ভবোঽপি) মে প্রিয়ঃ (ভবতি) ; তস্মৈ (শুদ্ধভক্তায় নীচ-কুলোদ্ভবায় শ্বপচায়) [অপি চতুর্ব্বেদকুশলৈর্ব্রাহ্মণাদিভিঃ এব সম্মানাদিকং] দেয়ম্ ; ততঃ (তস্মাৎ নীচকুলোদ্ভূতাৎ শ্বপচাৎ অপি শুদ্ধভক্তাৎ) গ্রাহ্যং (তদুচ্ছিষ্টাদিকং প্রতিগৃহ্নীয়াৎ), যথা অহং (সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুঃ) পূজ্যঃ [তথা] সঃ (শ্বপচকুলজাতোঽপি ভক্তঃ) [তচ্ছিষ্যস্থানীয়-ব্রাহ্মণাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ এব পূজ্যঃ চ]।

৫৩। মহাবদান্যায় (অতুলপরমকরুণাময়ায়) কৃষ্ণপ্রেম-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৩। মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণচৈতন্যনামা গৌরাঙ্গরূপধারী প্রভু তোমাকে নমস্কার।

৫৪। যে দয়ালু পুরুষ অজ্ঞানমত্ত জগৎকে অজ্ঞানব্যাধি হইতে মোচন করত স্বীয় প্রেমসম্পৎসুধাদ্বারা প্রমত্ত করিয়াছিলেন, আমি সেই অদ্ভুত-চেষ্ট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শরণাপন্ন হই।

অনুভাষ্য

প্রদায় (শিববিরিঞ্চিদুর্ল্লভকৃষ্ণপ্রেমদাতৃপ্রবরায়) কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে (কৃষ্ণচৈতন্যাখ্যায়) গৌরত্বিষে (শ্রীরাধাদ্যুতিসুবলিত-গৌরকান্তিময়ায়) কৃষ্ণায় (গোপীজনবল্লভায় গোবিন্দায়) তে (তুভ্যং) নমঃ।

৫৪। যঃ দয়ালুঃ (করুণাময়বিগ্রহঃ) অজ্ঞানমত্তং (মায়াবাদ-কর্ম্মফলভোগাদি-মার্গ-কারণে অজ্ঞানে মত্তং বিহ্বলং) ভুবনং (লোকং) স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়া (নিজকৃষ্ণপ্রীতিরূপা সম্পৎ শ্রীঃ সা এব সুধা অমৃতং তয়া) উল্লাঘসন্ (তত্তজ্জ্ঞানাদিকং প্রশময়ন্) প্রমত্তং (ভোগমোক্ষাদি-প্রাকৃতবিষয়াদ্যনুসন্ধানরহিতং নিরন্তর-

রূপকর্ত্তৃক সনাতনের কারাবন্ধন-সংবাদ-দান ঃ—

রূপ কহেন,—"তেঁহো বন্দী রাজ-ঘরে ।
তুমি যদি উদ্ধার', তবে হইবে উদ্ধারে ॥" ৫৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সনাতনের বন্ধন-মোচন-সংবাদ-দান ঃ—

প্রভু কহে,—"সনাতনের হঞাছে মোচন ।
অচিরাৎ আমা-সহ হইবে মিলন ॥" ৫৭ ॥

সেইদিন উভয়ের তথায় অবস্থান ঃ—

মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রভুরে কহিলা ।
রূপ-গোসাঞি সে-দিবস তথাঞি রহিলা ॥ ৫৮ ॥

উভয়ের প্রভুভুক্তাবশেষ-প্রাপ্তি ঃ—

ভট্টাচার্য্য দুই ভাইয়ে নিমন্ত্রণ কৈল ।
প্রভুর শেষপ্রসাদ-পাত্র দুইভাই পাইল ॥ ৫৯ ॥

প্রভুর বাসস্থানের নিকটে উভয়ের অবস্থান ঃ—

ত্রিবেণী-উপর প্রভুর বাসা-ঘর স্থান ।
দুইভাই বাসা কৈল প্রভু-সন্নিধান ॥ ৬০ ॥

প্রভুসহ বল্লভ-ভট্টের মিলন ঃ—

সে-কালে বল্লভ-ভট্ট রহে আড়াইল-গ্রামে ।
মহাপ্রভু আইলা শুনি' আইল তাঁর স্থানে ॥ ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬১। বল্লভ-ভট্ট—ইনি বৈষ্ণবপণ্ডিত। প্রথমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াও অধিক সম্মান না পাইয়া বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে আচার্য্যত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাকেই লোকে 'বল্লভাচার্য্য' বলে। গোকুলে এবং বোম্বাই-প্রদেশে ইঁহার অনেক আধিপত্য। ইঁহার কৃত 'অনুভাষ্য', 'ষোড়শ গ্রন্থ' প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ আছে।

অনুভাষ্য

কৃষ্ণানুশীলানসক্তম্) অকরোৎ, অমুং (তং) অদ্ভুতেহম্ (অশ্রুত-পূর্ব্বচেষ্টাযুক্তং) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যম্ [অহং] প্রপদ্যে (প্রপন্নোঽস্মি)।

৬১। বল্লভভট্ট—ইনি ত্রৈলঙ্গদেশে 'নিডাডাভলু'-রেলষ্টেশন হইতে ১৬ মাইল অন্তরে 'কাঙ্কড়বাড়' বা 'কাকুঁরপাঢ়ু'-নামক গ্রামনিবাসী 'লক্ষ্মণ-দীক্ষিতে'র তনয়। আন্ধ্র-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পাঁচটী বিভাগ আছে,—বেল্লনাটী, বেগী-নাটী, মুরকি-নাটী, তেলগু-নাটী ও কাশল-নাটী ; তন্মধ্যে বেল্লনাটী আন্ধ্র-ব্রাহ্মণ-কুলে ১৪০০ শকাব্দায় শ্রীবল্লভাচার্য্য জাত হন। কেহ কেহ বলেন,—বল্লভের জন্ম হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করেন, পরে পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক বল্লভাচার্য্যকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন।

অন্যমতে,—বিক্রমসম্বৎ ১৫৩৫ অর্থাৎ ১৪০০ শকাব্দার চৈত্রী কৃষ্ণা একাদশী-তিথিতে ত্রৈলঙ্গদেশীয় বেল্লনাটী-ব্রাহ্মণ

বল্লভভট্টের প্রভু-প্রণাম, উভয়ের কৃষ্ণকথালাপ ঃ—

তেঁহো দণ্ডবৎ কৈল, প্রভু কৈলা আলিঙ্গন ।
দুইজনে কৃষ্ণকথা হৈল ততক্ষণ ॥ ৬২ ॥

প্রভুর প্রেমাবেশ ও বল্লভকে বহিরঙ্গ-দর্শনে তৎ-সঙ্গোপন ঃ—

কৃষ্ণকথায় প্রভুর মহাপ্রেম উথলিল ।
ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সম্বরণ কৈল ॥ ৬৩ ॥

প্রভুর প্রেমাবেশ-দর্শনে বল্লভের বিস্ময় ঃ—

অন্তরে গর-গর প্রেম, নহে সম্বরণ ।
দেখি' চমৎকার হৈল বল্লভ-ভট্টের মন ॥ ৬৪ ॥

প্রভুকে ভট্টের নিমন্ত্রণ, ভট্ট-সমীপে ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিচয়-দান ঃ—

তবে ভট্ট মহাপ্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈলা ।
মহাপ্রভু দুইভাই তাঁহারে মিলাইলা ॥ ৬৫ ॥

অমানী হইয়া উভয়ের বল্লভকে মান-দান ঃ—

দুইভাই দূর হৈতে ভূমিতে পড়িয়া ।
ভট্টে দণ্ডবৎ কৈলা অতি দীন হঞা ॥ ৬৬ ॥

ভট্টের আলিঙ্গন-চেষ্টায় উভয়ের পশ্চাদ্গমন ঃ—

ভট্ট মিলিবারে যায়, দুঁহে পলায় দূরে ।
"অস্পৃশ্য পামর মুঞি, না ছুঁইহ মোরে ॥" ৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আড়াইল-গ্রাম—সঙ্গমের নিকট যমুনার অপর পারে (প্রায় একমাইল দূরে) অড়েলী-গ্রাম বা আড়াইল-গ্রাম ; (এখানে 'বল্লভী'-সম্প্রদায়ের একটী প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির বর্ত্তমান।)

অনুভাষ্য

বংশসম্ভূত 'খম্ভংপাটীবারু' উপাধিধারী লক্ষ্মণ-ভট্টদীক্ষিতের পুত্র-রূপে বল্লভাচার্য্য 'চম্পকারণ্যে', মতান্তরে,—মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বি, এন, আর, লাইনে রাজিম ষ্টেশনের নিকট চাঁপাঝার-গ্রামে প্রাদুর্ভূত হন। একাদশ বর্ষকাল পর্য্যন্ত কাশীতে বাস করিয়া বিদ্যাধ্যয়নানন্তর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে শেষাদ্রিতে তাঁহার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি-শ্রবণ ঘটে। ভ্রাতা ও মাতাকে গৃহে রাখিয়া তুঙ্গভদ্রা-তীরে বিদ্যানগরে গমনপূর্ব্বক বুক্করাজের পৌত্র কৃষ্ণদেবের উল্লাসবিধান করেন। অতঃপর তিনবার ষড়বর্ষব্যাপী দিগ্বিজয়ে অষ্টাদশবর্ষ যাপন করেন। ত্রিংশদ্বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কাশীতে 'মহালক্ষ্মী'-নাম্নী স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ-তনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের অধিত্যকায় শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনপূর্ব্বক প্রয়াগের নিকট আড়াইল গ্রামে অবস্থিতি করেন। ইঁহার দুইপুত্র —গোপীনাথ ও বিঠ্ঠলেশ্বর। শেষবয়সে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ১৪৫২ শকাব্দায় তিনি বারাণসীতে পরলোক গমন করেন। বল্লভের 'ষোড়শগ্রন্থ', ব্রহ্মসূত্রের 'অনুভাষ্য', শ্রীমদ্ভাগবতের 'সুবোধিনী'-টীকা প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ ব্যতীত আরও অনেক গ্রন্থ আছে।

কুলীন পণ্ডিতাভিমানী বল্লভকে বহিরঙ্গ-জ্ঞানে প্রভুর জড়-প্রতিষ্ঠা-দান বা ছলনা ঃ—

ভট্টের বিস্ময় হৈল, প্রভুর হর্ষ মন।
ভট্টেরে কহিলা প্রভু তাঁর বিবরণ ॥ ৬৮ ॥
"ইঁহো না স্পর্শিহ, ইঁহো জাতি অতি-হীন!
বৈদিক, যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ!!" ৬৯ ॥

উভয়ের মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম-শ্রবণে ভট্টের বিস্ময় ও উভয়কে সর্ব্বোত্তম-জ্ঞান ঃ—

দুঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনি'।
ভট্ট কহে, প্রভুর কিছু ইঙ্গিত-ভঙ্গী জানি' ॥ ৭০ ॥
"দুঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
এই দুই 'অধম' নহে, হয় সর্ব্বোত্তম ॥ ৭১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩৩।৭)—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥"৭২॥

ভট্টের সুবুদ্ধি-দর্শনে ও সুসিদ্ধান্ত-শ্রবণে প্রভুর প্রশংসা ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু তাঁরে বহু প্রশংসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ৭৩ ॥

নীচবংশোদ্ভূত হইলেও হরিভক্তই পূজ্য, অভক্ত ব্রাহ্মণব্রুব বেদজ্ঞ হইলেও ঘৃণ্য ঃ—

হরিভক্তিসুধোদয়ে (৩।১১।১২)—

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ ॥ ৭৪ ॥
ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥ ৭৫ ॥

প্রভুর প্রেম, প্রভাব-সৌন্দর্য্যাদি-দর্শনে ভট্টের বিস্ময় ঃ—

প্রভুর প্রেমাবেশ, আর প্রভাব ভক্তিসার।
সৌন্দর্য্যাদি দেখি' ভট্টের হৈল চমৎকার ॥ ৭৬ ॥

সগণ প্রভুসঙ্গে নদী উত্তরণ ঃ—

সগণে প্রভুরে ভট্ট নৌকাতে চড়াঞা।
ভিক্ষা দিতে নিজ ঘরে চলিলা লঞা ॥ ৭৭ ॥

যমুনার নীলজল-দর্শনে কৃষ্ণোদ্দীপনহেতু প্রভুর প্রেমাবেশ ঃ—

যমুনার জল দেখি' চিক্কণ শ্যামল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল ॥ ৭৮ ॥

প্রভুর যমুনায় ঝম্পপ্রদান, সকলের ত্রাস ঃ—

হুঙ্কার করি' যমুনার জলে দিলা ঝাঁপ।
প্রভু দেখি' সবার মনে হৈল ভয়-কাঁপ ॥ ৭৯ ॥

প্রভুকে নৌকায় উত্তোলন, প্রভুর নৃত্য ঃ—

আস্তে-ব্যস্তে সবে ধরি' প্রভুরে উঠাইল।
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিল ॥ ৮০ ॥

নৃত্যভরে নৌকা বিচলিত-প্রায় ঃ—

মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল।
ডুবিতে লাগিল নৌকা, ঝলকে ভরে জল ॥ ৮১ ॥

বহিরঙ্গ ভট্ট-সমীপে সম্বরণ-চেষ্টা-সত্ত্বেও প্রভুর প্রেম-মত্ততা ঃ—

যদ্যপি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য্য হৈল মন।
দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম, নহে সম্বরণ ॥ ৮২ ॥

প্রভুর ধৈর্য্য-ধারণ ; পরপারে অবতরণ ঃ—

দেশ-পাত্র দেখি' মহাপ্রভু ধৈর্য্য হইল।
আড়াইলের ঘাটে নৌকা আসি' উত্তরিল ॥ ৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৪-৭৫। সচ্চরিত্র, সদ্ভক্তিরূপ দীপ্তাগ্নিদ্বারা যাঁহার দুর্জ্জাতিত্ব-কল্মষ দগ্ধ হইয়াছে, এবম্ভূত চণ্ডালও পণ্ডিতের দ্বারা সম্মানিত, কিন্তু নাস্তিক ব্যক্তি বেদজ্ঞ হইলেও সম্মানযোগ্য নহেন। ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির সজ্জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, জপ ও তপঃ মৃতদেহের অলঙ্কারের ন্যায় কোন কার্য্যেরই নয়, কেবল লোকরঞ্জনমাত্র।

৮৩। সে-দেশ অনেকটা প্রেমশূন্য ও সম্মুখস্থিত বল্লভ-ভট্টও অনেকটা তর্কপ্রিয় ব্যক্তি ; ইহা দেখিয়া মহাপ্রভু ধৈর্য্য ধরিলেন।

অনুভাষ্য

৭২। মধ্য, ১১শ পঃ ১৯২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭৪। সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ (সতী ঐকান্তিকী কৃষ্ণভক্তিঃ এব দীপ্তাগ্নিঃ তেন দগ্ধং নিঃশেষিতং দুর্জ্জাত্যাদিকম্ এব কল্মষং প্রারব্ধং পাপং যস্য সঃ, অতঃ কৃষ্ণভজনাদেব) শুচিঃ (সদাচারঃ) শ্বপাকঃ (অতি-নীচকুলোদ্ভবঃ) অপি বুধৈঃ (বিদ্বদ্ভিঃ) শ্লাঘ্যঃ (বরণীয়ঃ), (পরন্তু) নাস্তিকঃ (ভগবৎ-সেবাবিমুখঃ) বেদজ্ঞঃ (বেদশাস্ত্রপারঙ্গতঃ ব্রাহ্মণঃ অপি) ন [পূজ্যঃ, দুঃসঙ্গত্বাৎ পরমার্থপথিকেন সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য এবেত্যর্থঃ]।

৭৫। ভগবদ্ভক্তিবিহীনস্য (কৃষ্ণসেবা-বিমুখস্য) জাতিঃ (প্রাক্তন-সুকৃতিবশাৎ উত্তমকুলে জন্মাদিকং) শাস্ত্রং (স্বাধ্যায়াদিকং) জপং (মন্ত্রোচ্চারণাদিকং), তপঃ (সাধনাদ্যনুশীলনং)—[এতৎ সর্ব্বমেব] অপ্রাণস্য (মৃতস্য) দেহস্য মণ্ডনম্ (অলঙ্করণম্ ইব ব্যর্থমকিঞ্চিৎকরং) লোকরঞ্জনং (ব্যবহারিকং জড়লোকানাং বহির্দর্শন-সুখকরমিব নিষ্ফলমিত্যর্থঃ)।

৮২। দুর্ব্বার—যাহার প্রকাশ নিবারণ অর্থাৎ বন্ধ করা যায়

বল্লভকর্ত্তৃক স্নানান্তে প্রভুকে স্বগৃহে আনয়ন ঃ—

ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহে, মধ্যাহ্ন করাঞা ।
নিজ-গৃহে আনিলা প্রভুরে সঙ্গেতে লঞা ॥ ৮৪ ॥

বল্লভের স্বহস্তে প্রভুর পদ-ধৌতি ও সবংশে পাদোদক-সম্মান ঃ—

আনন্দিত হঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন ।
আপনে করিল প্রভুর পাদপ্রক্ষালন ॥ ৮৫ ॥

প্রভুকে নববস্ত্র দান ঃ—

সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল ।
নূতন কৌপীন-বহির্ব্বাস পরাইল ॥ ৮৬ ॥

প্রভুকে পূজা ও বলভদ্র-দ্বারা অন্নপাক ঃ—

গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপে মহাপূজা কৈল ।
ভট্টাচার্য্যে মান্য করি' পাক করাইল ॥ ৮৭ ॥

প্রভুর ও ভ্রাতৃদ্বয়ের বল্লভ-গৃহে ভোজন সম্পাদন ঃ—

ভিক্ষা করাইল প্রভুরে সস্নেহ যতনে ।
রূপগোসাঞি-দুইভাইয়ে করাইল ভোজনে ॥ ৮৮ ॥

শ্রীরূপ ও কৃষ্ণদাসের প্রভুর অবশেষ-প্রাপ্তি ঃ

ভট্টাচার্য্য শ্রীরূপে দেওয়াইল 'অবশেষ' ।
তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ ॥ ৮৯ ॥

বল্লভকর্ত্তৃক প্রভুর পাদ-সম্বাহন ঃ—

মুখবাস দিয়া প্রভুরে করাইল শয়ন ।
আপনে ভট্ট করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন ॥ ৯০ ॥

ভোজন সমাপন করিয়া বল্লভের পুনরাগমন ঃ—

প্রভু পাঠাইল তাঁরে করিতে ভোজনে ।
ভোজন করি' আইলা তেঁহো প্রভুর চরণে ॥ ৯১ ॥

ত্রিহুত-পণ্ডিত রঘুপতি উপাধ্যায়ের আগমন ঃ—

হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায় ।
তিরুহিতা পণ্ডিত, বড় বৈষ্ণব, মহাশয় ॥ ৯২ ॥

প্রভুকে বন্দনা, প্রভুর আশীর্ব্বাদ ঃ—

আসি' তেঁহো কৈল প্রভুর চরণ বন্দন ।
'কৃষ্ণে মতি রহু' বলি' প্রভুর বচন ॥ ৯৩ ॥

উপাধ্যায়কে কৃষ্ণবর্ণনে আদেশ ঃ—

শুনি' আনন্দিত হৈল উপাধ্যায়ের মন ।
প্রভু তাঁরে কহিল,—"কহ কৃষ্ণের বর্ণন ॥" ৯৪ ॥

উপাধ্যায়ের স্বকৃত শ্লোক-পঠন, প্রভুর প্রেমাবেশ ঃ—

নিজ-কৃত কৃষ্ণলীলা-শ্লোক পড়িল ।
শুনি' মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল ॥ ৯৫ ॥

শ্রীনন্দ-প্রণাম ঃ—

পদ্যাবলীতে (১২৬)-ধৃত শ্লোক—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভব-ভীতাঃ ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥ ৯৬ ॥

'আগে কহ',—প্রভু-বাক্যে উপাধ্যায় কহিল ।
রঘুপতি উপাধ্যায় নমস্কার কৈল ॥ ৯৭ ॥

যামুন-কুঞ্জবিহারী-কৃষ্ণ ঃ—

পদ্যাবলীতে (৯৮)-ধৃত শ্লোক—

কম্প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু ।
গোপতি-তনয়াকুঞ্জে গোপবধূটী-বিটং ব্রহ্ম ॥ ৯৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯২। রঘুপতি-উপাধ্যায়ের কৃত কয়েকটী শ্লোক পদ্যাবলীতে পাওয়া যায়। তাঁহার নিবাস—তিরহুত বা মিথিলা-দেশে।

৯৬। ভবভীত ব্যক্তিসকল কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ বা মহাভারতকে ভজনা করুন ; (আমি কিন্তু) এইস্থানে শ্রীনন্দেরই বন্দনা করি,—যাঁহার অলিন্দে (বারান্দায়) পরম-ব্রহ্ম কৃষ্ণ খেলা করেন।

৯৮। কাহাকেই বা বলিতে পারি, এখন কেইবা তাহা প্রতীতি করিবে যে,—সূর্য্যতনয়া-কুঞ্জে গোপবধূদিগের লম্পট পরম-ব্রহ্ম লীলা করেন?

অনুভাষ্য

না ; উদ্ভট—উদার, শ্রেষ্ঠ, অভিনব, বিচিত্র, প্রসিদ্ধ, অসাধারণ, প্রবল।

৮৩। দেশ-পাত্র—মগ্নপ্রায় নৌকার উপর নৃত্যাদি সুবিধা-জনক নহে ; আবার, বল্লভদীক্ষিতের ন্যায় হীনপ্রেম পণ্ডিতের নিকটও সাত্ত্বিকভাবের উল্লাস হয় না।

৯২। 'তিরুটিয়া' বা 'তির্হুটিয়া'—বর্ত্তমানকালে সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা—এই চারিটী জিলা তির্হুট্-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ; এই প্রদেশের অধিবাসীকে 'তিরুটিয়া' বলে।

৯৬। ভবভীতাঃ (সংসার-ভয়াতুরাঃ) অপরে (হরিজনেতরাঃ মোক্ষাভিলাষিণঃ) শ্রুতিং (বেদশাস্ত্রম্), ইতরে (হরিজনেতরাঃ কেচন ফলকামি-কর্ম্মিণঃ) স্মৃতিং (লৌকিক-প্রয়োগানুষ্ঠানপর-শাস্ত্রম্), অন্যে (সংসারিণঃ) ভারতং (মহাভারতাদি-সকলজনসুখ-পাঠ্যগ্রন্থাদিকং) ভজন্তু ; অহং তু ইহ (জগতি) [তং] নন্দং (ব্রজেন্দ্রং) বন্দে,—যস্য (নন্দস্য) অলিন্দে (বহির্দ্বার-প্রাঙ্গণে) পরংব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণঃ) [বিরাজতে]।

৯৮। গোপতি-তনয়াকুঞ্জে (গোপতিঃ সূর্য্যঃ তস্য তনয়া কালিন্দী তস্যাঃ তটস্থকুঞ্জে) গোপবধূটীবিটং (গোপবধূট্যঃ

রঘুপতির শ্লোক-পঠনে প্রভুর প্রেমাবেশ ঃ—

প্রভু কহেন,—কহ, তেঁহো পড়ে কৃষ্ণলীলা ।
প্রেমাবেশে প্রভুর দেহ-মন আলুয়াইলা ॥ ৯৯ ॥

উপাধ্যায়ের বিস্ময় ও প্রভুকে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান ঃ—

প্রেম দেখি' উপাধ্যায়ের হৈল চমৎকার ।
'মনুষ্য নহে, ইঁহো—কৃষ্ণ'—করিল নির্দ্ধার ॥ ১০০ ॥

প্রভু-রঘুপতি-সংলাপ ; প্রভুর প্রশ্ন ও উপাধ্যায়ের উত্তর-প্রদান ঃ—

(১) কৃষ্ণের 'শ্যাম'রূপই শ্রেষ্ঠ ঃ—

প্রভু কহে,—"উপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ মান' কায়?"
'শ্যামমেব পরং রূপং'—**কহে উপাধ্যায় ॥ ১০১ ॥**

(২) মথুরাই শ্রেষ্ঠ ধাম ঃ—

'শ্যাম'-রূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান' কায়?"
'পুরী মধুপুরী বরা'—**কহে উপাধ্যায় ॥ ১০২ ॥**

(৩) কিশোর-বয়সই আরাধ্য ঃ—

"বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরে, শ্রেষ্ঠ মান' কায়?"
'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং'—**কহে উপাধ্যায় ॥ ১০৩ ॥**

(৪) অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-রসই সর্ব্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠ-আরাধ্য ঃ—

"রসগণ-মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান' কায়?"
'আদ্য এব পরো রসঃ'—**কহে উপাধ্যায় ॥ ১০৪ ॥**

প্রভুর আনন্দ ঃ—

প্রভু কহে,—"ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে ।"
এত বলি' শ্লোক পড়ে গদ্‌গদ-স্বরে ॥ ১০৫ ॥

পদ্যাবলীতে (৮২)-ধৃত মাধবেন্দ্রপুরীকৃত-শ্লোক—

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা ।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ ॥ ১০৬ ॥

প্রভুর আলিঙ্গন, উপাধ্যায়ের নৃত্য ঃ—

প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ।
প্রেমে মত্ত হঞা তেঁহো করেন নর্ত্তন ॥ ১০৭ ॥

বল্লভের বিস্ময়, পুত্রকে প্রভুপদে সমর্পণ ঃ—

দেখি' বল্লভ-ভট্ট মনে চমৎকার হৈল ।
দুই (?) পুত্র আনি' প্রভুর চরণে পাড়িল ॥ ১০৮ ॥

আড়াইল-গ্রামবাসীর প্রভু-দর্শন ও বৈষ্ণবত্ব-লাভ ঃ—

প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল ।
প্রভু-দরশনে সব লোক 'কৃষ্ণভক্ত' হইল ॥ ১০৯ ॥

ব্রাহ্মণগণের নিমন্ত্রণ, বল্লভের নিবারণ ঃ—

ব্রাহ্মণসকল করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ ।
বল্লভ-ভট্ট তাঁ সবারে করেন নিবারণ ॥ ১১০ ॥
"প্রেমোন্মাদে পড়ে গোসাঞি মধ্য-যমুনাতে ।
প্রয়াগে চালাইব, ইঁহা না দিব রহিতে ॥ ১১১ ॥
যাঁর ইচ্ছা, প্রয়াগে যাঞা করিবে নিমন্ত্রণ ।"
এত বলি' প্রভু লঞা করিল গমন ॥ ১১২ ॥

প্রভুকে লইয়া নৌকায় পরপারে প্রয়াগে
বল্লভের আগমন ঃ—

গঙ্গা-পথে মহাপ্রভুরে নৌকাতে বসাঞা ।
প্রয়াগে আইলা ভট্ট গোসাঞিরে লঞা ॥ ১১৩ ॥

প্রভুর দশাশ্বমেধঘাটে নিভৃতে শ্রীরূপকে
শক্তিসঞ্চার ও শিক্ষাদান ঃ—

লোক-ভিড়-ভয়ে প্রভু 'দশাশ্বমেধে' যাঞা ।
রূপ-গোসাঞিরে শিক্ষা করা'ন শক্তি সঞ্চারিয়া ॥১১৪॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৬। শ্যামরূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ, মধুপুরীই শ্রেষ্ঠা পুরী, কৈশোর-বয়সই ধ্যেয়, আর আদ্য অর্থাৎ শৃঙ্গার-রসই শ্রেষ্ঠ রস।

অনুভাষ্য

তরুণ্যঃ স্বল্পবয়স্কাঃ গোপরামাঃ,—ক্ষুদ্রার্থে টীপ্, তাসাং বিটং লম্পটং) [পরং] ব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণঃ) [বিরাজতে ইতি] সম্প্রতি কং [জনং] প্রতি কথয়িতুম্ ঈশে (সমর্থো ভবামি), কঃ বা প্রতীতিং (বিশ্বাসম্) আয়াতু (স্থাপয়েৎ)।

৯৯। আলুয়াইলা—অসংলগ্ন হইল ; প্রাকৃত-বিচার-শূন্য হইয়া মন উদাসীন হওয়ায় দৈহিক ক্রিয়াও শ্লথ হইল।

১০১। প্রভু রঘুপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,—কৃষ্ণ, নারায়ণ, রাম ও নৃসিংহাদি ভগবানের অসংখ্য আকার (রূপ) আছে ; তন্মধ্যে তুমি কোন্ আকারকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ বলিয়া জানিয়াছ?

অনুভাষ্য

১০২। কৃষ্ণ কখনও মাথুরমণ্ডলে, কখনও বা দ্বারকাপুরে পরব্যোমে অবস্থান করেন ; এতদুভয়ের মধ্যে মধুপুরীরই শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইল ; শ্রীরূপপাদ 'উপদেশামৃতে'—"বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী" ইত্যাদি।

১০৩। কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্মের মধ্যে তোমার কোন্‌টী উপাদেয় বলিয়া মনে হয়?

১০৬। [ভগবদ্রূপাণাং বর্ণাকারাণাং ভগবন্মূর্ত্তিভেদানাং মধ্যে] শ্যামং (নন্দনন্দন-শ্যামসুন্দরস্য অভ্রবপুঃ) রূপম্ এব পরং (শ্রেষ্ঠম্) ; [পুরীণাং বৈকুণ্ঠ-মথুরাদীনাং মধ্যে] মধুপুরী পুরী (মথুরা এব) বরা (শ্রেষ্ঠা) ; [বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোর-বয়সাং মধ্যে যৌবনপূর্ব্বং ধীরললিত-নায়কোচিতং] কৈশোরকং বয়ঃ [এব] ধ্যেয়ং (নিরন্তরমারাধ্যম্) ; [চিন্ময়রসভেদানাং মধ্যে] আদ্যঃ (মধুরঃ শৃঙ্গারঃ) রসঃ এব পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ)।

কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের সীমা-শিক্ষা ঃ—

কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব-প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত ॥ ১১৫ ॥

রামানন্দ-কীর্ত্তিত ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রীরূপকে উপদেশ ঃ—

রামানন্দ-পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিলা।
রূপে কৃপা করি' তাহা সব সঞ্চারিলা ॥ ১১৬ ॥

শ্রীরূপ-হৃদয়ে সর্ব্বতত্ত্ব-স্ফূর্ত্তি ঃ—

শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব-নিরূপিয়া 'প্রবীণ' করিলা ॥ ১১৭ ॥

কবিকর্ণপূরের স্বকৃত-গ্রন্থে শ্রীরূপ-শিক্ষার উল্লেখ ঃ—

শিবানন্দ-সেনের পুত্র 'কবিকর্ণপূর'।
'রূপের মিলন' স্ব-গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর ॥ ১১৮ ॥

শ্রীরূপ-সনাতনদ্বারা প্রভুর ব্রজলীলা-কথা-প্রকাশ ঃ—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (৯।৩৮)—

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেবস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ ১১৯ ॥

শ্রীরূপের অনুগ্রহ-বিধানকারী প্রভু ঃ—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (৯।২৯)—

যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তরপরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সমমনুপমেনানুজগ্রাহ দেবঃ ॥ ১২০ ॥

প্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ, প্রভুর সর্ব্বস্ব শ্রীরূপে
ভক্তিরসতত্ত্ব-শাস্ত্র-বিস্তার ঃ—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (৯।৩০)—

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে ॥১২১॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৫। প্রান্ত—সীমা।

১১৯। কালে বৃন্দাবনকেলি-বার্ত্তা লুপ্ত হইয়াছিল, সেই লীলা বিশেষ করিয়া বিস্তার করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব কৃপামৃতের দ্বারা তথায় শ্রীরূপকে এবং শ্রীসনাতনকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

১২০। যিনি পূর্ব্বে প্রিয়গুণসমূহের দ্বারা গাঢ়বদ্ধ হইয়াও গৃহচর্য্যা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীরূপকে, তাঁহার কনিষ্ঠ অনুপমের সহিত, স্বয়ং রসতুল্য অমূর্ত্ত হইয়াও শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিমান্ গৌরাঙ্গদেব, প্রয়াগে প্রেমালাপ ও দৃঢ়তর আলিঙ্গন-দ্বারা অনুগ্রহ করিয়াছিলেন।

১২১। নিজের প্রিয়স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, স্বাভাবিক মনোজ্ঞরূপবিশিষ্ট এবং নিজের অনুরূপ—এবম্ভূত স্বীয় বিলাস-রূপ শ্রীরূপ-গোস্বামীতে প্রভু (ভক্তিরস-শাস্ত্র) বিস্তার করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১০৮। দুইপুত্র—গোপীনাথ ও বিঠ্ঠলেশ্বর। শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৩৪ বা ১৪৩৫ শকাব্দায় প্রয়াগে উপনীত হন ; তৎকালে বিঠ্ঠলের জন্ম হয় নাই ; মধ্য, ১৮শ পঃ ৪৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৪। ভগবান্ অনন্তশক্তিসম্পন্ন। শক্তিমান্ ভগবান্ হইতে সুকৃতিমান্ জীব কৃপা-শক্তি লাভ করেন। মায়াকবলে পতিত হইয়া কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ অজ্ঞানবশতঃ জীব সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বে অপ্রবিষ্ট থাকেন। ভগবান্ গৌরহরি কৃপা করিয়া শ্রীরূপ-গোস্বামীকে তত্ত্ববোধ-শক্তি পূর্ব্বে অর্পণ করিয়া তত্ত্বশিক্ষা দিলেন।

১১৯। কালেন (ভগবদিচ্ছারূপ-কালবশেন) বৃন্দাবনকেলি-বার্ত্তা (বৃন্দাবনসম্বন্ধিনী রসক্রীড়া-কথা) লুপ্তা (আচ্ছন্না আসীৎ) ইতি (অতঃ) তাং (কথাং) বিশিষ্য (বিশিষ্টাং কৃত্বা) খ্যাপয়িতুং (প্রকাশয়িতুং) দেবঃ (শ্রীগৌরহরিঃ) তত্রৈব বৃন্দাবনে রূপং চ সনাতনং চ কৃপামৃতেন (করুণাসুধা-বারিণা) অভিষিষেচ (অভি-ষিক্তবান্)।

১২০। যঃ (শ্রীরূপঃ) প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈঃ (প্রিয়স্য গৌরস্য গুণগণৈঃ গুণসমূহৈঃ) গাঢ়বদ্ধঃ (গাঢ়ম্ অতিশয়ং বদ্ধঃ আসক্তঃ) অপি গেহাধ্যাসাৎ (লীলাভিনীত-গৃহাসক্তেঃ) মুক্তঃ (ত্যক্তস্পৃহঃ) আসীৎ, তং (শ্রীরূপম্) অনুপমেন (অনুজেন) সমং (সার্দ্ধম্) অমূর্ত্তঃ অপি পরঃ মূর্ত্তঃ রসঃ ইব (স্বরূপং প্রকটীকৃত্য) দেবঃ (গৌরঃ) প্রয়াগে (গঙ্গাযামুনসঙ্গমে) প্রেমালাপৈঃ দৃঢ়তর-পরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ (গাঢ়ালিঙ্গনবিলাসৈঃ) অনুজগ্রাহ (অনুকম্পাং কৃতবান্)।

১২১। প্রিয়স্বরূপে (প্রিয়ঃ ভক্তঃ তৎস্বরূপঃ যঃ তস্মিন্ ভক্তরূপে) দয়িতস্বরূপে (দত্তম্ আত্মস্বরূপং যস্মৈ তস্মিন্) প্রেমস্বরূপে (প্রেমময়-নিজাভিন্ন-রূপে) সহজাভিরূপে (সহজং স্বাভাবিকম্ অভিরূপং মনোজ্ঞং রূপং যস্য তস্মিন্) নিজানুরূপে (প্রেমপ্রকাশকতয়া সদৃশং রূপং যস্য তস্মিন্) একরূপে (একং মুখ্যং রূপং যস্য তস্মিন্) স্ববিলাসরূপে (স্বস্য স্বস্বরূপস্য বিলাসঃ লীলার্থং রূপং যস্য তস্মিন্) রূপে (শ্রীরূপ-গোস্বামিনি) প্রভুঃ (শ্রীমন্মহাপ্রভুঃ) ততান (শ্রীরূপদ্বারৈব ভক্তিরসশাস্ত্রং প্রকাশিতবান্)।

এইমত কর্ণপূর লিখে স্থানে-স্থানে ।
প্রভু কৃপা কৈলা যৈছে রূপ-সনাতনে ॥ ১২২ ॥

শ্রীরূপ-সনাতন—সমগ্র গৌরভক্তের প্রিয়তম ঃ—

মহাপ্রভুর যত বড় বড় ভক্ত মাত্র ।
রূপ-সনাতন—সবার কৃপা-গৌরব-পাত্র ॥ ১২৩ ॥

সকলের আদরের দৃষ্টান্ত ; বৃন্দাবন-দর্শনকারীকে রূপ-সনাতন-সম্বন্ধে সাগ্রহ জিজ্ঞাসা ঃ—

কেহ যদি দেশে যায় দেখি' বৃন্দাবন ।
তাঁরে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ ॥ ১২৪ ॥
"কহ,—তাঁহা কৈছে রহে রূপ-সনাতন ?
কৈছে রহে, কৈছে বৈরাগ্য, কৈছে ভোজন ?? ১২৫ ॥
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ?"
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ ॥ ১২৬ ॥

শ্রীরূপ-সনাতনের বৈরাগ্যযুগ্-ভক্তিরসপান-মত্ততা-বর্ণন ঃ—

"অনিকেত দুঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ ।
এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন ॥ ১২৭ ॥
'বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী ।
শুষ্ক রুটী-চানা চিবায়, ভোগ পরিহরি' ॥ ১২৮ ॥
করোঁয়া-মাত্র হাতে, কাঁথা, ছিঁড়া-বহির্ব্বাস ।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন-উল্লাস ॥ ১২৯ ॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারিদণ্ড শয়নে ।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমে সেহ নহে কোন দিনে ॥ ১৩০ ॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন ।
চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন ॥" ১৩১ ॥

রূপ-সনাতনের ভজনাচরণ-শ্রবণে ভক্তগণের সুখ ঃ—

এইকথা শুনি' মহান্তের মহাসুখ হয় ।
চৈতন্যের কৃপা যাঁহে, তাঁহে কি বিস্ময় ?? ১৩২ ॥

স্ব-কৃত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে প্রভুকৃপা বর্ণন ঃ—

চৈতন্যের কৃপা রূপ লিখিয়াছেন আপনে ।
রসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে ॥ ১৩৩ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।১।২)—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি ।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥ ১৩৪ ॥

প্রয়াগে দশদিন যাবৎ প্রভুর শ্রীরূপকে শিক্ষাদান ঃ—

এইমত দশদিন প্রয়াগে রহিয়া ।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ১৩৫ ॥

শ্রীরূপশিক্ষা ; সূত্রাকারে ভক্তিরস-লক্ষণ-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"শুন, রূপ, ভক্তিরসের লক্ষণ ।
সূত্ররূপে কহি, বিস্তার না যায় বর্ণন ॥ ১৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৯। করোঁয়া—সন্ন্যাসিদিগের হাতের জলপাত্র।

অনুভাষ্য

১২২। স্থানে-স্থানে—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে।

১২৮। স্থূলভিক্ষা—যে-ভিক্ষাগ্রহণে উদরপূর্ত্তির জন্য অন্যের নিকট অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা করিতে হয় না।

মাধুকরী—মৌমাছি যেরূপ নানা পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া চক্রে লইয়া যায়, সেইরূপ নানাস্থান হইতে স্বল্প স্বল্প খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া যাঁহারা উদরপূরণ করেন, তাঁহাদের বৃত্তিই 'মাধুকরী'-নামে কথিত।

ভোগ-পরিহরি'—সুখলাভের আশায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি-বর্দ্ধনার্থ যে-সকল উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, ঐগুলি ত্যাগ করিয়া ভজনোপযোগী জীবনরক্ষা করিবার জন্য শুষ্ক রুটি ও ভর্জ্জিত ছোলাদ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিতেন।

১৩১। এতাদৃশ বৈরাগ্যবিশিষ্ট জীবনে তাঁহারা কখনও ভক্তিরসশাস্ত্র লিখিয়া কৃষ্ণভজন করিতেন, কোন-সময়ে নাম-সঙ্কীর্ত্তন এবং কোনসময় গৌর-লীলা-স্মরণ-মননাদিদ্বারা কৃষ্ণ-ভজন করিতেন। প্রাকৃত-সহজিয়াদিগের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রবল যে, ভক্তিশাস্ত্র-লিখন-পঠনাদি পরিত্যাগ করিয়া নিজ-মূর্খতা-সাধনোদ্দেশে শাস্ত্রাদি-আলোচনা হইতে বিরাম লাভই ভক্তির 'সাধন'! শ্রীরূপানুগ-ভক্তের তাদৃশ কথায় আস্থা নাই ; তবে সাধকের শাস্ত্রলিখনপঠনাদিতে যদি অর্থোপার্জ্জন-বাঞ্ছামূলে জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ, জড়ীয় প্রতিষ্ঠা বা পূজা, লাভ বা অন্য কোন ক্ষুদ্র অবান্তর উদ্দেশ্য থাকে,—যাহা 'উপশাখা'-নামে কথিত,—তাহা হইলে সেরূপ ভ্রষ্টাচার-পরায়ণের কখনও মঙ্গল হয় না। প্রকৃত শ্রীমদ্রূপানুগের এরূপ ক্ষুদ্র ফলভোগমূলক কর্ম্মবাসনা নাই।

১৩৪। [নিজ-ভগবৎসেবা-প্রবর্ত্তকং স্বাশ্রয়চরণকমলং ভগবন্তং গৌরহরিং নমস্করোতি—] অহং বরাকরূপঃ (ক্ষুদ্র-দীন-রূপঃ ; স্বয়ং গোস্বামিকুলচূড়ামণেরপি অতিদৈন্যবশাদেবেয়-মুক্তিঃ) অপি যস্য (কর্ত্তৃভূতস্য গৌরস্য) হৃদি (মনসি) প্রেরণয়া (হৃদ্বিষয়ানুজ্ঞয়া) প্রবর্ত্তিতঃ (প্রেরিতঃ), তস্য চৈতন্যদেবস্য হরেঃ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৪। হৃদয়ে যাঁহার প্রেরণাদ্বারা সামান্য কাঙ্গালরূপ আমি ভক্তিগ্রন্থ-রচনে প্রবর্ত্তিত হইয়াছি, সেই শ্রীচৈতন্যদেব হরির পদকমল আমি বন্দনা করি।

প্রভুর কৃপায় রূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বিন্দুপান ঃ—

পারাপার-শূন্য গভীর ভক্তিরস-সিন্ধু ।
তোমায় চাখাইতে তার কহি এক 'বিন্দু' ॥ ১৩৭ ॥

প্রথমে ব্রহ্মাণ্ডের বদ্ধজীব-বর্ণন ; সংখ্যায় বহুত্ব ঃ—

এইমত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ ।
চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥ ১৩৮ ॥

জীবাত্মা ও জীবস্বরূপ-পরিমাণ ঃ—

কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি ।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের 'স্বরূপ' বিচারি ॥ ১৩৯ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।৩০) শ্রুতি-স্তব-ব্যাখ্যা-ধৃত শ্লোক—
কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ ॥ ১৪০ ॥

শ্বেঃ উঃ মন্ত্রানুসারে পঞ্চদশীতে চিত্রদীপে (৮১)—
বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহ পরা শ্রুতিঃ ॥ ১৪১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৬।১১)—
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ ॥ ১৪২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।৩০)—
অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা ।
অজনি চ যন্ময়ং তদ্বিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥ ১৪৩ ॥

বিরূপ-ভেদে জীব দ্বিবিধ—(১) স্থাবর, (২) জঙ্গম ; জঙ্গমের ত্রিবিধত্ব—জল-স্থল-খেচর ঃ—

তারে মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম'—দুই ভেদ ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর-বিভেদ ॥ ১৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪০। কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিলে তাহার শতশতাংশ-সদৃশস্বরূপই জীবের সূক্ষ্মস্বরূপ ; জীব—চিৎকণ ও সংখ্যাতীত।

১৪১। কেশাগ্রের শতভাগকে বহুশতবার বিভাগ করিলে যে সূক্ষ্ম ভাগ হয়, জীব—সেইরূপ সূক্ষ্ম ; প্রধান শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন।

১৪২। কোন কোন পাঠে লিখিত আছে,—শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যম্,—

"গুণিনামপ্যহং সূত্রং মহতাঞ্চ মহানহম্।
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো দুর্জ্জয়ানামহং মনঃ ।।"

সূক্ষ্মগণের মধ্যে আমি (ভগবান্) 'জীব' (ভেদাভেদপ্রকাশ)।

১৪৩। হে ধ্রুব, যদি তনুভৃজ্জীবসকল অপরিমিত ধ্রুব অর্থাৎ পরম নিত্য ও সর্ব্বগত হইত, তাহা হইলে তোমার শাসনাধীন থাকার নিয়ম থাকিত না। যদি জীবকে 'অণু', সামান্যতঃ 'নিত্য' বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই তাহারা তোমার অধীন হয়। যন্ময় হইয়া তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার অপরিত্যাগেই নিয়ন্তৃ হইতে পারে। অতএব যাহারা জীব এবং তোমাকে 'এক' করিয়া জানে, তাহাদের মত—'মতবাদে' দূষিত।

১৪৪-১৪৯। জীব দুইপ্রকার,—নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ।

অনুভাষ্য

(গৌরহরেঃ কৃষ্ণচৈতন্যস্য) পদকমলং (চরণারবিন্দম্) অহং বন্দে।

১৩৭। পারাপার-শূন্য—পার (অর্থাৎ) একপার ; অপার (অর্থাৎ) অন্য পার ; অতএব যাহার উভয়পারের মধ্যে কোন পারেরই সীমা নাই।

১৩৮। চৌরাশী লক্ষযোনি—"জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ। কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্। ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ।।"—(বিষ্ণুপুরাণে)

১৩৯। মুণ্ডকে ৩।১।৯—"এষোঽণুরাত্মা"।

১৪০। অয়ং জীবঃ হি কেশাগ্রশতভাগস্য (অতি-সূক্ষ্মকেশাগ্রায়ামস্য শতধা বিভক্তস্য, পুনঃ তাদৃশ-পরমসূক্ষ্মাংশস্য) শতাংশ-সদৃশাত্মকঃ (পুনঃ শতখণ্ডাংশতুল্যঃ) সূক্ষ্মস্বরূপঃ (পরমাণু-চেতনঃ চিৎকণঃ সূক্ষ্মচিদণুখণ্ডঃ) সংখ্যাতীতঃ (অনন্তসংখ্যকঃ)।

১৪১। [যঃ] বালাগ্রশতভাগস্য (কেশাগ্রস্য শতধা খণ্ডিতস্য, তস্য পুনঃ) শতধা কল্পিতস্য (বিভক্তস্য) চ ভাগঃ (খণ্ডঃ),—সঃ [এব] জীবঃ (জীবস্বরূপাকারঃ) বিজ্ঞেয়ঃ (জ্ঞাতব্যঃ) ইতি চ পরা (শ্রেষ্ঠা) শ্রুতিঃ (শ্বেতাশ্বতরপ্রমুখা) আহ।

১৪২। ভগবদ্বিভূতিসমূহ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করায় শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,—

অহং (চিদচিদীশ্বরঃ অদ্বয়জ্ঞানাত্মকঃ শ্রীভগবান্) সূক্ষ্মাণাম্ (অণূনাম্ অপি মধ্যে) জীবঃ (জীবাত্মা)।

১৪৩। জনলোকে ব্রহ্মসত্রযজ্ঞে শ্রবণেচ্ছু মুনিগণের নিকট কুমারগণের অন্যতম ব্রহ্মর্ষি সনন্দন শ্রুতিগণকর্ত্তৃক ভগবৎস্তব বর্ণন করিতেছেন,—

হে ধ্রুব (সর্ব্বাশ্রয়, নিত্য)! অপরিমিতাঃ (বস্তুতঃ এব অনন্তাঃ) ধ্রুবাঃ (নিত্যাঃ) তনুভৃতঃ (শরীরধারিণঃ জীবাঃ) যদি সর্ব্বগতাঃ (বিভবঃ ব্যাপকাঃ স্যুঃ), তর্হি শাস্যতা (তৎশাস্যতা) ইতি যঃ ত্বয়া নিয়মঃ (নিয়মনং) সঃ ন স্যাৎ, ইতরথা ন [ঘটেত,

স্থলচরের শ্রেষ্ঠত্ব ; তন্মধ্যে মানবজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ; তন্মধ্যে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তের তারতম্য-তুলনা ঃ—

তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর ।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ॥ ১৪৫ ॥

বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ 'মুখে' মানে ।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে ॥ ১৪৬ ॥

ধর্ম্মাচারি-মধ্যে বহুত 'কর্ম্মনিষ্ঠ' ।
কোটি-কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ ॥ ১৪৭ ॥

মুক্তগণের মধ্যেও কৃষ্ণভক্তের সুদুর্ল্লভত্ব ঃ—

কোটিজ্ঞানি-মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত' ।
কোটিমুক্ত-মধ্যে 'দুর্ল্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত ॥ ১৪৮ ॥

কৃষ্ণভক্তের সুদুর্ল্লভত্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের কারণ ঃ—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত' ।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী—সকলি 'অশান্ত' ॥ ১৪৯ ॥

শাস্ত্রপ্রমাণ ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১৪।৫)—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥ ১৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নিত্যবদ্ধগণ এই স্থাবর-জঙ্গম-ভেদে দুই প্রকার ; যাহারা—অচল (যেমন, বৃক্ষাদি), তাহারাই 'স্থাবর' জীব ; যাহারা—সচল, তাহারাই 'জঙ্গম'। জঙ্গম তিনপ্রকার,—তির্য্যক্-পক্ষিগণ, জলচর ও স্থলচর। স্থলচরের মধ্যে মানবজাতি অত্যন্ত অল্পসংখ্যক। সেই অল্পসংখ্যক মানবদিগের মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ ও শবর পরিত্যক্ত হইলে বেদনিষ্ঠ মনুষ্য বাকি থাকে। বেদনিষ্ঠগণ দুইপ্রকার,—ধর্ম্মাচারী ও অধর্ম্মাচারী ; ধর্ম্মাচারি-মধ্যে অনেকেই কর্ম্মনিষ্ঠ ; কেহ বা জ্ঞাননিষ্ঠ ; কোটি জ্ঞাননিষ্ঠের মধ্যে বস্তুতঃ একজন 'মুক্ত' ; এস্থলে, যাঁহারা জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত, তাঁহাদিগকেই 'মুক্ত' বলা যায়। সেই সকল মুক্তদিগের মধ্যে, যিনি শ্রদ্ধালু হইয়া কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত, তিনিই 'কৃষ্ণভক্ত'। কৃষ্ণভক্তের কামনা নাই। পূর্ব্বোক্ত 'মুক্ত' পর্য্যন্ত সকলেই কামনাযুক্ত ; ধর্ম্মাচারী ও কর্ম্মনিষ্ঠ—'ভুক্তিকামী' ও মুক্ত পর্য্যন্ত জ্ঞানী—'মুক্তিকামী', তন্মধ্যে কেহ কেহ আবার যোগফলের 'সিদ্ধিকামী'। যতদিন তাহাদের হৃদয়ে এই তিনপ্রকার কামনা থাকে, ততদিন তাঁহাদিগকে ঐ সকল কামনা শান্তি দান করে না ; এতন্নিবন্ধন তাঁহারা সকলেই 'অশান্ত'। সুতরাং একমাত্র নিষ্কাম কৃষ্ণভক্তই শান্ত অর্থাৎ শান্তিপ্রাপ্ত।

অনুভাষ্য

নিয়ম্যনিয়ন্তৃ-ভাবাবস্থিতত্বাৎ] ; যন্ময়ং (যৎ অগ্ন্যাদিময়ং স্ফুলিঙ্গাদিকং কার্য্যং জীবাখ্যং বস্তু) অজনি (জাতং, তেষাং জীবানাং) নিয়ন্তৃ (শাস্তৃ) ভবেৎ, তৎ অবিমুচ্য (তান্ জীবান্ অপরিত্যজ্য যৎ উপাদানরূপং পরমাত্মানং জীবতত্ত্বেন) সমম্ অনুজানতাং (কেবলাদ্বৈতবাদিনাং) মতদুষ্টতয়া (মতস্য দুষ্টতয়া অশুদ্ধত্বেন) অমতম্ এব (অজ্ঞাতপ্রায়ম্ অবিষয়ত্বাৎ)।

১৪৪। তার মধ্যে—ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত বদ্ধজীবগণের মধ্যে।

১৪৫। তার মধ্যে—বেদনিষ্ঠের বিপরীত মনুষ্য-জাতির মধ্যে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫০। হে মহামুনে, কোটী কোটী মুক্ত ও সিদ্ধদিগের মধ্যে নারায়ণপরায়ণ প্রশান্তাত্মা পুরুষ অত্যন্ত দুর্ল্লভ।

অনুভাষ্য

১৪৬। 'বেদনিষ্ঠ' বলিয়া মুখে স্বীকার করিয়া বেদ-বিরুদ্ধাচারী—যথেচ্ছাচারী 'কুকর্ম্মী' বা 'অন্যাভিলাষী'।

১৪৮। কর্ম্মনিষ্ঠ—নিজ-ভোগকামনায় যাহারা পুণ্যাদি সৎকর্ম্ম করে ; আবার, নিষ্কাম-কল্পনায় যাহারা কর্ম্মসমূহ অর্পণ করে,—এরূপ কোটিসংখ্যক কর্ম্মনিষ্ঠের মধ্যে যিনি সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইয়াও রজস্তমো-নিরসনজন্য, প্রাকৃত পুণ্য ও পাপ, উভয় অবস্থা হইতে বিরত হইয়া আত্মার নির্ম্মলতার অনুসরণার্থ প্রকৃত্যতীত নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরত হন, তিনিই জ্ঞানী। কোটি-জ্ঞানীর মধ্যে যিনি জ্ঞানমার্গের সত্ত্বগুণাশ্রিত হইয়া শমদমাদি সাধন-ষট্ক প্রভৃতি মিশ্রা ও বিদ্ধভক্তিমূলক সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে দ্বৈতবুদ্ধিতে নিজের আশ্রয়ীভূত উপায়সমূহকে অসম্পূর্ণ-বোধে পরিত্যাগপূর্ব্বক অনিত্য ও অসত্য সাধনকেই নিত্যসিদ্ধির কারণরূপে জ্ঞান করিয়া ঐরূপ সাধনফলে অবশেষে নিজ-বদ্ধানুভূতি হইতে মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মভূত স্বরূপ লাভ করিয়াছেন বলিয়া অভিমান করেন এবং তদুদ্দেশে 'দ্রষ্টা', 'দর্শন' ও 'দৃশ্য' অথবা 'জ্ঞাতা', 'জ্ঞান' ও 'জ্ঞেয়ে'র বৈশিষ্ট্য লোপ করেন, তাদৃশ অচিৎ-মিশ্রাতীত কেবল-চিন্মাত্রবাদী জ্ঞানীই 'মুক্ত' বলিয়া কথিত। তাদৃশ কোটি মুক্ত-পুরুষের মধ্যেও কৃষ্ণভক্ত বিরল।

১৪৯। কৃষ্ণভক্তই একমাত্র কামনা-শূন্য এবং একমাত্র কৃষ্ণনিষ্ঠ বলিয়া শান্ত। স্বর্গাদি ভুক্তি-কামী কর্ম্মী, নির্ব্বাণাদি মুক্তিকামী জ্ঞানী এবং অণিমাদি অষ্টাদশ সিদ্ধি-কামী যোগী স্ব-স্ব-কামের বশবর্ত্তী হইয়া তদভাবে অশান্ত ; আবার কামনা-তৃপ্তিতেও অসৎপ্রাপ্তিহেতু কৃষ্ণনিষ্ঠ নহে বলিয়া অশান্ত।

১৫০। মুক্তানাং (অজ্ঞানবন্ধ-রহিতানাং) সিদ্ধানাং (যোগ-সিদ্ধানাং) কোটিষু অপি মধ্যে প্রশান্তাত্মা (নিষ্কামমনাঃ) নারায়ণ-

লতার সহিত ভক্তির উপমা ; ভক্তির অপর নাম 'কৃষ্ণানুরাগ' ;
বদ্ধজীবের সেই কৃষ্ণপ্রীতি-সেবা-লাভের ক্রমপন্থা-
বর্ণন-মূলে ভক্তিপ্রদা কৃষ্ণকৃপারূপা সুকৃতি, তৎ-
ফলে সদ্‌গুরুলাভ, তৎ-কৃপায় শ্রবণ-ফলে
সম্বন্ধোপলব্ধি ও শ্রদ্ধার উদয় ঃ—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥ ১৫১ ॥

যুগপৎ অভিধেয়ারম্ভ ; অনর্থযুক্ত অবস্থাতেও ভজন ঃ—

মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন ॥ ১৫২ ॥

অনর্থমুক্ত-অবস্থাতেও ভজন ; রাগময়ী ভক্তির আশ্রয়—
কৃষ্ণমাধুর্য্য, ব্রহ্মা ও নারায়ণের ঐশ্বর্য্য নহে ঃ—

উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায় ।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায় ॥ ১৫৩ ॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন' ।
'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ ১৫৪ ॥

কৃষ্ণপ্রেমরূপ প্রয়োজন-প্রাপ্তি ; সাধনাবস্থায়
সর্ব্বদা শ্রবণ-কীর্ত্তন ঃ—

তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম-ফল ।
ইঁহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-জল ॥ ১৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫১-১৬৪। জীবসকল আপন আপন কর্ম্মসূত্রে নানা-যোনিতে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতেছেন। তন্মধ্যে যাঁহার ভক্তি-জন্মোপযোগী সুকৃতিরূপ ভাগ্যোদয় হয়, তিনি গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদে ভক্তিলতার বীজ যে 'শ্রদ্ধা', তাহা লাভ করেন। সেই বীজ পাইবামাত্র মালিস্বরূপ হইয়া নিজ-হৃদয়ক্ষেত্রে তাহা রোপণ করেন। বীজ রোপিত হইয়া অঙ্কুরিত হইতে হইতে ভগবৎ-কথা ও ভক্তকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলে সেই ক্ষেত্রের সেচন করেন। ভক্তিলতা উৎপন্ন হইয়া বাড়িতে বাড়িতে এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিরজা ও জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোক ভেদ করত পরব্যোমে স্থান প্রাপ্ত হয়। সেই পরব্যোমে লতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন পর্য্যন্ত গমন করত কৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে। কৃষ্ণচরণারূঢ় ভক্তিলতাতেই 'প্রেম-

অনুভাষ্য

পরায়ণঃ সুদুর্ল্লভঃ। [তন্ত্রবাক্য—"জ্ঞানতঃ সুলভঃ মুক্তির্ভুক্তি-র্যজ্ঞাদি-পুণ্যতঃ। সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা।।"]*

১৫১। 'ব্রহ্মাণ্ড' বলিতে চতুর্দ্দশ ভুবন (আদি, ৫ম পঃ ৯৮ সংখ্যা)।

ভাগ্যবান্—সুকৃতিসম্পন্ন জীব ; অজ্ঞানক্রমে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা সাধিত হইলে জীবের 'সুকৃতি'র উদয় হয়,—(নারদ-জন্মোপাখ্যান—ভাঃ ১।৫।২৩-৩০ দ্রষ্টব্য)। এই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি—জীবাত্মার চিদ্বৃত্তিরই অস্ফুট বিকাশ, উহা জড়কর্ম্ম নহে ; সুকৃতির ফলে শ্রদ্ধা ও শ্রবণ-জনিত সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইলেই প্রকৃত শুদ্ধভক্তির আরম্ভ।

গুরুপ্রসাদ—গুরু কৃপা করিয়া শিষ্যকে কৃষ্ণভক্তিরূপ সর্ব্বোত্তম অনুগ্রহ দান করেন। সুকৃতিমান্ অনুগ্রহযোগ্য জনের পরম শ্রেয়োলাভের উদ্দেশে শ্রীভগবান্ নিজ-প্রিয়তম জনকে শক্তি অর্পণ করিয়া জগতে নিজকৃপাশক্তি-বিতরণের জন্য মহান্ত-গুরুরূপে প্রেরণ করেন ; শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে কৃষ্ণসেবা-রূপ নিজানুগ্রহ প্রদান করেন।

কৃষ্ণপ্রসাদ—ভক্তিলতার বীজ-প্রদাতা আশ্রয়জাতীয় ভগবৎস্বরূপ গুরুদেবকে শিষ্যের নিকট প্রেরণ কার্য্যই কৃষ্ণ-প্রসাদ। গুরুপ্রসাদে কৃষ্ণপ্রসাদ-লাভ এবং কৃষ্ণপ্রসাদে গুরু-প্রসাদ লাভ ঘটে।

ভক্তিলতা-বীজ—যে বীজ হইতে ভগবানের সেবা-রূপ লতিকা উৎপন্ন হয়। ভক্তিলতার কারণ—গুরুপ্রসাদ ও কৃষ্ণ-প্রসাদ। অন্যাভিলাষ-বীজ, কর্ম্ম-বীজ ও জ্ঞান-বীজ হইতে তত্তদ্‌বৃক্ষাদি উৎপন্ন হয়। এই সকল বীজ হইতে ভক্তিলতার বীজ—পৃথক্। গুরু-কৃষ্ণের প্রসন্নতা হইতেই ভক্তিলতার বীজ পাওয়া যায়। তাঁহারা অপ্রসন্ন হইলে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম বা জ্ঞান-বীজের প্রাপ্তি ঘটিতে পারে, কিন্তু শুদ্ধভক্তির বীজ লুপ্ত হইয়া যায়। যাহাদের প্রকৃত সৌভাগ্য নাই, তাহাদের ভক্তিলতা-বীজ-প্রাপ্তি ঘটে না। শ্রদ্ধাবান্ জীবই গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন। সদ্‌গুরুপ্রদত্ত অনুগ্রহ-মন্ত্র ও প্রদর্শিত পথই 'ভক্তিমার্গ'।

১৫২। গুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়া তৎকীর্ত্তন-কার্য্যই জল-সেচন, তদ্দারা বীজ ক্রমশঃ লতায় পরিণত হয়।

১৫৩। 'ব্রহ্মাণ্ড' অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবনমধ্যে ভক্তিলতার আশ্রয় কোন বৃক্ষই নাই। ব্রহ্মাণ্ডের কোন বস্তুর প্রতিই ভক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিয়া 'বিরজা-নদী' ; সেখানে গুণত্রয়সাম্যাবস্থা লক্ষিত হয়,—উহা প্রাকৃত-মল-বিধৌতকারিণী স্রোতস্বিনী। তাহা অতিক্রম করিয়াই জ্ঞানিগণের আদর্শ 'ব্রহ্মলোক'। বিরজায় যেমন ভক্তিলতার আশ্রয়োপযোগী বৃক্ষ নাই, ব্রহ্মলোকেও তদ্রূপ ভক্তিলতার সেব্য-বৃক্ষাভাব। আশ্রয়-

* *জ্ঞান-সাধন হইতে 'মুক্তি' এবং যজ্ঞাদি-পুণ্য হইতে 'ভুক্তি' সুলভ—কিন্তু সহস্র সহস্র সাধনদ্বারাও সেই হরিভক্তি অতিশয় দুর্ল্লভ।*

অপক্কাবস্থায় বৈষ্ণবাপরাধই সাধনপথে সর্ব্বপ্রধান 'বিঘ্ন' ঃ—

যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা ॥ ১৫৬ ॥

নামাপরাধ হইতে সাবধানতাই শ্রেয়ঃ-কারণ ঃ—

তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম ॥ ১৫৭ ॥

ভক্তির ন্যায় আকৃতি বা সৌসাদৃশ্য থাকিলেও ভক্তি নহে, এমন অভক্তিসমূহ ঃ—

কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে 'উপশাখা'।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তার লেখা ॥ ১৫৮ ॥
'নিষিদ্ধাচার', 'কুটীনাটী', 'জীবহিংসন'।
'লাভ', 'পূজা', 'প্রতিষ্ঠাদি' যত উপশাখাগণ ॥ ১৫৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ফল' ফলে। এ-যাবৎ মালী শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল সেচন করিতে থাকেন। এই প্রক্রিয়া-সময়ে জল-সেচন ব্যতীত আর একটী প্রক্রিয়া আছে,—কিছুদিন জল সেচন করিতে করিতে লতা যখন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তখন অপর জন্তু আসিয়া তাহার পাতা ছিঁড়িয়া ফেলে, বা উত্তাপাদিতে পাতা শুকাইয়া যায়। এই প্রক্রিয়ায় বৈষ্ণব-অপরাধই দুষ্টজন্তু-স্থলীয় বস্তু। সেই বৈষ্ণব-অপরাধই মত্ত হাতীর ন্যায় ঐ সমস্ত ক্ষতি করে। সে-সময়ে মালী বেড়া দিয়া বা আবরণ প্রস্তুত করিয়া বিশেষ যত্ন করিতে থাকে, তাহাতে অপরাধ-হস্তীর উদ্গম হয় না। বৈষ্ণব-অপরাধ বা নাম-অপরাধ—দশবিধ (আদি, ৮ম পঃ ২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এইসময় আর একটী উৎপাত আছে,—যে-সময় ভক্তিলতা উঠিতে থাকে, সে-সময় যদি উপশাখা অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহাতে দোষ জন্মে। উপশাখা—যথা ভুক্তি-বাঞ্ছা, মুক্তি-বাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীব-হিংসা-প্রবৃত্তি, লাভেচ্ছা, নিজের

অনুভাষ্য

বৃক্ষ না পাইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলসিক্ত বর্দ্ধমানা লতা ব্রহ্মালোক অতিক্রম করিয়া 'পরব্যোম'-ধাম লাভ করে।

১৫৪। ব্রহ্মালোক ও বিরজার একপারে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, উঁহাই 'দেবীধাম'; দেবীধাম বা ইতর-ব্যোম—প্রকৃতির অধীনরূপে অবস্থিত। প্রকৃতির অপর পারে 'বৈকুণ্ঠ' বা 'পরব্যোম' অবস্থিত। সেখানে মায়া কিছুই 'পরিমাণ করিতে' সমর্থা হয় না। ব্রহ্মময় বৈকুণ্ঠের উপরিভাগেই গোলোক-বৃন্দাবন অবস্থিত। তথায় ভক্তিলতা কৃষ্ণচরণরূপ কল্পতরুকে আশ্রয় করে। পরব্যোমে পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণের যে পূজা বিহিত হয়, তাহাতে 'শান্ত', 'দাস্য', ও 'সখ্যার্দ্ধ'-রস লক্ষিত হয়; পরন্তু গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় 'শান্ত', দাস্য' ও 'গৌরব-সখ্যার্দ্ধে'র সহিত 'বিশ্রম্ভ-সখ্যার্দ্ধ', 'বাৎসল্য' ও মধুর',—এই ভাব-পঞ্চক পূর্ণমাত্রায় বিকশিত; এখানেই ভক্তিলতিকা সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় পাইয়া থাকেন।

১৫৫। তাঁহা—গোলোক-বৃন্দাবনে; প্রেমফল—অপ্রাকৃত পরম-লোভনীয় কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা-মূলক অদ্ভুত বস্তু, উহা সচ্চিদানন্দস্বরূপ কৃষ্ণচন্দ্রের নিজস্ব-বস্তু, উহা বদ্ধজীবের ভোগময় প্রাকৃত জড়বুদ্ধির গোচর হয় না।

ইঁহা—প্রপঞ্চে; এখানে থাকিয়া সেই ভক্তিলতার প্রোথিত বীজোপরি নিত্য অপ্রাকৃত কৃষ্ণনামরূপগুণলীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ জলসেচন করিতে হয়।

১৫৬। বৈষ্ণব-অপরাধ—মত্তহস্তি-সদৃশ। অপরাধ—দশবিধ নামাপরাধ (আদি—৮ম পঃ ২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। হাতী মাতা—প্রবল ভক্তিবিরোধী ভাব বা গুর্ব্ববজ্ঞারূপ বৈষ্ণব-অপরাধ, উহাই ভক্তিলতার বিনাশকারক।

১৫৭। ভক্তিলতার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া বেষ্টন করা আবশ্যক। কৃষ্ণভক্তসঙ্গ-বর্জ্জনচেষ্টারূপ আবরণ বা বেড়া না থাকিলে অভক্ত-সঙ্গক্রমে জাত অপরাধরূপ মত্তহস্তী-কর্ত্তৃক ভক্তিলতা উৎপাটিত ও বিধ্বস্ত বা দলিত হইবার সম্ভাবনা; তাহা যাহাতে না ঘটে, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া সাধকের নিতান্ত আবশ্যক। শ্রীরূপপ্রভু 'উপদেশামৃতে'—"অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ। জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি।।"

১৫৮। উপশাখা—প্রকৃত লতার নিজশাখা ব্যতীত তৎসদৃশ একই আকৃতি-বিশিষ্ট অন্য লতার শাখা ঐ প্রকৃত লতাকে জড়াইয়া উহারই 'অঙ্গীভূত' বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বস্তুতঃ তাহা প্রকৃত লতা নহে। ভুক্তি—কর্ম্মফল-ভোগবাদীর প্রাপ্য; মুক্তি—জ্ঞানবাদীর প্রাপ্য; বাঞ্ছা—সিদ্ধিবাদীর প্রাপ্য যোগফল বিভূতি-আদি।

১৫৯। নিষিদ্ধাচার—যাহা সিদ্ধের আচরণ নহে অথবা সিদ্ধিলাভের অন্তরায় অর্থাৎ যে আচারদ্বারা ভক্তি লোপ পায়,—যেমন, ভোক্তার অভিমানে ভোগময়ী বুদ্ধিতে জীবের যোষিৎসঙ্গ ও কৃষ্ণভক্তসঙ্গ অথবা বিষয়িদর্শন ও স্ত্রীদর্শন।

কুটীনাটী—কৌটিল্যপূর্ণ নাট্য, কপটতা; কু-টী এবং না-টী—আত্মপ্রসাদ-বিরোধ বা অসন্তোষ।

জীবহিংসা—কৃষ্ণভক্তিমূলা নিত্যকল্যাণ-বাণী-কীর্ত্তনে বা প্রচারে কুণ্ঠতা বা কৃপণতা অর্থাৎ মায়াবাদী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে প্রশ্রয়-দান; প্রাণি-হনন বা প্রাণিমাত্রকেই উদ্বেগ বা ক্লেশ-দান।

প্রশ্রয় দিলে অভক্তির বৃদ্ধিহেতু ভক্তির শৈথিল্যাবরণ-সম্ভাবনা ঃ—

সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায় ॥ ১৬০ ॥

প্রথমেই সাধকের দুঃসঙ্গোৎসর্গের ব্যবস্থা আবশ্যক ঃ—

প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন ॥ ১৬১ ॥

তবেই প্রয়োজনসিদ্ধি বা কৃষ্ণপ্রেমা-লাভ-সম্ভাবনা ঃ—

'প্রেমফল' পাকি' পড়ে, মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি' মালী 'কল্পবৃক্ষ' পায় ॥ ১৬২ ॥

তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন ॥ ১৬৩ ॥

কৃষ্ণপ্রেমাই চতুর্ব্বর্গ-ধিক্কারী পরমার্থ ঃ—

এইত পরম-ফল 'পরম-পুরুষার্থ'।
যাঁর আগে তৃণ-তুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ ১৬৪ ॥

ব্রহ্মানন্দ-ধিক্কারী কৃষ্ণপ্রেমসেবানন্দ ঃ—
ললিতমাধবে (৫।২)—

ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজ-বিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ।
যাবৎ প্রেম্ণাং মধুরিপু-বশীকার-সিদ্ধৌষধীনাং
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণী-পান্থতাং ন প্রযাতি ॥ ১৬৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

জড়ীয় সম্মান বা প্রতিষ্ঠার আশা। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-সেকজলে মূল-লতার প্রতিকূলে উপশাখাগণই অত্যন্ত বাড়িতে থাকে, তাহাতে মূলশাখা স্তব্ধ হইয়া বাড়িতে পারে না। অতএব মালী এই উপশাখারূপ অনর্থগুলিকে শ্রবণ-কীর্ত্তনজল-সেচন-সময়েই প্রথম হইতে ছেদন করিবেন ; তাহা হইলেই, মূলশাখা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবনে যায়। এই প্রেমাই জীবের পরম-পুরুষার্থ ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারি পুরুষার্থ ইহার নিকট তৃণতুল্য।

১৬৫। যে-পর্য্যন্ত কৃষ্ণবশীকরণ-সিদ্ধৌষধিরূপ দাস্যাদি প্রেমের লেশমাত্র অন্তঃকরণপথের পথিক না হয়, সে-পর্য্যন্ত সমৃদ্ধিশালিনী সিদ্ধিসমূহের বিজয়িতা, সত্যাদি ধর্ম্মসমূহ, সমাধি ও উৎকৃষ্ট ব্রহ্মানন্দ নিজ-নিজ-চাক্‌চিক্যে জীবকে চমৎকৃত করে।

অনুভাষ্য

লাভ—জড়েন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশে জগতে ধনাদি-প্রাপ্তি বা তৎসংগ্রহ-বাঞ্ছা।

পূজা—জড়লোকের মনোধর্ম্মে ইন্ধনপ্রদানপূর্ব্বক সম্মান।

প্রতিষ্ঠা—জাগতিক মহত্ত্ব বা লোকের নিকট স্বীয় নশ্বর যশঃপ্রিয়তা।

১৬০। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-জল-সেচনপ্রভাবে উপশাখা পুষ্ট হইয়া বর্দ্ধমানা হয়, তাহাতে মূল ভক্তিলতিকা বাড়িতে না পাইয়া থামিয়া যায়। শ্রবণ ও কীর্ত্তন নিরপরাধে অর্থাৎ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া অপরাধের সহিত অনুষ্ঠান করিতে করিতে জীবগণ ভোগপরায়ণ, বন্ধমোচনাকাঙ্ক্ষী, সিদ্ধিলোভী, কপটতা-শ্রিত, অবৈধ-যোষিৎলম্পট, মিছা-ভক্তি বা প্রাকৃত-সহজিয়া-বাদের পরিপোষণকারী, শৌক্র-বংশমর্য্যাদার ছলনাদ্বারাই পারমার্থিক-মর্য্যাদায় আগ্রহবিশিষ্ট, পরীক্ষিৎপ্রদত্ত কলির স্থানপঞ্চকের অধিবাসী, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারী, নাম-মন্ত্র- বিগ্রহ-ভাগবতজীবী, অশুক্ল-বৃত্তিদ্বারা ধনাদি-সংগ্রহে তৎপর, 'নির্জ্জন-ভজনানন্দী' বলিয়া প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী, চিজ্জড়সমন্বয়বাদ-পোষণদ্বারা যশোলাভেচ্ছু অথবা গুরুব্রুবের দাস্যসূত্রে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী অদৈব-বর্ণাশ্রমের অধীন ও পোষক প্রভৃতি বহুবিধ আখ্যায় আখ্যাত হইয়া,—অর্থাৎ নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-প্রমত্ত হইয়া শুদ্ধভক্তি ব্যতীত নশ্বর অবান্তর বস্তুর লাভোদ্দেশে নির্ব্বোধ লোকগণকে বঞ্চনাপূর্ব্বক জগতে 'ধার্ম্মিক' বা 'সাধু' বা 'মহৎ' বলিয়া পরিচয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া পড়ে, বাস্তবিক শুদ্ধ হরিসেবক হইতে পারে না।

১৬১। যদি পূর্ব্বকথিত 'উপশাখার' অঙ্কুরোদ্গাম লক্ষ্য করিয়া তাহা তৎক্ষণাৎ সমূলে বিনষ্ট করেন, তাহা হইলেই মূল ভক্তিলতিকার শাখা বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত প্রেমফল প্রসব করে ; নতুবা উপশাখার প্রাবল্যে হরিভজন হইতে চিরতরে অবসর গ্রহণ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে (স্বর্গাদি উচ্চলোকে, মর্ত্ত্যলোকে বা নরকে) ক্লেশলাভই অপরিহার্য্য।

১৬২। লতা অবলম্বন করিয়া ভক্ত-মালী কৃষ্ণপাদপদ্ম-বৃক্ষ প্রাপ্ত হন। গোলোক-বৃন্দাবনে প্রেমফল পাকিয়া পতিত হইলে, প্রপঞ্চে অবস্থিত ভক্ত তাহা আস্বাদন করিতে পারেন।

১৬৩। তাঁহা—অপ্রাকৃত গোলোক-বৃন্দাবনে ; সেই কল্প-বৃক্ষের—কৃষ্ণচরণ-কল্পতরুর ; আস্বাদন—ভক্ত অপ্রাকৃতভাবে সেবা করিয়া অপ্রাকৃত সেবা-সুখ লাভ করেন।

১৬৪। তৃণতুল্য—অকিঞ্চিৎকর, তুলনায় মূল্যহীন ; প্রেমের নিকট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষিত পুরুষার্থ-চতুষ্টয়—নিতান্ত অগ্রাহ্য।

১৬৫। যাবৎ মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং (মধুরিপোঃ কৃষ্ণস্য বশীকারে বাধ্যকরণবিষয়ে সিদ্ধৌষধিরূপাণাং) প্রেম্ণাং

শুদ্ধভক্তির লক্ষণ—(১) সাধনভক্তি ঃ—

'শুদ্ধভক্তি' হৈতে হয় 'প্রেমা' উৎপন্ন ।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে 'লক্ষণ' ॥ ১৬৬ ॥

সমগ্র ভাগবতের সারকথা ঃ—
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।১।১১)—

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ ১৬৭ ॥

প্রথম দুই পাদ—'তটস্থ' ও শেষোক্ত দুই পাদ—
শুদ্ধভক্তির 'স্বরূপ' লক্ষণ ঃ—

অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা ছাড়ি' 'জ্ঞান' 'কর্ম্ম' ।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥ ১৬৮ ॥

শুদ্ধভক্তিরূপ অভিধেয় হইতেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ 'প্রয়োজন',—
ইহাই সাত্বত পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের মত ঃ—

এই 'শুদ্ধভক্তি'—ইহা হৈতে 'প্রেমা' হয় ।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥ ১৬৯ ॥

অনুভাষ্য

(শান্তাদীনাং) গন্ধলেশোঽপি (লবমাত্রমপি) অন্তঃকরণসরণী-পান্থতাম্ (অন্তঃকরণ-মার্গপথিকতাং) ন প্রযাতি (গচ্ছতি), ঋদ্ধা (সম্পন্না) সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা (সিদ্ধীনাং বিভূতিনাং ব্রজঃ সমূহঃ তেষাং বিজয়িতা বিজয়িত্বং, বিজেতৃভাবঃ ইত্যর্থঃ), সত্যধর্ম্মা (সত্যশৌচদান-তপোধর্ম্মা), সমাধিঃ (চিত্তৈকাগ্র্যং), ব্রহ্মানন্দঃ (সর্ব্বোৎকৃষ্টং ব্রহ্মসুখং) চ গুরুঃ (শ্লাঘ্যঃ মহান্) অপি তাবৎ (তৎকালপর্য্যন্তম্) এব চমৎকারয়তি (চমৎকারং বিদধাতি—কৃষ্ণসেবা-সুখে প্রাপ্তে সতি বিষয়সুখং কৈবল্যং ব্রহ্মসুখঞ্চ তুচ্ছী ভবতীত্যর্থঃ)।

১৬৬। শুদ্ধভক্তি—ত্রিগুণাতীত কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রেতরা অহৈতুকী নির্গুণা উত্তমা ভক্তি।

১৬৭। অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে এই শ্লোকটী ধৃত হয় নাই। ইহার অনুবাদ,—

কৃষ্ণসেবার বিরোধী অবৈধ যোষিৎসঙ্গাদি দুর্নীতিমূলক সমস্ত অভিলাষ-বিহীন এবং মুমুক্ষা ও বুভুক্ষাদ্বারা অব্যবহিত, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতির অনুকূলচেষ্টাময় যে কৃষ্ণার্থে অর্থাৎ কৃষ্ণ-সম্বন্ধী বা কৃষ্ণবিষয়ক অনুক্ষণ ভজন, তাহাই 'উত্তমা ভক্তি'।

[প্রাগস্য তটস্থ-লক্ষণমাহ] অন্যাভিলাষিতাশূন্যং (অন্যাভি-লাষিতা কৃষ্ণভজন-সম্পাদন-বিরোধি-যোষিৎসঙ্গাদিরূপা দুর্নীতিমূলা বাঞ্ছা, তয়া শূন্যং বিহীনং), জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং (জ্ঞান-মত্র—নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানং, ন তু ভজনীয়ত্বানুসন্ধানমপি, তস্যাবশ্যাপেক্ষণীয়ত্বাৎ,কর্ম্ম চ—স্মৃত্যাদ্যুক্তং নিত্যনৈমিত্তিকাদি, ন তু ভজনীয়-পরিচর্য্যাদি, তস্য তদনুশীলনরূপত্বাৎ ; আদি-শব্দেন বৈরাগ্য-যোগ-সাংখ্যাভ্যাসাদয়ঃ, তৈঃ অনাবৃতম্ অব্যব-হিতম্ অপ্রতিহতং) ; [ততঃ স্বরূপলক্ষণমাহ—] আনুকূল্যেন (আনুকূল্যমত্র ভজনোদ্দেশ্যায় শ্রীকৃষ্ণায় রোচমানা প্রবৃত্তিঃ, প্রাতিকূল্যং তু তদ্বিপরীতং জ্ঞেয়ং তস্য ভজনবিরোধাৎ, তেনেতি—বিশেষণে তৃতীয়া, ন তু উপলক্ষণেঽতঃ আনুকূল্যস্যাপি ভক্তিত্ববিধানং জ্ঞেয়ং) কৃষ্ণানুশীলনং (কৃষ্ণশব্দশ্চাত্র স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য, তদ্রূপাণাং চান্যেষামপি শ্রীবিষ্ণুতত্ত্বানাং গ্রাহকশ্চেতি বোধ্যঃ তস্য, কৃষ্ণস্য সম্বন্ধি, কৃষ্ণার্থং বা অনু-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৬। ভক্ত্যাভাসে প্রেমের উৎপত্তি হয় না ; শুদ্ধভক্তি হইতেই প্রেমের উৎপত্তি হয়।

১৬৮। শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এই,—শুদ্ধভক্তিতে কৃষ্ণসেবার্থ স্বীয় (পারমার্থিক সিদ্ধি-পথে) উন্নতি-বাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন বাঞ্ছা থাকিতে পারে না। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন সেব্য ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি-স্বরূপের পূজা থাকিতে পারে না এবং জ্ঞান ও কর্ম্ম তৎতৎস্বরূপে থাকিতে পারে না। এই সমস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া জীবন-যাত্রায় যাহা ভক্তির অনুকূল, কেবলমাত্র তাহাই গ্রহণ-পূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করার নাম 'শুদ্ধভক্তি'।

অনুভাষ্য

শীলনং কায়বাঙ্মানসীয়-তচ্চেষ্টা-রূপং প্রীতিবিষয়াত্মকং শৈথিল্য-পরিত্যাগপূর্ব্বকং মুহুরেব তত্তৎ-কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনং) এব উত্তমা ভক্তিঃ [অনেন বৈধ-রাগানুগমার্গয়োঃ সাধক-সিদ্ধদশয়োরুভয়ত্রাপ্যস্যাঃ সুষ্ঠু বৈশিষ্ট্যং স্ফুটং কথিতম্]।

১৬৮। অন্যবাঞ্ছা—কৃষ্ণসেবেতর বাসনা ; অন্যপূজা—কৃষ্ণেতর-পূজা ; কর্ম্ম,—স্বরূপবিস্মৃতিতে ফলভোগ-পিপাসার উদ্দেশে যে সদনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ; জ্ঞান—স্বরূপবিস্মৃতিতে ভোগরাহিত্যের (মুক্তির) উদ্দেশে আত্মোৎকর্ষের জন্য নিত্য অভেদ্যা সন্ধিনী ও হ্লাদিনী-শক্তিদ্বয়রহিত কেবল সম্বিতের চেষ্টা; আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন—কৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশে কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণেতর মায়ানুশীলন-ত্যাগপূর্ব্বক অনুকূলভাবে কৃষ্ণসেবা ; সর্ব্বেন্দ্রিয়ে—সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা। জড়েন্দ্রিয়দ্বারা মায়ারই অনু-শীলন হয় ; 'জড়েন্দ্রিয়' বলিতে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনকে বুঝায়। জড়েন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা কৃষ্ণেতর মায়ার সেবা করিতে গেলে উহা নিজ-ভোগতাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত হয় ; তজ্জন্য সাধন-ভক্তিপর্য্যায়ে চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সাধনভক্তিবলে বদ্ধজীব জড়ভোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নিবৃত্তানর্থ হইয়া অপ্রাকৃত সেবার অধিকারী হন।

১৬৯। শুদ্ধভক্তির লক্ষণ—পাঞ্চরাত্রিক এবং ভাগবত-সম্প্রদায়, উভয় মতেই একার্থ-প্রতিপাদক।

সমগ্র পঞ্চরাত্রের মত ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।১।১২)-ধৃত শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-বাক্য—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্‌ ।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥ ১৭০ ॥

অহৈতুকী বা ঐকান্তিকী শুদ্ধভক্তি হইতেই কৃষ্ণ-প্রাপ্তি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।১১-১৪)—

মদ্‌গুণ শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে ।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ ১৭১ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্‌ ।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ১৭২ ॥
সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ১৭৩ ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৭৪ ॥

কৈতব বা অপরাধ থাকিলে কোটিজন্ম সাধন, সমস্তই বৃথা ঃ—

ভুক্তি-মুক্তি আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয় ।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥ ১৭৫ ॥

বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা-পিশাচী—ভক্তির লোপকারিণী ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২২)—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে ।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ১৭৬ ॥

সাধনভক্তি হইতে (২) ভাবভক্তি বা রতি, রতি হইতে (৩) প্রেমভক্তি ঃ—

সাধনভক্তি হৈতে হয় 'রতি'র উদয় ।
রতি গাঢ় হৈলে তার 'প্রেম' নাম কয় ॥ ১৭৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭০। সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশ-সেবনের নাম 'ভক্তি'। এই স্বরূপ-লক্ষণময়ী সেবার দুইটী 'তটস্থ' লক্ষণ—যথা, ঐ শুদ্ধভক্তি সকল উপাধি হইতে মুক্ত থাকিবে এবং কেবল কৃষ্ণ-পরা হইয়া স্বয়ং নির্ম্মলা থাকিবে।

১৭৪। এতাদৃশী ভক্তিকেই 'আত্যন্তিক-ভক্তিযোগ' বলা যায়। সেই ভক্তিযোগদ্বারা জীব গুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করিয়া আমার বিমল প্রেম লাভ করেন।

১৭৬। ভুক্তিস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহা,—এই দুইটী পিশাচী ; যে-পর্য্যন্ত ইহারা কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সে-পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে ভক্তিসুখের অভ্যুদয় হইতে পারে না।

১৭৭-১৮১। ভক্তির তিনটী অবস্থা—সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধঅঙ্গ প্রথমে সাধন-ভক্তিতেই ক্রিয়মাণ হয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত অনর্থসকল যত হ্রাস পাইতে থাকে, ততই শ্রদ্ধাবৃত্তি ক্রমশঃ উচ্চভাব ধারণ করত নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব বা রতি,—এইসকল নামে পরিচিত হয়। সাধনভক্তি হইতেই রতির উদয় হয় ; শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির আলোচনায় (অনুশীলনে) সেই

অনুভাষ্য

১৭০। সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং (সকলভেদাবরণপরিশূন্যং কৃষ্ণেতরান্যাভিলাষিতা-বর্জ্জিতং) তৎপরত্বেন (কৃষ্ণসৈবৈক-তাৎপর্য্যেণ আনুকূল্যেন) নির্ম্মলং (কর্ম্মাবরণ-জ্ঞান-বিমোহনাদ্যু-পাধিরূপ-মল-নির্ম্মুক্তং) হৃষীকেণ (সেবোন্মুখেন্দ্রিয়দ্বারা) হৃষীকেশসেবনং (সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিপস্য বিষ্ণোরনুশীলনম্‌ এব) ভক্তিঃ উচ্যতে (কথ্যতে)।

১৭১-১৭৩। আদি, ৪র্থ পঃ ২০৫-২০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৭৪। শুদ্ধভক্তিযোগপথের কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক মাতা-দেবহূতির প্রতি ভগবান্‌ শ্রীকপিলদেবের উক্তি,—

স (উক্ত লক্ষণঃ) ভক্তিযোগাখ্যঃ এব আত্যন্তিকঃ (অত্যন্তে সর্ব্বান্তে ভবঃ চরমকাষ্ঠাম্‌ আপন্নঃ) উদাহৃতঃ (কথিতঃ) যেন (আত্যন্তিক-ভক্তিযোগেন) [পুরুষঃ] ত্রিগুণং (মায়াময়ং সংসারম্‌) অতিব্রজ্য (অতিক্রম্য) মদ্ভাবায় (মম সাক্ষাৎকারায় ব্রহ্মভূতত্বায়) উপপদ্যতে (সমর্থো ভবতি)।

১৭৫। হৃদয়ে কর্ম্মফলভোগবাসনা অথবা সংসারবন্ধ হইতে মুক্তিবাসনা থাকিলে তাদৃশ ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত ব্যক্তি যতই চতুঃষষ্টিপ্রকার সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করুন না কেন, ঐরূপ তথাকথিত বিদ্ধভজন—কর্ম্মমাত্রে অথবা নিষ্ফল-জ্ঞানচেষ্টাতেই পরিণত হইবে, সুতরাং তাঁহার ভাগ্যে সাধন-ভক্তির ফল কৃষ্ণ-প্রেমলাভ ঘটিবে না।

১৭৬। যাবৎ হৃদি (অন্তর্মনসি) ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা (ভোগ-মোক্ষবাসনারূপা) পিশাচী (গ্রাসকারিণী রাক্ষসী) বর্ত্ততে, তাবৎ অত্র (অন্তঃকরণে) ভক্তিসুখস্য (কৃষ্ণপ্রীতিবিধায়ক-সেবানন্দস্য) কথং (কেন প্রকারেণ) অভ্যুদয়ঃ (প্রাকট্যং) ভবেৎ?

১৭৭। সাধনভক্তি—(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব-বিঃ ২য় লঃ)—"কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা। নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা।।" শ্রবণকীর্ত্তনাদির সহায়ক ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধনীয় ভক্তিকেই 'সাধন-ভক্তি' বলে ; নিত্যসিদ্ধভাবের হৃদয়ে প্রকটনই 'সাধন'—উহা শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ (দীক্ষা ও শ্রবণ), ভজন (নিরপরাধে বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবা), নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি পর্য্যন্ত। মধ্য, ২৩শ পঃ ১১-১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রেমভক্তির গাঢ়ত্বের তারতম্য-বৈচিত্র্য ; চরমে 'মহাভাব' ঃ—

প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয় ।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥ ১৭৮ ॥

উপমা ঃ—

যৈছে বীজ, ইক্ষু-রস, গুড়, খণ্ড-সার ।
শর্করা, সিতা-মিছরি, উত্তম-মিছরি আর ॥ ১৭৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

রতি যত গাঢ় হইতে থাকে, ততই 'প্রেমাদি' নাম ধারণ করে। (ক্রমশঃ) প্রেম-বৃদ্ধিক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। উদাহরণস্থল এই যে, ইক্ষুরস—যেন রতিস্থানীয় বীজস্বরূপ, তাহা যত গাঢ় হয়, ততই প্রথমে গুড়ত্ব, পরে খণ্ডসারত্ব, শর্করাত্ব, সিতা-মিছরিত্ব ও উত্তম মিছরিত্ব,—এইসকল অবস্থা লাভ করে। রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত, সমস্তই কৃষ্ণভক্তিরসে স্থায়িভাব বলিয়া পরিচিত ; রতিকেই সর্ব্বত্র 'স্থায়িভাব' বলিয়া থাকেন।

অনুভাষ্য

রতি—(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব-বিঃ ৩য় লঃ)—"ব্যক্তং মসৃণতে-বান্তর্লক্ষ্যতে রতিলক্ষণম্। মুমুক্ষুপ্রভৃতীনাঞ্চেদ্ভবেদেষা রতির্ন হি।।" অন্তঃস্থিত মসৃণতা প্রকাশিত হইলে উহাকেই 'রতির লক্ষণ' বলে। মুমুক্ষু বা বুভুক্ষুগণের এইরূপ মসৃণতা প্রকাশিত হইলে 'রতি' বলা যায় না।

প্রেম—(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব-বিঃ ৪র্থ লঃ ১ম সংখ্যা)—"সম্যঙ্মসৃণিত-স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে।।" অন্তঃকরণ সম্যক্ মসৃণিত হইয়া অতিশয় মমতাযুক্ত ভাব গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে 'প্রেমা' বলেন।

১৭৮। স্নেহ—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ২য় লঃ)—"সান্দ্রশ্চিত্ত-দ্রবং কুর্ব্বন্ প্রেমা 'স্নেহ' ইতীর্য্যতে। ক্ষণিকস্যাপি নেহ স্যাদ্বি-শ্লেষস্য সহিষ্ণুতা।।" চিত্তের দ্রবভাব ঘনীভূত হইলে প্রেম 'স্নেহ'-সংজ্ঞা লাভ করে। তাহাতে ক্ষণকাল বিচ্ছেদও সহ্য হয় না।

মান—মধ্য, ২য় পঃ ৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রণয়—মধ্য, ২য় পঃ ৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

রাগ—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ২য় লঃ)—"স্নেহঃ স রাগো যেন স্যাৎ সুখং দুঃখমপি স্ফুটম্। তৎসম্বন্ধ-লবেঽপ্যত্র প্রীতিঃ প্রাণব্যয়ৈরপি।।" যে-স্নেহে স্পষ্টভাবে দুঃখই 'সুখ' বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাই 'রাগ' ; এই সম্বন্ধমাত্রে নিজের প্রাণ নাশ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উদয় করাইবার প্রবৃত্তি হয়।

অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব—মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৩ সংখ্যার অনুভাষ্যে 'অধিরূঢ়-মহাভাব'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

রতির সহিত বিভাবাদি চারিপ্রকার ভাবের মিলনে রসোদয় ঃ—

এইসব কৃষ্ণভক্তি-রসে স্থায়িভাব ।
স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব, অনুভাব ॥ ১৮০ ॥
সাত্ত্বিক, ব্যভিচারি-ভাবের মিলনে ।
কৃষ্ণভক্তি-রস হয় অমৃত আস্বাদনে ॥ ১৮১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সেই স্থায়িভাবে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী,—এই চারিটী ভাব মিলিত হইলেই রসোদয় হয়। কৃষ্ণভক্তি-ব্যাপারে স্থায়িভাবে ঐসকল সামগ্রী সংযুক্ত হইলে 'কৃষ্ণভক্তি-রস' হয়। স্থায়িভাবই রসোদ্দীপনকার্য্যে মুখ্য আধার। তাহার সহিত বিভাবাদি চারিটী সামগ্রী সংযোজিত হয়। অতএব স্থায়িভাবই রসের 'মূল', বিভাবই রসের 'হেতু', অনুভাবই রসের 'কার্য্য', সাত্ত্বিক ভাবও রসের 'কার্য্যবিশেষ' এবং সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবসকলই রসের 'সহায়'। বিভাব দুইপ্রকারে বিভক্ত —'আলম্বন' ও 'উদ্দীপন'। আলম্বন পুনরায় দুইপ্রকারে বিভক্ত, —'বিষয়' ও 'আশ্রয়'। কৃষ্ণভক্তিরসে ভক্তই 'আশ্রয়', কৃষ্ণই 'বিষয়' এবং কৃষ্ণের গুণগণই 'উদ্দীপন'।

অনুভাব ১৩ প্রকার,—১। নৃত্য, ২। বিলুঠিত, ৩। গীত, ৪। ক্রোশন, ৫। তনুমোটন, ৬। হুঙ্কার, ৭। জৃম্ভণ, ৮। শ্বাসবৃদ্ধি, ৯। লোকাপেক্ষা-ত্যাগ, ১০। লালাস্রাব, ১১। অট্টহাস, ১২। উদ্‌ঘূর্ণা, ১৩। হিক্কা ; এককালেই সমস্ত অনুভাব-লক্ষণ উদিত হয় না। রসের কার্য্য যেরূপ হইতে থাকে,সেইরূপ কোন কোন লক্ষণ সময় সময় উদিত হয়। সাত্ত্বিকভাব—৮ প্রকার এবং সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব—৩৩টী (মধ্য, ১৪ পঃ ১৬৭ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য)।

অনুভাষ্য

১৮০। স্থায়িভাব—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ-বিঃ ১ম লঃ)—"বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ। স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ। এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়িভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ।।" কৃষ্ণরতি—স্থায়িভাব-স্বরূপ ; শ্রবণাদি-দ্বারা বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের সম্মিলনে, ভক্তগণের হৃদয়ে আস্বাদনীয়ভাবে আনীত হইলে উহাই 'ভক্তিরস' হয়।

বিভাব—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ-বিঃ ১ম লঃ)—"তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদনহেতবঃ। তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবো-দ্দীপনা পরে।।" রতির আস্বাদন-হেতুসমূহকে 'বিভাব' বলে ; বিভাব—আলম্বন ও উদ্দীপন-ভেদে দ্বিবিধ।

অনুভাব—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ-বিঃ ২য় লঃ)—"অনুভাবাস্তু

উপমা ঃ—

যৈছে দধি, সিতা, ঘৃত, মরীচ, কর্পূর ।
মিলনে 'রসালা' হয় অমৃত মধুর ॥ ১৮২ ॥

ভক্তভেদে পঞ্চবিধ রতি ঃ—

ভক্তভেদে রতি-ভেদ পঞ্চ পরকার ।
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর ॥ ১৮৩ ॥

রতিভেদে পঞ্চবিধ ভক্তিরস ঃ—

বাৎসল্যরতি, মধুররতি,—এ পঞ্চ বিভেদ ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি-রসে পঞ্চ ভেদ ॥ ১৮৪ ॥

পঞ্চ মুখ্যভক্তিরস ও সপ্ত গৌণরস ঃ—

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর-রস নাম ।
কৃষ্ণভক্তি-রসমধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥ ১৮৫ ॥

অনুভাষ্য

চিত্তস্থা ভাবানামববোধকাঃ। তে বহির্বিক্রিয়া-প্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া।।" যাহারা উদ্ভাস্বরযুক্ত চিত্তস্থ ভাবসমূহের প্রকাশক বাহিরে বিকার-সদৃশ চেষ্টা প্রদর্শন করে, সেগুলিই 'অনুভাব'।

১৮১। সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—মধ্য, ৩য় পঃ ১৬২ সংখ্যা এবং মধ্য, ১৪শ পঃ ১৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮২। সিতা—মিছরী।

১৮৩। শান্তরতি—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ-বিঃ ৫ম লঃ)—"মানসে নির্ব্বিকল্পত্ব শম ইত্যভিধীয়তে" অর্থাৎ মানসে সংশয়াদি-রহিত ভাবকে 'শম' বলা যায়। (ঐ)—"বিহায় বিষয়োন্মুখ্যং নিজানন্দ-স্থিতির্যতঃ। আত্মনঃ কথ্যতে সোঽত্র স্বভাবঃ শম ইত্যসৌ।। প্রায়ঃ শমপ্রধানানাং মমতাগন্ধবর্জ্জিতা। পরমাত্মতয়া কৃষ্ণে জাতা শান্তরতির্মতা।।" বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক নিজানন্দে অবস্থিতিকে 'শম'-স্বভাব বলে। শম-প্রধান ব্যক্তিগণের পরমাত্ম-জ্ঞানে কৃষ্ণের প্রতি মমতা-গন্ধহীন শান্তরতি জন্মে।

দাস্যরতি—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ-বিঃ ৫ম লঃ)—"স্বস্মাদ্ভবন্তি যে ন্যূনাস্তেঽনুগ্রাহ্যা হরের্মতাঃ। আরাধ্যত্বাত্মিকা তেষাং রতিঃ প্রীতিরিতীরিতা। তত্রাসক্তিকৃদন্যত্র প্রীতিসংহারিণী হ্যসৌ।।" শ্রীভগবান্ হইতে আপনাকে ন্যূনতাভিমানময়ী রতিবিশিষ্ট হইলে জীব হরির অনুগ্রহের পাত্র হন। 'ভগবান্ই আরাধ্য'—এইরূপ প্রীতি-নাম্নী রতিই আরাধ্য ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রে 'আসক্তি' বিধান করে এবং ভগবদিতর মায়িকবস্তুর প্রতি প্রীতি বিনাশ করে।

সখ্যরতি—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ-বিঃ ৫ম লঃ)—"যে সুস্তুল্যা মুকুন্দস্য তে সখায়ঃ সতাং মতাঃ। সাম্যাদ্বিশ্রম্ভরূপৈষাং রতিঃ সখ্যমিহোচ্যতে।। পরিহাসপ্রহাসাদিকারিণীয়মযন্ত্রণা।" বিবুধ ও সজ্জনগণের মতে যাঁহারা মুকুন্দতুল্যত্বাভিমানময়ী রতিবিশিষ্ট, তাঁহারাই 'সখা'; শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরস্পর সমভাবহেতু বন্ধন-রাহিত্য-প্রকাশিনী বিশ্বাসময়ী রতিকে 'সখ্যরতি' বলে। এই সখ্যরতি—পরিহাস ও প্রহাসাদিকারিণী, ইহাকে অযন্ত্রণা অর্থাৎ বন্ধনহীনা রতি বলে।

১৮৪। বাৎসল্য-রতি—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ-বিঃ ৫ম লঃ)—"গুরবো যে হরেরস্য তে পূজ্যা ইতি বিশ্রুতাঃ। অনুগ্রহময়ী তেষাং রতির্বাৎসল্যমুচ্যতে। ইদং লালনভব্যাশীশ্চিবুক-স্পর্শনাদিকৃৎ।।" গুরুত্বাভিমানময়ী রতিবিশিষ্ট জীবগণই ভগবানের 'পূজ্য'; তাঁহাদের অনুগ্রহময়ী রতিকে 'বাৎসল্য রতি' বলে। এই বাৎসল্য-রতিতে লালন, কল্যাণসাধন, আশীর্ব্বাদ ও চিবুকস্পর্শাদির অনুষ্ঠান আছে।

মধুর-রতি—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ-বিঃ ৫ম লঃ)—"মিথো হরের্মৃগাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগস্যাদি-কারণম্। মধুরাপরপর্য্যায়া প্রিয়তাখ্যোদিতা রতিঃ। অস্যাং কটাক্ষভ্রূক্ষেপপ্রিয়বাণীস্মিতাদয়ঃ।।" শ্রীভগবানের এবং মৃগনয়নাগণের পরস্পর স্মরণদর্শনাদি আট-প্রকার সম্ভোগের মূলকারণ—প্রিয়তা বা মধুরা-রতি। মধুরা-রতিতে কটাক্ষ, ভ্রূক্ষেপ, প্রিয়বাক্য এবং মধুরহাস্যাদি অনুষ্ঠান বর্ত্তমান।

১৮৫। শান্তভক্তিরস—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ১ম লঃ)—"বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ শমিনাং স্বাদ্যতাং গতঃ। স্থায়ী শান্তিরতি-র্ধীরৈঃ শান্তভক্তিরসঃ স্মৃতঃ। প্রায়ঃ স্বসুখজাতীয়ং সুখং স্যাদত্র যোগিনাম্। কিন্ত্বাত্মসৌখ্যমঘনং ঘনস্ত্বীশময়ং সুখম্।। তত্রাপীশ-স্বরূপানুভবস্যৈবোরুহেতুতা। দাসাদিবন্মনোজ্ঞত্বলীলাদের্ন তথা মতা।।" শান্তরতিরূপ স্থায়িভাব বক্ষ্যমাণ বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া যখন শান্তভক্তগণ-কর্ত্তৃক আস্বাদনীয় হয় অর্থাৎ তদ্রূপতা লাভ করে, তখন 'শান্তভক্তিরস' হয়। শান্তরসে যোগি-গণের সর্ব্বমূলস্বরূপ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দজাতীয় সুখলাভ হয়, কিন্তু এই আত্মানন্দ—'অঘন' অর্থাৎ স্বল্প ; আর সচ্চিদানন্দ ভগবদ্বিগ্রহ-স্ফূর্ত্তিতে প্রচুর সেবা-সুখই 'গাঢ়'। শান্তভক্তগণের সাক্ষাৎকার-জন্য সুখাধিক্য হয় বটে, কিন্তু দাসাদির ন্যায় ভগবানের মনোহর লীলায় তাঁহাদের তাদৃশ রুচি হয় না।

দাস্য-ভক্তিরস—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ২য় লঃ)—"আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ প্রীতিরাস্বাদনীয়তাম্। নীতা চেতসি ভক্তানাং প্রীতিভক্তিরসো মতঃ।। অনুগ্রাহ্যস্য দাসত্বাল্লাল্যত্বা-দপ্যয়ং দ্বিধা। ভিদ্যতে সম্ভ্রমপ্রীতো গৌরবপ্রীত ইত্যপি।।" আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা ভক্তগণের চিত্তে প্রীতিরতি আনীত হইয়া আস্বাদনীয়তা লাভ করিলে উহাই 'প্রীতি' বা 'দাস্য-ভক্তি-রস' হয়। অনুগ্রহযোগ্য দাসগণের দাসত্ব ও লাল্যত্ব-ভেদে দাস্য-রসে সম্ভ্রম-দাস্য ও গৌরবদাস্য,—দুই প্রকার প্রীতি লক্ষিত হয়।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।৫।১১৬)—

হাস্যোঽদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি।
ভয়ানকঃ স বীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা ॥ ১৮৬ ॥

হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস, ভয়।
পঞ্চবিধ-ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয় ॥ ১৮৭ ॥

পঞ্চ মুখ্যরস—স্থায়ী ; সপ্ত গৌণরস—আগন্তুক ঃ—

পঞ্চরস 'স্থায়ী', ব্যাপি' রহে ভক্ত-মনে।
সপ্ত গৌণ 'আগন্তুক' পাইয়ে কারণে ॥ ১৮৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৬। 'মুখ্যরস' পঞ্চবিধ,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস,—এই সাতপ্রকার 'গৌণ রস'।

১৮৮। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চমুখ্যরস স্থায়িভাবেই ভক্তহৃদয়ে থাকে। হাস্যাদ্ভুত ইত্যাদি গৌণরসগুলি, 'কারণ' উপস্থিত হইলে ভক্তহৃদয়ে আগন্তুকভাবে উদিত হইয়া মুখ্যরসকে পুষ্টি করিয়া নিবৃত্ত হয়।

অনুভাষ্য

সখ্য-ভক্তিরস—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ৪র্থ লঃ)—"স্থায়িভাবো বিভাবাদ্যৈঃ সখ্যমাত্মোচিতৈরিহ। নীতশ্চিত্তে সতাং পুষ্টিং রসপ্রেয়ানুদীর্য্যতে।।" আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা স্থায়িভাবে ভক্তগণের চিত্তে সখ্যরতি পুষ্টি লাভ করিলে 'প্রেয়রস' বা 'সখ্যভক্তিরস' হয়।

বাৎসল্য-ভক্তিরস—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ৪র্থ লঃ)—"বিভাবাদ্যৈস্তু বাৎসল্যং স্থায়ী পুষ্টিমুপাগতঃ। এষ বৎসল-নামাত্র প্রোক্তো ভক্তিরসো বুধৈঃ।।" স্থায়িভাব ভক্তচিত্তে বিভাবাদি-দ্বারা বাৎসল্যরতি পুষ্টিপ্রাপ্ত হইলে ভক্ত-পণ্ডিতগণ তাহাকে 'বাৎসল্য-ভক্তিরস' বলেন।

মধুরভক্তিরস—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ৫ম লঃ)—"আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং নীতা সতাং হৃদি। মধুরাখ্যো ভবেদ্ভক্তি-রসোঽসৌ মধুরা রতিঃ।।" আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা সদ্ভক্তের হৃদয়ে মধুর-রতি পুষ্টি লাভ করিলে 'মধুরাখ্য ভক্তিরস' বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

১৮৬। তথা হাস্যঃ, অদ্ভুতঃ, বীরঃ, করুণঃ, রৌদ্রঃ, ভয়ানকঃ, বীভৎসঃ—ইতি সপ্তধা গৌণরসশ্চ অপি।

১৮৭-১৮৮। হাস্য-ভক্তিরস,—(ভঃ রঃ সিঃ উঃ বিঃ ১ম লঃ)—"বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং হাসরতির্গতা। হাসভক্তি-রসো নাম বুধৈরেষ নিগদ্যতে।।" বক্ষ্যমাণ বিভাবাদিদ্বারা হাসরতি পুষ্ট হইলেই পণ্ডিতগণ তাহাকে 'হাস্য-ভক্তিরস' বলে।

শান্ত ও দাস্য-রসের ভক্তের নাম ঃ—

শান্তভক্ত—নবযোগেন্দ্র, সনকাদি আর।
দাস্যভাব-ভক্ত—সর্ব্বত্র সেবক অপার ॥ ১৮৯ ॥

সখ্য ও বাৎসল্য-রসের ভক্তের নাম ঃ—

সখ্য-ভক্ত—শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জ্জুন।
বাৎসল্য-ভক্ত—মাতা-পিতা, যত গুরুজন ॥ ১৯০ ॥

মধুর-রসের ভক্তগণ—পুর-কান্তা ও ব্রজ-কান্তাগণ ঃ—

মধুর-রসে ভক্তমুখ্য—ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ, অসংখ্য গণন ॥ ১৯১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯০। ব্রজে—শ্রীদামাদি, পুরে—দ্বারকা-লীলায় ভীমার্জ্জুন।

অনুভাষ্য

অদ্ভুত-ভক্তিরস,—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ২য় লঃ)—"আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্বাদ্যত্বং ভক্তচেতসি। সা বিস্ময়রতি-র্নীতাদ্ভুতভক্তিরসো ভবেৎ।।" আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা ভক্ত-চিত্তে 'বিস্ময়রতি' আস্বাদনীয়রূপে আনীত হইলে 'অদ্ভুত-ভক্তি-রস' হয়।

বীর-ভক্তিরস,—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ৩য় লঃ)—"সৈবোৎ-সাহরতিঃ স্থায়ী বিভাবাদ্যৈর্নিজোচিতৈঃ। আনীয়মানা স্বাদ্যত্বং বীরভক্তিরসো ভবেৎ। যুদ্ধদানদয়াধর্ম্মৈশ্চতুর্দ্ধা বীর উচ্যতে।।" আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা ভক্তচিত্তে 'উৎসাহ-রতি' আস্বাদনীয়-রূপে আনীত হইলে 'বীরভক্তিরস' হয় ; 'যুদ্ধ', 'দান', 'দয়া', ও ধর্ম্ম',—এই চারি ব্যাপারে চারিপ্রকার 'বীর' কথিত হয়।

করুণ-ভক্তিরস,—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ৪র্থ লঃ)—"আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈর্নীতা পুষ্টিং সতাং হৃদি। ভবেচ্ছোক-রতির্ভক্তি-রসো হি করুণাভিধঃ।।" নিজোচিত বিভাবাদিদ্বারা ভক্তচিত্তে 'শোক-রতি' পুষ্টি লাভ করিলে তাহাকে 'করুণভক্তি-রস' বলে।

রৌদ্র-ভক্তিরস,—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ৫ম লঃ)—"নীতা ক্রোধরতিঃ পুষ্টিং বিভাবাদ্যৈর্নিজোচিতৈঃ। হৃদি ভক্তজনস্যাসৌ রৌদ্রভক্তিরসো ভবেৎ।।" আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা ভক্তহৃদয়ে 'ক্রোধরতি' পুষ্টি লাভ করিলে 'রৌদ্র-ভক্তিরস' হয়।

ভয়ানক-ভক্তিরস,—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ৬ষ্ঠ লঃ)—"বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং ভয়রতির্গতা। ভয়ানকাভিধো ভক্তি-রসো ধীরৈরুদীর্য্যতে।।' বক্ষ্যমাণ বিভাবাদিদ্বারা 'ভয়রতি' পুষ্টি লাভ করিলে পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক উহা 'ভয়ানক-ভক্তিরস' বলিয়া কথিত হয়।

বীভৎস-ভক্তিরস,—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ৭ম লঃ)—"পুষ্টিং নিজবিভাবাদ্যৈর্জুগুপ্সা রতিরাগতা। অসৌ ভক্তিরসো ধীরৈ-

মধুররতি দ্বিবিধা—(১) ঐশ্বর্য্যমিশ্রা ও (২) কেবলা ঃ—

পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় দুইত প্রকার ।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা, কেবলা-ভেদ আর ॥ ১৯২ ॥

গোকুলে 'কেবলা' রতি এবং বৈকুণ্ঠ, মথুরা ও দ্বারকায় 'ঐশ্বর্য্যপ্রধান' রতি ঃ—

গোকুলে 'কেবলা' রতি—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন ।
পুরীদ্বয়ে, বৈকুণ্ঠাদ্যে—'ঐশ্বর্য্য' প্রবীণ ॥ ১৯৩ ॥

ঐশ্বর্য্যপ্রধান রতিতে রাগ-সঙ্কুচিত, কেবলায় ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের অভাব ঃ—

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি ।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য—কেবলার রীতি ॥ ১৯৪ ॥

ব্রজে শান্ত ও দাস্যে কোথাও ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকিলেও সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাভাব ঃ—

শান্ত-দাস্য-রসে ঐশ্বর্য্য কাঁহা উদ্দীপন ।
সখ্যে, বাৎসল্যে, মধুর-রসে সঙ্কোচন ॥ ১৯৫ ॥

ঐশ্বর্য্যমিশ্ররতিতে আপনাকে 'দীন' ও কৃষ্ণকে 'প্রভু' জ্ঞান—

(১) বাৎসল্য-রতিতে বসুদেব ও দেবকী ঃ—

বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল ।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে দুঁহার মনে ভয় হৈল ॥ ১৯৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৪।৫১)—

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ ॥ ১৯৭ ॥

(২) সখ্য-রতিতে অর্জ্জুন ঃ—

কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি' অর্জ্জুনের হৈল ভয় ।
সখ্যভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমাপয় করিয়া বিনয় ॥ ১৯৮ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১১।৪১ (ত্রিপাদ)-৪২ (শেষপাদ)—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।
অজানতা মহিমানং তবেদং তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥১৯৯

(৩) মধুর রতিতে রুক্মিণী ঃ—

কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীরে কৈলা পরিহাস ।
'কৃষ্ণ ছাড়িবেন'—জানি' রুক্মিণীর হৈল ত্রাস ॥ ২০০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯২-১৯৪। কৃষ্ণরতি দুইপ্রকার—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা এবং কেবলা বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা। পুরীদ্বয়ে অর্থাৎ দ্বারকা ও মথুরায় এবং বৈকুণ্ঠাদিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। এইজন্য তথায় প্রেম—সঙ্কুচিত। কিন্তু গোকুলে কেবলা-রতিতে গোপ-গোপীগণ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিলেও তাহা মানিতে চায় না।

১৯৫। কাঁহা—স্থলবিশেষে।

১৯৭। দেবকী ও বসুদেব, বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণকে 'জগদীশ্বর' জানিয়া শঙ্কিত হইয়া আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না।

১৯৯। সখা-জ্ঞানে তোমার মহিমা না জানিয়া, হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে,—এইরূপ শব্দ-ব্যবহারদ্বারা বলপূর্ব্বক যাহা যাহা তোমাকে বলিয়াছি, হে অপ্রমেয়-স্বরূপ, তোমাকে তাহা ক্ষমা করিতে প্রার্থনা করি।

অনুভাষ্য

বীভৎসাখ্য ইতীর্য্যতে।।" আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা ভক্তচিত্তে জুগুপ্সা বা 'ঘৃণা-রতি' পুষ্টিপ্রাপ্ত হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে 'বীভৎস-ভক্তিরস' বলেন।

পঞ্চবিধ ভক্তে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই স্থায়ী পঞ্চবিধরসের ভক্তে হাস্যাদি সাতটী গৌণরস 'কারণ' উপলক্ষ্য করিয়া প্রকাশমান হয়।

১৮৯। নবযোগেন্দ্র,—(ভাঃ ৫।৪।১১ ও ১১।২।২১)—(১) কবি, (২) হবি, (৩) অন্তরীক্ষ, (৪) প্রবুদ্ধ, (৫) পিপ্পলায়ন, (৬) আবির্হোত্র, (৭) দ্রবিড় (দ্রুমিল), (৮) চমস ও (৯) করভাজন।

সনকাদি—(১) সনক, (২) সনন্দন, (৩) সনৎকুমার, (৪) সনাতন।

দাস্যভাব-ভক্ত,—(১) গোকুলস্থ রক্তক-চিত্রক-পত্রকাদি দাসগণ, (২) দ্বারকা-পুরীস্থিত দারুকাদি দাসগণ, (৩) বৈকুণ্ঠস্থ দাসগণ, (৪) হনুমানাদি লীলা-দাসগণ।

১৯৫। শান্ত, দাস্য ও গৌরব-সখ্যে স্থানে-স্থানে ঐশ্বর্য্য-প্রাধান্য লক্ষিত হয় ; বিশ্রম্ভ-সখ্যে, বাৎসল্যে ও মধুর-রসে ঐশ্বর্য্যপ্রাধান্য-ভাব সঙ্কুচিত।

১৯৭। কংস ও তন্নিযুক্ত মল্লগণের বধ সাধনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ মাতা দেবকী ও পিতা বসুদেবের বন্ধন মোচন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলে দেবকী ও বসুদেবের যশোদা ও নন্দের ন্যায় ভাব না হইয়া ঐশ্বর্য্যভাব-প্রাবল্য লক্ষিত,—

দেবকী বসুদেবশ্চ (মাতাপিতরৌ) পুত্রৌ (রামকৃষ্ণৌ) জগদীশ্বরৌ ইতি বিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) শঙ্কিতৌ (ভীতৌ সন্তৌ) কৃতসংবন্দনৌ (কৃতপ্রণামৌ) অপি তৌ ন সস্বজাতে (আলি-ঙ্গিতবন্তৌ কিন্তু প্রণতৌ বদ্ধাঞ্জলী স্তুবন্তৌ স্থিতৌ)।

১৯৯। তব ইদং [বিরাড়্রূপং] মহিমানং (মহত্ত্বম্) অজানতা (অননুভবতা) ময়া [প্রমাদাৎ প্রণয়েন বা অপি] সখা ইতি মত্বা [ত্বাং প্রতি] প্রসভং (হঠাৎ) হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে, ইতি যৎ উক্তং (কথিতং) [যৎ চ অসৎকৃতঃ অসি] অহম্ অপ্রমেয়ম্

প্রমাণ-বচন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬০।২৪)—

তস্যাঃ সুদুঃখভয়-শোক-বিনষ্ট-বুদ্ধে-
র্হস্তাচ্ছ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত।
দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্
রম্ভেব বাতবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্ ॥ ২০১ ॥

ব্রজে ঐশ্বর্য্যহীন কেবলা-রতিতে কৃষ্ণকে
নিজ-বশ্য-জ্ঞান ঃ—

'কেবলা'র শুদ্ধপ্রেম 'ঐশ্বর্য্য' না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজসম্বন্ধ না মানে ॥ ২০২ ॥

(১) স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণকে যশোদার নিজপুত্র-জ্ঞান ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।৪৫)—

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সাহমন্যতাত্মজম্ ॥ ২০৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯।১৪)—

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপীকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥ ২০৪ ॥

(২) স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণকে শ্রীদামাদির সখা-জ্ঞান ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৮।২৪)—

উবাহ ভগবান্ কৃষ্ণঃ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনশ্চ প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ॥ ২০৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০১। দ্বারকায় রুক্মিণীকে কৃষ্ণ পরিহাস করিলে দুঃখ-ভয়শোকে বিনষ্টবুদ্ধি রুক্মিণীর শ্লথবলয় হস্ত হইতে পাখাখানি পড়িয়া গেল ; চুল আলাইয়া পড়িল ; এবং বাত-বিহত কলা-গাছের ন্যায় তাঁহার দেহ সহসা বিক্লব হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইল।

২০৩। বেদত্রয়, উপনিষৎসমূহ, সাংখ্যযোগ ও ভক্তিশাস্ত্রের দ্বারা উপগীয়মান-মাহাত্ম্য সেই কৃষ্ণকে যশোদা আপনার 'পুত্র' বলিয়া জানিলেন।

২০৪। মর্ত্ত্য-শরীরের ন্যায় ব্যক্ত, সেই অব্যক্ত ও ইন্দ্রিয়াতীত অধোক্ষজ-বস্তুকে স্বীয় আত্মজ-বুদ্ধিতে যশোদা প্রাকৃত-বালকের ন্যায় উদূখলে দড়িদ্বারা বন্ধন করিলেন।

২০৫। ভগবান্ কৃষ্ণ পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে স্কন্ধে বহন করিলেন ; ভদ্রসেন বৃষভকে বহন করিলেন, আর প্রলম্ব রোহিণী-পুত্র বলদেবকে বহন করিল।

অনুভাষ্য

(অচিন্ত্যপ্রভাবং) তৎ (সর্ব্ববচন-রূপম্ অসৎকার-রূপম্ অপরাধ-জাতং বা) ক্ষাময়ে (ক্ষমাং কারয়ামি, ত্বং ক্ষমস্ব ইত্যর্থঃ)।

২০০-২০১। একদা স্বগৃহে রুক্মিণী স্বহস্তে শ্রীকৃষ্ণের সেবা আরম্ভ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অনুরাগ-পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়া পরিহাসপূর্ব্বক আপনাকে দীন, নিষ্কিঞ্চিন ও উদাসীন, সুতরাং রুক্মিণীর প্রণয়ের সম্পূর্ণ অযোগ্য-পাত্ররূপে বর্ণন করায় এবং তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ ছাড়িয়া অন্যত্র প্রণয় স্থাপন করিতে বলায়, তচ্ছ্রবণে কৃষ্ণৈকপ্রাণা রুক্মিণীর তাৎকালিকী অবস্থা বর্ণন,—

সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধেঃ (সুদুঃখম্ অত্যন্তদুঃখম্ অপ্রিয়-শ্রবণাৎ, ভয়ং ত্যাগশঙ্কয়া, শোকঃ অনুতাপঃ তৈঃ বিনষ্টা বুদ্ধিঃ যস্যাঃ রুক্মিণ্যাঃ তস্যাঃ) শ্লথদ্বলয়তঃ (শ্লথন্তি পতন্তি বলয়ানি যস্মাৎ তস্মাৎ) হস্তাৎ ব্যজনং (বীজনযন্ত্রং) পপাত। বিক্লবধিয়ঃ (বিক্লবা অবশা ধীঃ যস্যাঃ তস্যাঃ) দেহঃ চ সহসা এব মুহ্যন্ কেশান্ প্রবিকীর্য্য (ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্য) বাতবিহতা (বায়ুতাড়িতা) রম্ভা (কদলীবৃক্ষঃ) ইব পপাত।

২০২। কেবলার শুদ্ধপ্রেম-মাহাত্ম্য ঐশ্বর্য্য-প্রধান ভক্ত বুঝিতে পারে না। ভগবানের ঐশ্বর্য্য দেখিলেও কেবলা-রতিপরায়ণ ভক্ত নিজ-সম্বন্ধ স্বীকার করেন না।

২০৩। শ্রীকৃষ্ণের মুখে ঐশ্বর্য্যময় বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া যশোদার তত্ত্বজ্ঞান-হেতু সম্ভ্রমবুদ্ধি আসিতেই পুনরায় কৃষ্ণেচ্ছায় তাঁহার সহজ-মমতা-প্রবল হৃদয়ে কৃষ্ণস্নেহ গাঢ়তর হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল,—

ত্রয্যা (কর্ম্মপাসনাময়ৈঃ ঋগ্‌যজুঃসাম-বেদৈঃ) [ইন্দ্রাদি-রূপেণ ইতি], উপনিষদ্ভিঃ (বেদোত্তর-জ্ঞানকাণ্ডাত্মক-শ্রুতিভিঃ) ['ব্রহ্ম' ইতি], সাংখ্যৈঃ ['পুরুষঃ' ইতি], যোগৈঃ ['পরমাত্মা' ইতি], সাত্বতৈঃ (পঞ্চরাত্রাগমৈঃ) ['ভগবান্' ইতি] উপগীয়মান-মাহাত্ম্যম্ (উপগীয়মানম্ ঈড্যমানং মাহাত্ম্যং যস্য তং) হরিং সা (কেবলরতিবিশিষ্টা যশোদা) আত্মজং (তনয়ম্) অমন্যত।

২০৪। মাতার স্নেহদর্শনার্থ লীলাময় কৃষ্ণ যশোদা-ভবনে দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া চুরি করিয়া নবনীত ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করায় ক্রুদ্ধা যশোদার ব্যবহার বর্ণন,—

অব্যক্তং (জড়েন্দ্রিয়াদ্যবিষয়ম্) অধোক্ষজম্ (অধঃকৃতম্ অক্ষজম্ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানং যেন তং স্বয়ং ভগবন্তং) মর্ত্ত্যলিঙ্গং (জীবানুকম্পয়া স্বীকৃত-নরতনুম্) আত্মজং (পুত্রং) মত্বা গোপিকা (যশোদা) প্রাকৃতং বালকং [মাতা] যথা, (তথা) দাম্না (রজ্জুনা) উলুখলে (উদূখলে) ববন্ধ (বন্ধনার্থং যত্নবতী আসীৎ)।

২০৫। ব্রজবনে গোচারণকালে রামকৃষ্ণকে হরণার্থ ছদ্মবেশী গোপরূপী প্রলম্বাসুরের আগমনদর্শনে কৃষ্ণ তাহাকে মোহিত

(৩) স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণকে শ্রীরাধার স্ববশ্য কান্ত-জ্ঞান ঃ—

সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠাং সর্ব্বযোষিতাম্ ।
হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ ॥ ২০৬ ॥
ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥ ২০৭ ॥
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধমারুহ্যতামিতি ।
ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত ॥ ২০৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০৬-২০৮। "কামযান গোপীদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এই প্রিয় কৃষ্ণ আমাকে ভজন করিতেছেন"—এইরূপ অহঙ্কারে রাধিকা (আপনাকে সর্ব্বগোপী হইতে শ্রেষ্ঠা বলিয়া জ্ঞান করিলেন এবং অবশেষে) বনে গমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—"হে কৃষ্ণ, আমি আর চলিতে পারি না, তোমার যেখানে ইচ্ছা আমাকে লইয়া চল।" রাধিকা এইরূপ বলিলে, কৃষ্ণ কহিলেন,—"আমার স্কন্ধে আরোহণ কর।" এই বলিয়া কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলে সেই কৃষ্ণবধূ রাধিকা অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

অনুভাষ্য

করিয়া গোচারণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় ও শ্রীরামপক্ষীয় সখাগণকে পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক ক্রীড়ামত্ত করাইয়া ভাণ্ডীর-বনে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় সখাগণের পরাজয়-হেতু স্ব-প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহাদের শ্রীরামপক্ষীয় সখাগণকে বহন-চেষ্টা-বর্ণন,—

ভগবান্ কৃষ্ণঃ পরাজিতঃ (সন্) শ্রীদামানং, ভদ্রসেনঃ বৃষভং, প্রলম্বঃ (গোপবালকবেষী কপটী অসুরঃ) রোহিণীসুতং (ভাবি-তন্মৃত্যুরূপং বলদেবম্) উবাহ।

২০৬-২০৮। রাসক্রীড়া হইতে কেবলমাত্র শ্রীমতী রাধিকাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে শ্রীমতীর অহঙ্কার হওয়ায় গর্ব্বোক্তি,—

অসৌ প্রিয়ঃ (কৃষ্ণঃ) কামযানা (কামো যানম্ আগমন-সাধনং যাসাং তাঃ) গোপীঃ (সর্ব্বাঃ) হিত্বা (পরিত্যজ্য) মাং (রাধিকাং) ভজতে ইতি দৃপ্তা (গর্ব্বিতা সতী) সা (রাধিকা) আত্মানং (স্বাং) সর্ব্বযোষিতাং (সকলগোপীনাং মধ্যে) বরিষ্ঠাং (শ্রেষ্ঠাং) মেনে ; ততঃ (এবমভিমানানন্তরং) বনোদ্দেশং (কানন-প্রদেশবিশেষং) গত্বা "অহং চলিতুং ন পারয়ে (শক্লোমি, অতঃ) যত্র (স্থানে) তে (তব) গন্তুং মনঃ (অভিলাষঃ), [তত্র হে কেশব,] মাং নয় (বহ)", ইতি সা কেশবম্ অব্রবীৎ। এবম্ উক্তঃ [সন্ সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তাং] প্রিয়াং (রাধিকাং) [মম] স্কন্ধম্

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৬)—

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥২০৯

শান্তরসের গুণ-ও স্বরূপ ঃ—

শান্তরসে—'স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা' ।
"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ" ইতি শ্রীমুখ-গাথা ॥ ২১০ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (৩।১।৪৭)—

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্বচঃ ।
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তরতিং বিনা ॥ ২১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০৯। হে কৃষ্ণ, আমরা পতি, পুত্র, অন্বয়, ভ্রাতা ও বান্ধব, সকলকে অতিক্রম করিয়া তোমার নিকটে আগমন করিয়াছি ; আমাদের আসিবার কারণ তুমি জান,—তোমার গীতে মোহিত হইয়া আমরা আসিয়াছি। হে ধূর্ত্ত, রাত্রিকালে যোষিৎগণকে কে এরূপ পরিত্যাগ করে?

২১০। মন্নিষ্ঠতা-বুদ্ধি হইতে 'শম'-ধর্ম্মটী উদিত হয় ; শম-ধর্ম্ম হইতে 'শান্ত'-রস, সুতরাং শান্তরসে—কৃষ্ণই একমাত্র পরমার্থস্বরূপ ; সমস্ত বিশ্বই (কৃষ্ণে আশ্রিত হইয়াও কৃষ্ণ-স্বরূপ হইতে পৃথক্ অন্য) 'ইতর' বস্তু—এই নিষ্ঠা লক্ষিত হয়।

২১১। মন্নিষ্ঠতা-বুদ্ধি হইতে 'শমগুণ'—এই ভগবদ্বাক্যক্রমে বুঝিতে হইবে যে, শান্তিরতি বিনা তন্নিষ্ঠা—দুর্ঘট।

অনুভাষ্য

আরুহ্যতাম্ ইতি আহ ; ততঃ [লীলা-বিলাসী] কৃষ্ণঃ চ অন্তর্দ্দধে (অন্তর্হিতঃ আসীৎ) ; [তদ্দৃষ্ট্বা] সা বধূ (রাধিকা) চ অন্বতপ্যত (অনুতাপবতী)।

২০৯। গোপীদিগের সহিত রাসক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়ায়, কৃষ্ণের উদ্দেশে বিরহকাতরা গোপীগণের বিলাপ-গীতি,—

হে অচ্যুত, গতিবিদঃ (অস্মদাগমনং জানতঃ, গীতগতীর্ব্বা জানতঃ, যদ্বা গতিবিদঃ বয়ং) তব উদ্গীতমোহিতাঃ (উদ্গীতেন উচ্চৈর্গীতেন মোহিতাঃ বয়ং গোপ্যঃ) পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্ (পতীন্ সুতান্ অন্বয়ান্ তৎসম্বন্ধিনঃ পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ বান্ধবাংশ্চ সর্ব্বান্) অতিবিলঙ্ঘ্য (অনাদৃত্য) তে (তব) অন্তি (সমীপম্) আগতাঃ ; হে কিতব, (বঞ্চনশীল শঠ,) নিশি এবম্ভূতাঃ যোষিতঃ (স্বয়মাগতাঃ) [ত্বাং ঋতে] কঃ ত্যজেৎ [ন কোঽপীত্যর্থঃ]।

২১০। শান্তরসে জড়ভোগবুদ্ধি অপনোদিত হইলে জীবের স্বরূপবুদ্ধির উদয় হয়। তাঁহার নিত্য স্বরূপই কৃষ্ণে নিত্য এক-নিষ্ঠতা-ধর্ম্মবিশিষ্ট। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে নিজ-মুখে বলিয়াছেন যে, 'শম'-শব্দের অর্থ 'কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা'।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৯।৩৩)—

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ ॥ ২১২ ॥

কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণা-ত্যাগ—তার কার্য্য মানি।
অতএব 'শান্ত' কৃষ্ণভক্ত এক জানি ॥ ২১৩ ॥
স্বর্গ, মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত 'নরক' করি' মানে।
কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণা-ত্যাগ—শান্তের 'দুই' গুণে ॥ ২১৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১৭।২৮)—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ২১৫ ॥

সকল ভগবদ্ভক্তেই শান্ত-রস অনুস্যূত ঃ—

এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে।
আকাশের 'শব্দ'-গুণ যেন ভূতগণে ॥ ২১৬ ॥

শান্তরসে—কৃষ্ণে নিরপেক্ষ-ভাব ঃ—

শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতা-গন্ধহীন।
'পরংব্রহ্ম'-'পরমাত্মা'-জ্ঞান-প্রবীণ ॥ ২১৭ ॥

দাস্যরসে—শান্তরস + সেবা ঃ—

কেবল 'স্বরূপ-জ্ঞান' হয় শান্তরসে।
'পূর্ণৈশ্বর্য্যপ্রভু-জ্ঞান' অধিক হয় দাস্যে ॥ ২১৮ ॥
ঈশ্বরজ্ঞান, সম্ভ্রম-গৌরব প্রচুর।
'সেবা' করি' কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর ॥ ২১৯ ॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে, অধিক—'সেবন'।
অতএব দাস্যরসের এই 'দুই' গুণ ॥ ২২০ ॥

সখ্যরসে—শান্ত ক্রোড়ীকৃত দাস্যরস + বিশ্রম্ভ-মমতা ঃ—

শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন—সখ্যে দুই হয়।
দাস্যের 'সম্ভ্রম-গৌরব'-সেবা, সখ্যে 'বিশ্বাস'-ময় ॥২২১॥
কান্ধে চড়ে, কান্ধে চড়ায়, করে ক্রীড়া-রণ।
কৃষ্ণে সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন !! ২২২ ॥
বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য—গৌরব-সম্ভ্রম-হীন।
অতএব সখ্য-রসের 'তিন' গুণ—চিহ্ন ॥ ২২৩ ॥
'মমতা' অধিক, কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসের বশ ভগবান্ ॥ ২২৪ ॥

বাৎসল্য-রসে—দাস্য-ক্রোড়ীকৃত সখ্যরস + কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান ঃ—

বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইঁহা নাম—'পালন' ॥ ২২৫ ॥
সখ্যের গুণ—'অসঙ্কোচ', 'অগৌরব' সার।
মমতাধিক্যে তাড়ন-ভর্ৎসন-ব্যবহার ॥ ২২৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১২। মন্নিষ্ঠতা-বুদ্ধি হইতে 'শম' গুণ, ইন্দ্রিয়সংযমকে 'দম', দুঃখ-সহনের নাম 'তিতিক্ষা', জিহ্বা ও উপস্থজয়ের নাম 'ধৃতি'।

২১৪-২২৭। কৃষ্ণে একনিষ্ঠা, আর (তাহা হইতে) ইতর-বস্তুতে তৃষ্ণা-ত্যাগ—এই দুইটী শান্ত রসের গুণ। যেমন বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই সকল-ভূতেই আকাশের 'শব্দমাত্র গুণ' ব্যাপ্ত, সেইরূপ শান্তরসের গুণ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসে আছে। শান্তরসে এই দুইটী গুণ থাকিলেও মমতা ('আমারই তিনি' এই ধর্ম্মটি) নাই, সুতরাং সেই রসের উপাস্য-বস্তু—'পরব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ইত্যাদি ; এই উপাসনা-ক্রিয়াটি—জ্ঞান-প্রধান। 'সেই পরমাত্মাই আমার প্রভু এবং আমিই তাঁহার নিত্যদাস'—এইরূপ মমতা-জ্ঞান যখন তাঁহাতে সংযুক্ত হয়, তখন শান্তরস বিকশিত হইয়া দাস্যরসে পরিণত হয় ; তথাপি তাহাতে 'ঈশ্বরজ্ঞান' ও সম্ভ্রমরূপ 'গৌরব' প্রচুরভাবে থাকে। শান্তরসে—'সেবা' থাকে না, দাস্যরসেই সেবা আরম্ভ হয়। দাস্যরসে—শান্তের গুণ ও 'মমতা'—এই দুইটী গুণ দেখা যায়। আবার, সখ্যরসে—শান্তের গুণ ও দাস্যের গুণ ত' আছেই, তাহাতে বিশ্বাসময় প্রেমও একটু সংযুক্ত। বিশ্বাসের নামই 'বিশ্রম্ভ', সেই বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্যরসে গৌরব-সম্ভ্রম নাই, সুতরাং সখ্যরসে 'তিনটী' গুণ। দাস্যে যে 'মমতা' ছিল, সখ্যে 'আত্মসম'

অনুভাষ্য

২১১। বুদ্ধেঃ মন্নিষ্ঠতা (কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা) 'শমঃ' ইতি শ্রীভগবদ্বচঃ (উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্) ; এতাং শান্তরতিং বিনা বুদ্ধেঃ তন্নিষ্ঠা (ভগবন্নিষ্ঠা) দুর্ঘটা (দুর্ঘটনীয়া)।

২১২। উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,—

বুদ্ধেঃ মন্নিষ্ঠতা (ন তু শান্তিমাত্রং) 'শমঃ' : ইন্দ্রিয়সংযমঃ [ন চৌরাদি-দমনং] 'দমঃ' ; দুঃখসংমর্ষঃ (আত্মকৃতবিপাকস্য, বিহিত-দুঃখস্য বা, সম্মর্ষঃ সহনং, ন তু ভারাদেঃ) 'তিতিক্ষা' ; জিহ্বোপস্থ জয়ঃ (জিহ্বোপস্থয়োঃ জয়ঃ বেগধারণং, ন তু অনুদ্বেগমাত্রং) 'ধৃতিঃ'।

২১৩। কৃষ্ণ ব্যতীত বস্তুতে তৃষ্ণারাহিত্যই শান্তরসের কার্য্য বলিয়া স্বীকার্য্য ; সুতরাং একমাত্র কৃষ্ণভক্তই শান্ত।

২১৪। দুই গুণে—অর্থাৎ, কৃষ্ণনিষ্ঠা ও কৃষ্ণেতর বস্তুতে বা দ্রব্যে লোভ-ত্যাগ।

২১৫। মধ্য, ৯ম পঃ ২৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১৬। সবভক্তজনে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর —এই পাঁচপ্রকার ভক্তেই অবস্থিত।

'আকাশের শব্দগুণ'—মধ্য, ৮ম পঃ ৮৫-৮৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

আপনারে 'পালক' জ্ঞান, কৃষ্ণে 'পাল্য'-জ্ঞান ।
'চারি' গুণে বাৎসল্য রস—অমৃত-সমান ॥ ২২৭ ॥
সে অমৃতানন্দে ভক্ত সহ ডুবেন আপনে ।
'কৃষ্ণ—ভক্তবশ' গুণ কহে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানিগণে ॥ ২২৮ ॥

পদ্মপুরাণে 'দামোদরাষ্টকে'—

ইতীদৃক্স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্ ।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্ত্বাং শতাবৃত্তি বন্দে ॥ ২২৯ ॥

মধুররসে—দাস্য ও সখ্য-ক্রোড়ীভূত বাৎসল্য + নিজাঙ্গ-দ্বারে সেবা ঃ—

মধুর-রসে—কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা অতিশয় ।
সখ্যের অসঙ্কোচ, লালন-মমতাধিক্য হয় ॥ ২৩০ ॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন ।
অতএব মুধর-রসের হয় 'পঞ্চ' গুণ ॥ ২৩১ ॥

আকাশাদির শব্দাদি যেমন ক্ষিতির গন্ধগুণে পর্য্যবসিত, তদ্রূপ মধুর-রসে অবশিষ্ট চারিরস অনুস্যূত ঃ—

আকাশাদি গুণ যেন পর পর ভূতে ।
এক-দুই-তিন-চারি-ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ ২৩২ ॥
এইমত মধুরে সব ভাব-সমাহার ।
অতএব আস্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ॥ ২৩৩ ॥

প্রভুর এই দিগ্‌দর্শন ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বিস্তারিত ঃ—

এই ভক্তিরসের করিলাঙ দিগ্‌দরশন ।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন ॥ ২৩৪ ॥
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে ।
কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধু-পারে ॥" ২৩৫ ॥

প্রয়াগ হইতে প্রভুর কাশী যাত্রা ঃ—

এত বলি' প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ।
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন ॥ ২৩৬ ॥
প্রভাতে উঠিয়া যবে করিলা গমন ।
তবে তাঁর পদে রূপ করে নিবেদন ॥ ২৩৭ ॥

প্রভুর অনুগমনার্থ শ্রীরূপের আজ্ঞা-যাচ্ঞা ঃ—

"আজ্ঞা হয়, আসি মুঞি শ্রীচরণ-সঙ্গে ।
সহিতে না পারি মুঞি বিরহ-তরঙ্গে ॥" ২৩৮ ॥

শ্রীরূপকে বৃন্দাবনে যাইতে এবং পরে তথা হইতে পুরীতে মিলিতে আজ্ঞা-দান ঃ—

প্রভু কহে,—"তোমার কর্ত্তব্য, আমার বচন ।
নিকটে আসিয়াছ তুমি, যাহ বৃন্দাবন ॥ ২৩৯ ॥
বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া ।
আমারে মিলিবা নীলাচলেতে আসিয়া ॥" ২৪০ ॥

প্রভুর নৌকারোহণ, শ্রীরূপের মূর্চ্ছা ঃ—

তাঁরে আলিঙ্গিয়া প্রভু নৌকাতে চড়িলা ।
মূর্চ্ছিত হঞা তেঁহো তাহাঞি পড়িলা ॥ ২৪১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হইয়া তাহাই বৃদ্ধি পাইল। বাৎসল্যে—শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন 'পালন'রূপে পরিণত ; বিশেষতঃ সখ্যের অসঙ্কোচ ও অগৌরব-গুণ ও মমতাধিক্যে তাড়ন-ভর্ৎসন-ব্যবহার এবং আপনাকে 'পালক'-জ্ঞান ও কৃষ্ণে 'পাল্য'-জ্ঞান—এবম্বিধ চারিরসের গুণে 'বাৎসল্য' অমৃতসমান হইয়াছে।

২২৯। হে ভগবন্, আমি তোমাকে শত শতবার প্রেমপূর্ব্বক বন্দনা করি ; যেহেতু, এইপ্রকার স্বীয় লীলাদ্বারা তুমি গোপী-দিগকে আনন্দকুণ্ডে নিমজ্জিত কর এবং ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানসম্পন্ন ভক্তদের নিকট তুমি যে ভক্ত-পরাজিত, তাহা জানাও।

অনুভাষ্য

২২৮। ঐশ্বর্য্যপ্রধান জ্ঞানিগণ কৃষ্ণের নিজভক্তবশ্যতা-গুণ বলিয়া থাকেন।

২৩০। ইতি (অনয়া দামোদরলীলয়া) ঈদৃক্স্বলীলাভিঃ (ঈদৃশীভিঃ দামোদরলীলাসদৃশীভিঃ স্বাভিঃ লীলাভিঃ ক্রীড়াভিঃ) স্বঘোষং (স্বস্য প্রেমবতঃ গোপাদীন্ সর্ব্বমেব) আনন্দকুণ্ডে নিমজ্জন্তং (পরমসুখবিশেষমনুভবন্তং) তদীয়েশিতজ্ঞেষু (ভগ-বদৈশ্বর্য্যপরেষু ভক্তেষু) ভক্তৈর্জ্জিতত্বম্ (আত্মনো ভক্তবশ্য- তাম্) আখ্যাপয়ন্তং (প্রথয়ন্তম্) ত্বাম্ (ঈশ্বরং) প্রেমতঃ (ভক্তি-বিশেষেণ) শতাবৃত্তি (যথা স্যাৎ তথা শতবারান্) অহং বন্দে।

২৩২। মধ্য, ৮ম পঃ ৮৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩০-২৩৪। শান্তের 'কৃষ্ণনিষ্ঠা', দাস্যের 'অতিশয় সেবা', সখ্যের 'অসঙ্কোচ সেবা' ও বাৎসল্যের 'মমতাধিক্যে লালন'—এইসকল-ভাবে আবার কান্তা-ভাব-গত 'নিজাঙ্গ-দানরূপ সেবা' দৃঢ়রূপ সংযুক্ত হইলে পঞ্চগুণ-বিশিষ্ট 'মধুর-রস' হয়। তাহাতে সমস্ত ভাবেরই সমাহার আছে। অতএব আস্বাদাধিক্যক্রমে অত্যন্ত চমৎকারিত্ব লক্ষিত হয়। সংক্ষেপে কথিত এই ভক্তি-রসের সূত্র বিচারপূর্ব্বক ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-রূপ শাস্ত্র উদয় করাইবে।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীরূপ ও অনুপমের বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

দাক্ষিণাত্য-বিপ্র তাঁরে ঘরে লঞা গেলা ।
তবে দুই ভাই বৃন্দাবনেরে চলিলা ॥ ২৪২ ॥

প্রভুর কাশী-আগমন ঃ—

মহাপ্রভু চলি' চলি' আইলা বারাণসী ।
চন্দ্রশেখর মিলিলা গ্রামের বাহিরে আসি' ॥ ২৪৩ ॥

বৈদ্য শেখরের স্বপ্নানুসারে প্রভুকে দর্শন ও স্বগৃহে আনয়ন ঃ—

রাত্রে তেঁহো স্বপ্ন দেখে,—প্রভু আইলা ঘরে ।
প্রাতঃকালে আসি' রহে গ্রামের বাহিরে ॥ ২৪৪ ॥
আচম্বিতে প্রভু দেখি' চরণে পড়িলা ।
আনন্দিত হঞা নিজ-গৃহে লঞা গেলা ॥ ২৪৫ ॥

প্রভুকে তপনমিশ্রের এবং বলভদ্রকে চন্দ্রশেখরের নিমন্ত্রণ ঃ—

তপনমিশ্র শুনি' আসি' প্রভুরে মিলিলা ।
ইষ্টগোষ্ঠী করি' প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা ॥ ২৪৬ ॥
নিজ ঘরে লঞা প্রভুরে ভিক্ষা করাইল ।
ভট্টাচার্য্যে চন্দ্রশেখর নিমন্ত্রণ কৈল ॥ ২৪৭ ॥

কাশীতে অবস্থানকাল পর্য্যন্ত প্রভুকে ভিক্ষা দিতে মিশ্রের আজ্ঞা-যাচ্ঞা ঃ—

ভিক্ষা করাঞা মিশ্র কহে প্রভু-পায় ধরি' ।
"এক ভিক্ষা মাগি, মোরে দেহ কৃপা করি' ॥ ২৪৮ ॥
যাবৎ তোমার হয় কাশীপুরে স্থিতি ।
মোর ঘর বিনা ভিক্ষা না করিবা কতি ॥" ২৪৯ ॥

মায়াবাদী সন্ন্যাসীর সঙ্গ দুঃসঙ্গ-হেতু প্রভুর ভক্ত-প্রার্থনায় সম্মতি ঃ—

প্রভু জানেন—'দিন পাঁচ-সাত সে রহিব ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা কাঁহা না করিব ॥' ২৫০ ॥

প্রভুর তপনমিশ্র-গৃহে ভিক্ষা ও চন্দ্রশেখর-গৃহে অবস্থান ঃ—

এত জানি' তাঁর ভিক্ষা কৈলা অঙ্গীকার ।
বাসা-নিষ্ঠা কৈলা চন্দ্রশেখরের ঘর ॥ ২৫১ ॥

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের প্রভুকৃপা-লাভ ঃ—

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র আসি' তাঁহারে মিলিলা ।
প্রভু তাঁরে স্নেহ করি' কৃপা প্রকাশিলা ॥ ২৫২ ॥
মহাপ্রভু আইলা শুনি' শিষ্ট শিষ্ট জন ।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আসি' করেন দরশন ॥ ২৫৩ ॥

শ্রীরূপ-শিক্ষা সংক্ষেপে বর্ণিত ঃ—

শ্রীরূপ-উপরে প্রভুর যত কৃপা হৈল ।
অত্যন্ত বিস্তার-কথা সংক্ষেপে কহিল ॥ ২৫৪ ॥

শ্রীরূপশিক্ষা-শ্রবণে চৈতন্যচরণে প্রেমভক্তি-লাভ ঃ—

শ্রদ্ধা করি' এই কথা শুনে যেই জনে ।
প্রেমভক্তি পায় সেই চৈতন্য-চরণে ॥ ২৫৫ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৫৬ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরূপানুগ্রহো নাম ঊনবিংশ-পরিচ্ছেদঃ ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—সনাতন গোস্বামী গৌড়ের বন্দিশালে আছেন, এমত সময় রূপগোস্বামী লিখিলেন,—'মহাপ্রভু মথুরা গিয়াছেন।' বন্দিশাল-রক্ষককে মিষ্টবাক্যে এবং ৭০০০ মুদ্রা দিয়া সনাতন গঙ্গা পার হইয়া পলায়ন করিলেন। সঙ্গী ঈশানের নিকট আটটী স্বর্ণমুদ্রা থাকায় পাতড়া-পর্ব্বতের ভৌমিক সেই মুদ্রা মারিয়া লইবার আশায় সনাতনের আতিথ্য-বিধান করিলেন। সনাতন ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তৎসমীপে স্বর্ণমুদ্রা আছে। সেই মুদ্রাকে অনর্থরূপ জানিয়া ভূঞাকে প্রদান করিয়া তিনি পর্ব্বতময় দেশ অতিক্রম করিলেন। পর্ব্বত পার হইয়া ঈশানকে দেশে বিদায় দিলেন। হাজিপুরে পৌঁছিলে তদীয় ভগ্নীপতি রাজকর্ম্মচারী শ্রীকান্ত তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকে গঙ্গা পার করিয়া দিলেন। তিনি চলিয়া চলিয়া কাশীধামে আসিয়া চন্দ্রশেখরের দ্বারে পৌঁছিলেন ; মহাপ্রভু তাঁহাকে ডাকাইয়া তাঁহার প্রতি কৃপাপূর্ব্বক বেশ পরিবর্ত্তন ও ভদ্র করিবার আজ্ঞা দিলেন। সনাতন ভদ্র হইয়া আসিলে তপনমিশ্র-প্রদত্ত পুরাতন বস্ত্রকে কৌপীন ও বহির্ব্বাস করিয়া পরিধান করিলেন। সঙ্গের ভোট-কম্বলটী বদল করিয়া গঙ্গাতীর হইতে একখানি ছেঁড়া কাঁথা ধারণপূর্ব্বক প্রভুর আনন্দ উৎপন্ন করিলেন। সনাতন তথায় অবস্থান করিয়া মহাপ্রভুকে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভু প্রথমে 'জীবের স্বরূপ' ও 'কৃষ্ণশক্তি' বুঝাইলেন, পরে সম্বন্ধ-জ্ঞান শিখাইয়া অভিধেয়-রূপা ভক্তির ব্যাখ্যা করিলেন। কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচারে ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবানের বিচার, স্বয়ংরূপ ও তদেকাত্ম ও আবেশ, তন্মধ্যে 'বৈভব' ও 'প্রাভব'-বিলাসাদিক্রমে ভগবানের মূর্ত্তিভেদ-সকলের বিচার করিয়া দিলেন ; অতঃপর পুরুষাবতারের মায়া-বৈভব, মন্বন্তরাবতার, গুণাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার ও বাল্যপৌগণ্ড-বয়স-ভেদে লীলাসকল এবং কিশোর-লীলার নিত্যতা ব্যাখ্যা করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

শ্রীরূপ ও অনুপমের বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

দাক্ষিণাত্য-বিপ্র তাঁরে ঘরে লঞা গেলা ।
তবে দুই ভাই বৃন্দাবনেরে চলিলা ॥ ২৪২ ॥

প্রভুর কাশী-আগমন ঃ—

মহাপ্রভু চলি' চলি' আইলা বারাণসী ।
চন্দ্রশেখর মিলিলা গ্রামের বাহিরে আসি' ॥ ২৪৩ ॥

বৈদ্য শেখরের স্বপ্নানুসারে প্রভুকে দর্শন ও স্বগৃহে আনয়ন ঃ—

রাত্রে তেঁহো স্বপ্ন দেখে,—প্রভু আইলা ঘরে ।
প্রাতঃকালে আসি' রহে গ্রামের বাহিরে ॥ ২৪৪ ॥
আচম্বিতে প্রভু দেখি' চরণে পড়িলা ।
আনন্দিত হঞা নিজ-গৃহে লঞা গেলা ॥ ২৪৫ ॥

প্রভুকে তপনমিশ্রের এবং বলভদ্রকে চন্দ্রশেখরের নিমন্ত্রণ ঃ—

তপনমিশ্র শুনি' আসি' প্রভুরে মিলিলা ।
ইষ্টগোষ্ঠী করি' প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা ॥ ২৪৬ ॥
নিজ ঘরে লঞা প্রভুরে ভিক্ষা করাইল ।
ভট্টাচার্য্যে চন্দ্রশেখর নিমন্ত্রণ কৈল ॥ ২৪৭ ॥

কাশীতে অবস্থানকাল পর্য্যন্ত প্রভুকে ভিক্ষা দিতে মিশ্রের আজ্ঞা-যাচ্ঞা ঃ—

ভিক্ষা করাঞা মিশ্র কহে প্রভু-পায় ধরি' ।
"এক ভিক্ষা মাগি, মোরে দেহ কৃপা করি' ॥ ২৪৮ ॥
যাবৎ তোমার হয় কাশীপুরে স্থিতি ।
মোর ঘর বিনা ভিক্ষা না করিবা কতি ॥" ২৪৯ ॥

মায়াবাদী সন্ন্যাসীর সঙ্গ দুঃসঙ্গ-হেতু প্রভুর ভক্ত-প্রার্থনায় সম্মতি ঃ—

প্রভু জানেন—'দিন পাঁচ-সাত সে রহিব ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা কাঁহা না করিব ॥' ২৫০ ॥

প্রভুর তপনমিশ্র-গৃহে ভিক্ষা ও চন্দ্রশেখর-গৃহে অবস্থান ঃ—

এত জানি' তাঁর ভিক্ষা কৈলা অঙ্গীকার ।
বাসা-নিষ্ঠা কৈলা চন্দ্রশেখরের ঘর ॥ ২৫১ ॥

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের প্রভুকৃপা-লাভ ঃ—

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র আসি' তাঁহারে মিলিলা ।
প্রভু তাঁরে স্নেহ করি' কৃপা প্রকাশিলা ॥ ২৫২ ॥
মহাপ্রভু আইলা শুনি' শিষ্ট শিষ্ট জন ।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আসি' করেন দরশন ॥ ২৫৩ ॥

শ্রীরূপ-শিক্ষা সংক্ষেপে বর্ণিত ঃ—

শ্রীরূপ-উপরে প্রভুর যত কৃপা হৈল ।
অত্যন্ত বিস্তার-কথা সংক্ষেপে কহিল ॥ ২৫৪ ॥

শ্রীরূপশিক্ষা-শ্রবণে চৈতন্যচরণে প্রেমভক্তি-লাভ ঃ—

শ্রদ্ধা করি' এই কথা শুনে যেই জনে ।
প্রেমভক্তি পায় সেই চৈতন্য-চরণে ॥ ২৫৫ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৫৬ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরূপানুগ্রহো নাম ঊনবিংশ-পরিচ্ছেদঃ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—সনাতন গোস্বামী গৌড়ের বন্দিশালে আছেন, এমত সময় রূপগোস্বামী লিখিলেন,—'মহাপ্রভু মথুরা গিয়াছেন।' বন্দিশাল-রক্ষককে মিষ্টবাক্যে এবং ৭০০০ মুদ্রা দিয়া সনাতন গঙ্গা পার হইয়া পলায়ন করিলেন। সঙ্গী ঈশানের নিকট আটটী স্বর্ণমুদ্রা থাকায় পাতড়া-পর্ব্বতের ভৌমিক সেই মুদ্রা মারিয়া লইবার আশায় সনাতনের আতিথ্য-বিধান করিলেন। সনাতন ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তৎসমীপে স্বর্ণমুদ্রা আছে। সেই মুদ্রাকে অনর্থরূপ জানিয়া ভূঞাকে প্রদান করিয়া তিনি পর্ব্বতময় দেশ অতিক্রম করিলেন। পর্ব্বত পার হইয়া ঈশানকে দেশে বিদায় দিলেন। হাজিপুরে পৌঁছিলে তদীয় ভগ্নীপতি রাজকর্ম্মচারী শ্রীকান্ত তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকে গঙ্গা পার করিয়া দিলেন। তিনি চলিয়া চলিয়া কাশীধামে আসিয়া চন্দ্রশেখরের দ্বারে পৌঁছিলেন ; মহাপ্রভু তাঁহাকে ডাকাইয়া তাঁহার প্রতি কৃপাপূর্ব্বক বেশ পরিবর্ত্তন ও ভদ্র করিবার আজ্ঞা দিলেন। সনাতন ভদ্র হইয়া আসিলে তপনমিশ্র-প্রদত্ত পুরাতন বস্ত্রকে কৌপীন ও বহির্ব্বাস করিয়া পরিধান করিলেন। সঙ্গের ভোট-কম্বলটী বদল করিয়া গঙ্গাতীর হইতে একখানি ছেঁড়া কাঁথা ধারণপূর্ব্বক প্রভুর আনন্দ উৎপন্ন করিলেন। সনাতন তথায় অবস্থান করিয়া মহাপ্রভুকে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভু প্রথমে 'জীবের স্বরূপ' ও 'কৃষ্ণশক্তি' বুঝাইলেন, পরে সম্বন্ধ-জ্ঞান শিখাইয়া অভিধেয়-রূপা ভক্তির ব্যাখ্যা করিলেন। কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচারে ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবানের বিচার, স্বয়ংরূপ ও তদেকাত্ম ও আবেশ, তন্মধ্যে 'বৈভব' ও 'প্রাভব'-বিলাসাদিক্রমে ভগবানের মূর্ত্তিভেদ-সকলের বিচার করিয়া দিলেন ; অতঃপর পুরুষাবতারের মায়া-বৈভব, মন্বন্তরাবতার, গুণাবতার, শক্ত্যা-বেশাবতার ও বাল্যপৌগণ্ড-বয়স-ভেদে লীলাসকল এবং কিশোর-লীলার নিত্যতা ব্যাখ্যা করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুম্ ।
নীচোঽপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাদ্ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

বন্দী সনাতনের শ্রীরূপের নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত পত্র-প্রাপ্তি ঃ—

এথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দিশালে ।
শ্রীরূপ-গোসাঞির পত্রী আইল হেনকালে ॥ ৩ ॥

সনাতনের আনন্দ ও কারারক্ষককে চাটূক্তি ঃ—

পত্রী পাঞা সনাতন আনন্দিত হৈলা ।
যবন-রক্ষক-পাশ কহিতে লাগিলা ॥ ৪ ॥

"তুমি এক জিন্দাপীর মহাভাগ্যবান্ ।
কেতাব-কোরাণ-শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান ॥ ৫ ॥

এক বন্দী ছাড়ে যদি নিজ-ধর্ম্ম দেখিয়া ।
সংসার হইতে তারে মুক্ত করেন গোসাঞা ॥ ৬ ॥

প্রত্যুপকার প্রার্থনা ঃ—

পূর্ব্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার ।
তুমি আমা ছাড়ি' কর প্রত্যুপকার ॥ ৭ ॥

শুদ্ধহরিভজনার্থ লৌকিক সুনীতি-বিগর্হিত চেষ্টাকেও সনাতনের অনুকূলরূপে নিয়োগ,—উহাই সত্য-ধর্ম্ম ঃ—

পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব, তুমি কর অঙ্গীকার ।
পুণ্য, অর্থ,— দুই লাভ হইবে তোমার ॥" ৮ ॥

কারারক্ষকের রাজভয় ঃ—

তবে সেই যবন কহে,—"শুন, মহাশয় ।
তোমারে ছাড়িব, কিন্তু করি রাজভয় ॥" ৯ ॥

সনাতনের পরামর্শদান ঃ—

সনাতন কহে,—"তুমি না কর রাজভয় ।
দক্ষিণ গিয়াছে, যদি লেউটি' আওয়য় ॥ ১০ ॥

তাঁহারে কহিও—সেই বাহ্যকৃত্যে গেল ।
গঙ্গার নিকট গঙ্গা দেখি' ঝাঁপ দিল ॥ ১১ ॥

অনেক দেখিল, তার লাগ্ না পাইল ।
দাড়ুকা-সহিত ডুবি কাঁহা বহি' গেল ॥ ১২ ॥

কিছু ভয় নাহি, আমি এ-দেশে না রব ।
দরবেশ হঞা আমি মক্কাকে যাইব ॥"১৩ ॥

কারারক্ষকের অসন্তোষ ; তাহাকে অধিকতর উৎকোচদান-চেষ্টা ঃ—

তথাপি যবন-মন প্রসন্ন না দেখিলা ।
সাত-হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈলা ॥ ১৪ ॥

সনাতনের কারামুক্তি ঃ—

লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া ।
রাত্রে গঙ্গাপার কৈল দাড়ুকা কাটিয়া ॥ ১৫ ॥

ঈশান-সহ সনাতনের পাতড়া-শৈলে আগমন ঃ—

গড়দ্বার-পথ ছাড়িলা, নারে তাঁহা যাইতে ।
রাত্রি-দিন চলি' আইলা পাতড়া-পর্ব্বতে ॥ ১৬ ॥

দস্যুদলপতি-সহ সাক্ষাৎকার ঃ—

তথা এক ভৌমিক হয়, তার ঠাঁঞি গেলা ।
'পর্ব্বত পার কর আমায়'—বিনতি করিলা ॥ ১৭ ॥

সামুদ্রিক-মুখে দস্যুপতির সনাতন-সমীপে অর্থের সন্ধান প্রাপ্তি ও সনাতনকে হত্যাসঙ্কল্প ঃ—

সেই ভূঞার সঙ্গে হয় হাতগণিতা ।
ভূঞার কাণে কহে সেই জানি' এই কথা ॥ ১৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহার প্রসাদে নীচব্যক্তিও ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক হইতে পারেন, সেই অনন্ত-অদ্ভুত-ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করি।

৩। পত্রী—উজ্জ্বলচন্দ্রিকা-গ্রন্থের টীকাকার লিখিয়াছেন যে, নিম্নলিখিত শ্লোকটী শ্রীরূপ বাক্‌লা হইতে লিখিয়া গৌড়ের বন্দিশালে সনাতনকে পাঠাইয়াছিলেন। এই শ্লোকে মহাপ্রভুর মথুরা গমনের সঙ্কেত থাকায় রূপগোস্বামীর পত্রী বলিয়া উহাকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে ;—"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা। ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃ স্থিরং, ন সদিদং জগদিত্যবধারয়।।"**

৫। জিন্দাপীর—জীবিত পীর।

১২। দাড়ুকা—বেড়ী।

অনুভাষ্য

১। যৎপ্রসাদাৎ (যস্য কৃপয়া) নীচঃ (বিষয়ী) অপি ভক্তি-শাস্ত্র-প্রবর্ত্তকঃ (ভক্তিশাস্ত্রলেখকঃ) স্যাৎ, তম্ অনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যম্ (অশেষাপূর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণং) শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুম্ অহং বন্দে।

৬। 'গোসাঞা'—খোদা, ভগবান্।

১০। লেউটি' আওয়য়—ফিরিয়া আসেন। 'লৌট্ আওয়য়ে' —পশ্চিমদেশীয় হিন্দী ভাষা।

---

* *যদুপতির মথুরাপুরী কোথায় গিয়াছে, রঘুপতিরই বা উত্তরকোশলা (অযোধ্যা) কোথায় গিয়াছে—ইহা বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া মন স্থির করুন এবং এই দৃশ্যমান্ জগৎ নিত্য নহে,—ইহা অবগত হউন।*

"ইঁহার ঠাঞি সুবর্ণের অষ্ট মোহর হয় ।"
শুনি' আনন্দিত ভূঞা সনাতনে কয় ॥ ১৯ ॥

সনাতনকে দস্যুর আদরাপ্যায়ন ; সনাতনের স্নান-ভোজন ঃ—

"রাত্রে পর্ব্বত পার করিব নিজ-লোক দিয়া ।
ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া ॥" ২০ ॥
এত বলি' অন্ন দিল করিয়া সম্মান ।
সনাতন আসি' তবে কৈল নদীস্নান ॥ ২১ ॥
দুই উপবাসে কৈলা রন্ধন-ভোজনে ।
রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারিলা মনে ॥ ২২ ॥

সনাতনের সন্দেহ ও আশঙ্কা, ঈশানের নিকট অর্থ-সন্ধানাবগতি ঃ—

'এই ভূঞা কেনে মোরে সম্মান করিল ?'
এত চিন্তি' সনাতন ঈশানে পুছিল ॥ ২৩ ॥
"তোমার ঠাঞি জানি কিছু দ্রব্য আছয় ।"
ঈশান কহে,—"মোর ঠাঞি সাত মোহর হয় ॥" ২৪ ॥

ঈশানকে ভর্ৎসনা ঃ—

শুনি' সনাতন তারে করিলা ভর্ৎসন ।
"সঙ্গে কেনে আনিয়াছ এই কাল-যম ?" ২৫ ॥

দস্যুকে অর্থপ্রদান ও সাহায্য প্রার্থনা ঃ—

তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া ।
ভূঞার কাছে যাঞা কহে মোহর ধরিয়া ॥ ২৬ ॥
"এই সাত সুবর্ণ মোহর আছিল আমার ।
ইহা লঞা ধর্ম্ম দেখি' পর্ব্বত কর পার ॥ ২৭ ॥
রাজবন্দী আমি, গড়দ্বার যাইতে না পারি ।
পুণ্য হবে, পর্ব্বত আমা দেহ' পার করি ॥" ২৮ ॥

দস্যুর হত্যা-সঙ্কল্প হইতে নিষ্কৃতি ; অর্থগ্রহণে অস্বীকার ও সাহায্যাঙ্গীকার ঃ—

ভূঞা হাসি' কহে,—"আমি জানিয়াছি পহিলে ।
অষ্ট-মোহর হয় তোমার সেবক-আঁচলে ॥ ২৯ ॥
তোমা মারি' মোহর লইতাম আজিকার রাত্রে ।
ভাল হৈল, কহিলা তুমি, ছুটিলাঙ পাপ হৈতে ॥ ৩০ ॥
সন্তুষ্ট হইলাঙ আমি, মোহর না লইব ।
পুণ্য লাগি' পর্ব্বত তোমা' পার করি' দিব ॥" ৩১ ॥
গোসাঞি কহে,—"কেহ দ্রব্য লইবে আমা মারি' ।
আমার প্রাণ রক্ষা কর দ্রব্য অঙ্গীকরি' ॥" ৩২ ॥

দস্যুর সনাতনকে পর্ব্বতোত্তরণে সাহায্য ঃ—

তবে ভূঞা গোসাঞির সঙ্গে চারি পাইক দিল ।
রাত্র্যে রাত্র্যে বনপথে পর্ব্বত পার কৈল ॥ ৩৩ ॥

সনাতনের ঈশানকে সম্বল-জিজ্ঞাসা ও দেশে প্রেরণ ঃ—

পার হঞা গোসাঞি তবে পুছিলা ঈশানে ।
"জানি,—শেষ দ্রব্য কিছু আছে তোমা-স্থানে ॥" ৩৪ ॥
ঈশান কহে,—"এক মোহর আছে অবশেষ ।"
গোসাঞি কহে,—"মোহর লঞা যাহ' তুমি দেশ ॥"৩৫॥

অকিঞ্চন নিঃসম্বল সনাতনের একাকী গমন ঃ—

তারে বিদায় দিয়া গোসাঞি চলিলা একলা ।
হাতে করোঁয়া, ছিঁড়া কান্থা, নির্ভয় হইলা ॥ ৩৬ ॥

হাজিপুরে আগমন ঃ—

চলি' চলি' গোসাঞি তবে আইলা হাজিপুরে ।
সন্ধ্যাকালে বসিলা এক উদ্যান-ভিতরে ॥ ৩৭ ॥

তথায় স্বসৃপতি-রাজসেবক শ্রীকান্তসহ সাক্ষাৎকার ঃ—

সেই হাজিপুরে রহে,—শ্রীকান্ত তাহার নাম ।
গোসাঞির ভগিনীপতি, করে রাজকাম ॥ ৩৮ ॥
তিন লক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তার স্থানে ।
ঘোড়া মূল্য লঞা পাঠায় পাৎসার স্থানে ॥ ৩৯ ॥

সনাতন-সহ কথোপকথন ঃ—

টুঙ্গির উপর বসি' সেই গোসাঞিরে দেখিল ।
রাত্র্য একজন-সঙ্গে গোসাঞি-পাশ আইল ॥ ৪০ ॥
দুইজন মিলি' তথা ইষ্টগোষ্ঠী কৈল ।
বন্ধন-মোক্ষণ-কথা সকলি গোসাঞি কহিল ॥ ৪১ ॥

সনাতনকে অবস্থান-জন্য শ্রীকান্তের অনুরোধ ঃ—

তেঁহো কহে,—"দিন-দুই রহ এইস্থানে ।
ভদ্র হও, ছাড়' এই মলিন বসনে ॥" ৪২ ॥

সনাতনের অসম্মতি ও গঙ্গাপার করিতে অনুরোধ ঃ—

গোসাঞি কহে,—"একক্ষণ ইহা না রহিব ।
গঙ্গা পার করি' দেহ', এক্ষণে চলিব ॥" ৪৩ ॥

সনাতনকে ভোটকম্বল-প্রদান ও গঙ্গাপারকরণ ঃ—

যত্ন করি' তেঁহো এক ভোটকম্বল দিল ।
গঙ্গা পার করি' দিল—গোসাঞি চলিল ॥ ৪৪ ॥

সনাতনের কাশীতে আগমন ঃ—

তবে বারাণসী গোসাঞি আইলা কতদিনে ।
শুনি' আনন্দিত হইলা প্রভুর আগমনে ॥ ৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৭। হাজিপুর—গঙ্গা-নদীর ও গণ্ডক-নদের সঙ্গমস্থলে পাটনার অপরপারে হাজিপুর।

অনুভাষ্য

২২। দুই উপবাসে—দুইদিন উপবাস করিয়া।

২৪। হয়—আছে ; পশ্চিমদেশীয় হিন্দী-ভাষায় 'হ্যায়'।

চন্দ্রশেখরের গৃহে উপস্থিত ঃ—

চন্দ্রশেখরের ঘরে আসি' দ্বারেতে বসিলা ।
মহাপ্রভু জানি' চন্দ্রশেখরে কহিলা ॥ ৪৬ ॥

বাহ্যবেষ-নিরপেক্ষ প্রকৃত বৈষ্ণব সনাতনকে আনয়নার্থ শেখরকে আদেশ ঃ—

"দ্বারে এক 'বৈষ্ণব' হয়, বোলাহ তাঁহারে ।"
চন্দ্রশেখর দেখে, 'বৈষ্ণব' নাহিক দ্বারে ॥ ৪৭ ॥

সনাতনের বহির্বৈষ্ণব-বেষ না দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

"দ্বারেতে বৈষ্ণব নাহি"—প্রভুরে কহিল ।
'কেহ হয়?' করি' প্রভু তাহারে পুছিল ॥ ৪৮ ॥

দরবেশবেষী সনাতনকে আনিতে প্রভুর আদেশ ঃ—

তেঁহো কহে,—"এক 'দরবেশ' আছে দ্বারে ।"
'তাঁরে আন' প্রভুর বাক্যে কহিল আসি তাঁরে ॥ ৪৯ ॥

সনাতনকে চন্দ্রশেখরের 'দরবেশ' বলিয়া সম্বোধন ঃ—

"প্রভু তোমায় বোলায়, আইস, দরবেশ!"
শুনি' আনন্দে সনাতন করিলা প্রবেশ ॥ ৫০ ॥

সনাতন-দর্শনে দ্রুতবেগে প্রভুর আগমন ও আলিঙ্গন ঃ—

তাঁহারে অঙ্গনে দেখি' প্রভু ধাঞা আইলা ।
তাঁরে আলিঙ্গন করি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ ৫১ ॥

আলিঙ্গনফলে সনাতনের প্রেম ও দৈন্যোক্তি ঃ—

প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হইলা সনাতন ।
'মোরে না ছুঁইহ'—কহে গদ্গদ-বচন ॥ ৫২ ॥

প্রভু ও সনাতন, উভয়েরই প্রেম-ক্রন্দন, চন্দ্রশেখরের বিস্ময় ঃ—

দুইজনে গলাগলি রোদন অপার ।
দেখি' চন্দ্রশেখরের হইল চমৎকার ॥ ৫৩ ॥

সস্নেহে সনাতনকে নিজসমীপে আসনপ্রদান ঃ—

তবে প্রভু তাঁর হাত ধরি' লঞা গেলা ।
পিণ্ডার উপরে তাঁরে আপন-পাশ বসাইলা ॥ ৫৪ ॥

স্বহস্তে সনাতনাঙ্গ-মার্জ্জন, সনাতনের দৈন্যোক্তি ঃ—

শ্রীহস্তে করেন তাঁর অঙ্গ সম্মার্জ্জন ।
তেঁহো কহে,—"মোরে, প্রভু, না কর স্পর্শন ॥" ৫৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহাকে মহাভাগবতোচিত গৌরব-দান ঃ—

প্রভু কহে,—"তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে ।
ভক্তি-বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে ॥ ৫৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৩।১০)—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো ।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ৫৭ ॥

হরিভক্তিবিলাসে (১০।৯১)—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥ ৫৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।১০)—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্ ।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ৫৯ ॥

অনুভাষ্য

৫৭। আদি, ১ম পঃ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫৮। মধ্য, ১৯শ পঃ ৫০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫৯। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দেবর্ষি নারদ ভগবান্ শ্রীনৃসিংহ-কর্ত্তৃক হিরণ্যকশিপুর বধ-বৃত্তান্ত-বর্ণন-প্রসঙ্গে বধান্তে ভক্ত প্রহ্লাদকর্ত্তৃক ভগবান্ নৃসিংহের স্তব কীর্ত্তন করিতেছেন,—

অরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ (পদ্মনাভ-কৃষ্ণস্য পাদপদ্মাৎ বিমুখাৎ) দ্বিষড়্গুণযুতাৎ (পূর্ব্বশ্লোকোক্তাঃ ধনাভিজন-রূপ-তপঃ-শ্রুতৌজস্তেজঃ-প্রভাব বল-পৌরুষ-বুদ্ধিযোগাঃ ইত্যাদয়ঃ যে দ্বিষট্ দ্বাদশগুণাঃ, যদ্বা, "ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ অমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষাঽনসূয়া। যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য।।" ইতি মহাভারতীয়-সনৎসুজাতোক্তা দ্বাদশ-গুণাঃ, যদ্বা, "শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্ত্যার্জ্জব-বিরক্তয়ঃ। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সন্তোষাঃ সত্যাস্তিক্যে দ্বিষড়্গুণাঃ।।" ইতি মুক্তাফল-টীকোক্তা দ্বাদশগুণাঃ, ⁂ তৈঃ যুক্তাৎ) বিপ্রাৎ অপি তদর্পিতমনো-বচনেহিতার্থপ্রাণং (তৎ তস্মিন্ অরবিন্দনাভে কৃষ্ণে অর্পিতাঃ মনঃ বচনং ঈহিতং কর্ম্ম অর্থঃ প্রাণশ্চ এতে যেন,

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৯। কৃষ্ণপাদপদ্মবিমুখ দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও যাঁহার কৃষ্ণে মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পিত, এবম্ভূত শ্বপচকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি মনে করি ; কেননা, তিনি (শ্বপচ-কুলোদ্ভূত ভক্ত) স্বীয় কুল পবিত্র করেন, আর ভূরিমানবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারেন না।

⁂ শ্রীমদ্ভাগবতে "বিপ্রাদ্দ্বিষড়্"-শ্লোকের পূর্ব্বশ্লোকে যে 'দ্বিষট্' অর্থাৎ দ্বাদশগুণ কথিত হইয়াছে—"ধন, সৎকুলে জন্ম, সৌন্দর্য্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়নৈপুণ্য, তেজ, প্রতাপ, শারীরিক বল, পৌরুষ, বুদ্ধি এবং অষ্টাঙ্গযোগ" ইত্যাদি ; অথবা, মহাভারতের সনৎসুজাত-কথিত দ্বাদশগুণ—"ধর্ম্ম, সত্য, দম, তপ, মাৎসর্য্যশূন্যতা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৈর্য্য, পাণ্ডিত্য—ইহাই ব্রাহ্মণের দ্বাদশ ব্রত।" অথবা, 'মুক্তাফল'-টীকায় কথিত দ্বাদশগুণ যথা,—"শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, বিষয়-বিরক্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সন্তোষ, সত্য, আস্তিক্য—এই দ্বাদশগুণ।"

ভক্তসেবাতে নিয়োগফলেই সকল ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা ঃ—

তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়-ফল,—এই শাস্ত্র-নিরূপণ ॥ ৬০ ॥

জগতে শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্ত—সুদুর্ল্লভ ঃ—
হরিভক্তিসুধোদয়ে (১৩।২)—

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ-দর্শনং হি তনোঃ ফলং ত্বাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশ-কীর্ত্তনং হি সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥৬১॥

কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা-মাহাত্ম্য-বর্ণন ; প্রভু স্বয়ংই সনাতনের বন্ধন-মোচন-লীলাভিনয়ের মূলসূত্রধর ঃ—

এত কহি' কহে প্রভু,—"শুন, সনাতন ।
কৃষ্ণ—বড় দয়াময়, পতিত-পাবন ॥ ৬২ ॥
মহারৌরব হৈতে তোমায় করিলা উদ্ধার ।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার ॥" ৬৩ ॥

সনাতনের প্রভুকে অভিন্নকৃষ্ণ-জ্ঞান ঃ—

সনাতন কহে,—"কৃষ্ণ আমি নাহি জানি ।
আমার উদ্ধার-হেতু তোমার কৃপা মানি ॥" ৬৪ ॥

প্রভুর প্রশ্নোত্তরে নিজবৃত্তান্ত বর্ণন ঃ—

'কেমনে ছুটিলা' বলি প্রভু প্রশ্ন কৈলা ।
আদ্যোপান্ত সব কথা তেঁহো শুনাইলা ॥ ৬৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক রূপ ও অনুপমের সংবাদ-জ্ঞাপন ঃ—

প্রভু কহে,—"তোমার দুই ভাই প্রয়াগে মিলিলা ।
রূপ, অনুপম—দুঁহে বৃন্দাবন গেলা ॥" ৬৬ ॥

তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখর-সহ সনাতনের মিলন ঃ—

তপনমিশ্রেরে আর চন্দ্রশেখরেরে ।
প্রভু-আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দোঁহারে ॥ ৬৭ ॥

সনাতনকে তপনমিশ্রের নিমন্ত্রণ, সনাতনকে ক্ষৌরকরণার্থ প্রভুর আজ্ঞা ঃ—

তপনমিশ্র তবে তাঁরে কৈলা নিমন্ত্রণ ।
প্রভু কহে,—"ক্ষৌর করাহ, যাহ, সনাতন ॥" ৬৮ ॥

চন্দ্রশেখরকে সনাতনের অবৈষ্ণব-বেষ ত্যাগ করাইয়া বৈষ্ণবোচিত বেষ ধারণ করাইতে আজ্ঞা ঃ—

চন্দ্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাঞা ।
"এই বেশ দূর কর, যাহ ইঁহারে লঞা ॥" ৬৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬১। হে বৈষ্ণব, তোমার মত ব্যক্তিকে দর্শন করাই চক্ষুর ফল ; তোমার মত ব্যক্তির গাত্র স্পর্শ করাই শরীরের ফল ; তোমার মত ব্যক্তির গুণ কীর্ত্তন করাই জিহ্বার ফল ; কেননা, জগতে ভাগবতেরাই সুদুর্ল্লভ।

অনুভাষ্য

তং) শ্বপচং বরিষ্ঠং (শ্রেষ্ঠম্) অহং মন্যে ; [যতঃ] স (এবম্ভূতঃ শ্বপচঃ সর্ব্বং) কুলং পুনাতি, ভূরিমানঃ (ভূরিঃ মানঃ গর্ব্বঃ যস্য সঃ বিপ্রঃ) তু [আত্মানমপি] ন [পুনাতি, কুতঃ কুলম্? যতো ভক্তিহীনস্য এতে গুণাঃ গর্ব্বায়ৈব ভবন্তি, ন তু শুদ্ধয়ে ; অতো হীন ইতি ভাবঃ]।

অনুভাষ্য

৬১। ত্বাদৃশদর্শনং (ত্বাদৃশানাং ভবত্তুল্যানাং ভাগবতানাং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক-দর্শনং) অক্ষ্ণোঃ (চক্ষুর্ভ্যাং বীক্ষণকার্য্যস্য) ফলং (তাৎপর্য্যম্) ; ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ (ত্বাদৃশানাং ভক্তানাং গাত্রসঙ্গঃ অঙ্গস্পর্শঃ) তনোঃ (শরীরস্য ধারণকার্য্যস্য) ফলম্ ; ত্বাদৃশ-কীর্ত্তনং (ত্বাদৃশানাং ভক্তানাং গুণকীর্ত্তনং) হি (এব) জিহ্বা-ফলং (বাক্যোচ্চারণস্য প্রয়োজনম্) ; [অতঃ] লোকে (জগতি) ভাগবতাঃ (শুদ্ধভক্তাঃ) সুদুর্ল্লভাঃ (সুদুরাপাঃ) হি (এব)।

৬৩। মহা-রৌরব—জীবিকার্থে জন্তুবধকারী 'মহারৌরব' সংজ্ঞক নরক লাভ করে (ভাঃ ৫।২৬।১০-১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

অমৃতানুকণা—৬৮-৬৯। "মহাপ্রভুর প্রসাদাকাঙ্ক্ষী সনাতন যখন মহাপ্রভুর মধুর মূর্ত্তি দর্শন করেন, তখন তাঁহার দাড়ি-গোঁফ ছিল। সেই দাড়ি-গোঁফই বাউল-বৈষ্ণবগণের গোঁফ-দাড়ি রাখিবার একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু মহাপ্রভু সনাতনকে অবলোকনপূর্ব্বক প্রেমালিঙ্গন করিয়া তৎক্ষণাৎ ক্ষৌরকার্য্য করাইয়াছিলেন। অতএব বাউল-বৈষ্ণবদিগের অচ্ছেদ্য প্রমাণ সেইকালেই নরসুন্দরের ক্ষুরে কাটা গিয়াছে। এখন সাধারণের অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, বাউলেরা কখনই শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়-বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না।

"সনাতনকে 'ফকিরা' বলিয়া উল্লেখ করায় সাঁই, দরবেশ, চরণপালী, দুলালচাঁদী প্রভৃতিরা মুসলমানের ফকির-বেষ ধারণপূর্ব্বক তদ্বৎ আচার-ব্যবহার অধিকাংশই করিয়া থাকে ও আপনাদিগকে চৈতন্য-সম্প্রদায়-বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেয়। যদি কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমরা মুসলমানের ফকিরের বেষধারণ ও তাহাদের ন্যায় আচার-ব্যবহারও প্রায় করিয়া থাক এবং চৈতন্য-সম্প্রদায়-বৈষ্ণব বলিয়াও পরিচয় দাও, ইহার প্রমাণ কি? তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে তাহারা বলিয়া থাকে যে, ইহার প্রমাণ গোঁসাই সনাতন, তিনি ফকির ছিলেন। কিন্তু যখন মহাপ্রভু সনাতনের গোঁফ-দাড়ি ও মস্তকের কেশ ফেলাইয়া দিয়া বৈষ্ণব-বেষ ধারণ করাইয়া দিলেন, তখন সেইখানেই সাঁই, দরবেশ, চরণপালী, দুলালচাঁদী প্রভৃতির প্রমাণ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এ-কারণ সাঁই, দরবেশ প্রভৃতিরা চৈতন্য-সম্প্রদায়-বৈষ্ণব হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহাদিগকে একপ্রকার মহম্মদ-সম্প্রদায় বলিতে হইবে।'

—জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত 'শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু' প্রবন্ধ। (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)

ভদ্র করাঞা তাঁরে গঙ্গাস্নান করাইল ।
শেখর আনিয়া তাঁরে নূতন বস্ত্র দিল ॥ ৭০ ॥

চন্দ্রশেখর প্রদত্ত নববস্ত্র পরিধানে সনাতনের অসম্মতি ঃ—

সেই বস্ত্র সনাতন না কৈল অঙ্গীকার ।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার ॥ ৭১ ॥

মধ্যাহ্নে তপনমিশ্র-গৃহে প্রভুর ভোজন, সনাতনের প্রভুভুক্তশেষ-প্রাপ্তি ঃ—

মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু গেলা ভিক্ষা করিবারে ।
সনাতনে লঞা গেলা তপনমিশ্রের ঘরে ॥ ৭২ ॥
পাদপ্রক্ষালন করি' ভিক্ষাতে বসিলা ।
"সনাতনে ভিক্ষা দেহ"—মিশ্রেরে কহিলা ॥ ৭৩ ॥
মিশ্র কহে,—"সনাতনের কিছু কৃত্য আছে ।
তুমি ভিক্ষা কর, প্রসাদ তাঁরে দিব পাছে ॥" ৭৪ ॥
ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু বিশ্রাম করিলা ।
মিশ্র প্রভুর শেষপাত্র সনাতনে দিলা ॥ ৭৫ ॥

মিশ্রপ্রদত্ত নববস্ত্র-পরিধানে সনাতনের আপত্তি ঃ—

মিশ্র সনাতনে দিলা নূতন বসন ।
বস্ত্র নাহি নিলা, তেঁহো করে নিবেদন ॥ ৭৬ ॥

বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট পুরাতন বসন-গ্রহণে সনাতনের ইচ্ছা ঃ—

"মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন ।
নিজ পরিধান এক দেহ' পুরাতন ॥" ৭৭ ॥

একখণ্ড বস্ত্রকে দুইখণ্ড বহির্ব্বাস ও তদুচিত ডোর-কৌপীনে বিভাগ ঃ—

তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিলা ।
তেঁহো দুই বহির্ব্বাস-কৌপীন করিলা ॥ ৭৮ ॥

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রসহ সনাতনের মিলন ঃ—

মহারাষ্ট্রীয় দ্বিজে প্রভু মিলাইলা সনাতনে ।
সেই বিপ্র তাঁরে কৈল মহা-নিমন্ত্রণে ॥ ৭৯ ॥

কাশীবাসকালে সনাতনকে বিপ্রের স্বগৃহে প্রত্যহ নিমন্ত্রণ ঃ—

"সনাতন, তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবা ।
তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা যে করিবা ॥" ৮০ ॥

সনাতনের স্থূলভিক্ষায় অসম্মতি, মাধুকরী-ভিক্ষায় ইচ্ছা ঃ—

সনাতন কহে,—"আমি মাধুকরী করিব ।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা লব ??" ৮১ ॥

সনাতনের যুক্তবৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ ঃ—

সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার ।
ভোটকম্বল-পানে প্রভু চাহে বারে বার ॥ ৮২ ॥

ভোটকম্বল প্রভুর অনভিপ্রেত জানিয়া ছিন্নকন্থা-গ্রহণ ঃ—

সনাতন জানিল এই প্রভুরে না ভায় ।
ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তিলা উপায় ॥ ৮৩ ॥
এত চিন্তি' গেলা গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে ।
এক গৌড়ীয়া দিয়াছে কান্থা ধুঞা শুকাইতে ॥ ৮৪ ॥
তারে কহে,—"ওরে ভাই, কর উপকারে ।
এই ভোট লঞা এই কাঁথা দেহ' মোরে ॥" ৮৫ ॥
সেই কহে,—"রহস্য কর প্রামাণিক হঞা ?
বহুমূল্য ভোট দিবা কেনে কাঁথা লঞা ??" ৮৬ ॥
তেঁহো কহে,—"রহস্য নহে, কহি সত্যবাণী ।
ভোট লহ, তুমি দেহ' মোরে কাঁথাখানি ॥" ৮৭ ॥
এত বলি' কাঁথা লইল, ভোট তাঁরে দিয়া ।
গোসাঞিির ঠাঁই আইলা কাঁথা গলে দিয়া ॥ ৮৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭০। ভদ্র করাঞা—ক্ষৌর করাইয়া অর্থাৎ দরবেশী দাড়ী-চুল ক্ষৌর করাইয়া সুবৈষ্ণব-বেষী করাইয়া।

অনুভাষ্য

৮৬। প্রামাণিক—বিচারাদর্শ-চরিত্র, পণ্ডিত।

অমৃতানুকণা—৭৮। "বাহ্যজগতে অক্ষজজ্ঞান-বাদীর জন্য বর্ণচিহ্ন ও আশ্রম-চিহ্নের ব্যবস্থা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় নহে। তবে অক্ষজ-জ্ঞানবাদী চিহ্নমাত্র দেখিয়াই অনেক সময়ে প্রতারিত হন। প্রতারিত হইবার ফলে সিঁদুর মেঘ দেখিলেই যেরূপ গবাদি পশু ভীত হয়, সেইরূপভাবে বৈষ্ণবের বাহ্য চিহ্ন লইয়াই ব্যতিব্যস্ত হন। অন্তরানুধাবন-প্রবৃত্তির অভাবে এরূপ বিড়ম্বনা অবশ্যম্ভাবী।

"গৌড়ীয়-বৈষ্ণব পরমহংস হইতে পারেন, তখন তাঁহার বেষ দেখিয়া কেহ বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণব স্থির করিতে পারেন না। শ্রীসনাতন গোস্বামীর বেষে বর্ণাশ্রমের চিহ্ন নাই, আবার শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামীর বেষে পরিধানে কাষায় বস্ত্র ও ত্রিদণ্ড দেখা যায়। শ্রীপরমানন্দ পুরী, ঈশ্বরপুরী প্রভৃতির বেষে একদণ্ড ও কাষায় বস্ত্র। (সুতরাং) ত্রিদণ্ডী ও একদণ্ডী বা নির্দণ্ডী সকলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব হইতে পারেন। তাঁহারা কর্ম্ম-ত্রিদণ্ড, জ্ঞান-ত্রিদণ্ড এবং ভক্তি-নির্দণ্ড প্রভৃতি আশ্রম-চিহ্ন পরিত্যাগ করিবার বেষ লইতে পারেন। আবার বর্ণাশ্রমে অবস্থিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অভাব নাই। তাঁহাদের বর্ণচিহ্ন, আশ্রমবেষ রাখিয়াও তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব হইতে পারেন, আবার তত্তৎচিহ্ন ধারণ করিয়া বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইবারও কেহ বাধা দিতে পারেন না। কাষায় বসন-মাহাত্ম্য, ত্রিদণ্ড-মাহাত্ম্য প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রচুর পরিমাণে উল্লিখিত আছে। চিহ্নদ্বারা বা বেষগ্রহণ-রীতিদর্শনে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব নির্দ্দেশ হয় না। হরিভজনে নিষ্কপটতাই বৈষ্ণব-পরিচয়ের একমাত্র নিদর্শন। যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ড বৈষ্ণবের স্কন্ধে চাপাইতে গিয়া বৈষ্ণবকে কর্ম্মী বা জ্ঞানীমাত্র জানেন, তাঁহারা সুবিচার করিতে অসমর্থ ও বৈষ্ণবাপরাধী। কৌপীন-বহির্ব্বাসাদি

প্রভুর ভোটকম্বল সম্বন্ধে জিজ্ঞাস, সনাতনের সব ঘটনা বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"তোমার ভোটকম্বল কোথা গেল?"
প্রভুপদে সব কথা গোসাঞি কহিল ॥ ৮৯ ॥

প্রভুর কৃষ্ণকৃপা-মাহাত্ম্য-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"ইহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয়-রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥ ৯০ ॥
সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়-ভোগ?
রোগ খণ্ডি' সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ ॥ ৯১ ॥

আচার ও প্রচারে পরস্পর সামঞ্জস্য রাখিবার উপদেশ ঃ—

তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয়, লোকে করে উপহাস ॥" ৯২ ॥

সনাতনের প্রভুকৃপা-মাহাত্ম্য-প্রশংসা ঃ—

গোসাঞি কহে,—"যে খণ্ডিল কুবিষয়-ভোগ।
তাঁর ইচ্ছায় গেল মোর শেষ বিষয়-রোগ ॥" ৯৩ ॥

সনাতনকে প্রভুর শক্তিসঞ্চার ঃ—

প্রসন্ন হঞা প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল।
তাঁর কৃপায় প্রশ্ন করিতে তাঁর শক্তি হৈল ॥ ৯৪ ॥

পূর্ব্বে প্রভুর শক্তি-বলে রায়ের প্রভুপ্রশ্নের উত্তরদান-সামর্থ্য ঃ—

পূর্ব্বে যৈছে রায়-পাশে প্রভু প্রশ্ন কৈলা।
তাঁর শক্ত্যে রামানন্দ তাঁর উত্তর দিলা ॥ ৯৫ ॥

তদ্রূপ প্রভুর শক্তিসঞ্চারবলে সনাতনের প্রশ্ন, আর স্বয়ং প্রভুর উত্তর-প্রদান ঃ—

ইহাঁ প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন করে সনাতন।
আপনে মহাপ্রভু করে 'তত্ত্ব'-নিরূপণ ॥ ৯৬ ॥

সনাতনকে স্বয়ং প্রভুর সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব-কীর্ত্তন— (গ্রন্থকার-বাক্য—)

কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ম্।
তত্ত্বং সনাতনায়েশঃ কৃপয়োপদিদেশ সঃ ॥ ৯৭ ॥

'সনাতনশিক্ষা'-বর্ণনারম্ভ ; সদৈন্যে প্রণিপাত-পরিপ্রশ্ন-সেবাপূর্ব্বক লোকশিক্ষার্থ নিত্যসিদ্ধ সনাতনের বদ্ধজীবাভিনয়ে শিষ্যবৎ কীর্ত্তনবিগ্রহ জগদ্‌গুরু প্রভুর সমীপে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ঃ—

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা ॥ ৯৮ ॥
"নীচ জাতি, নীচ সঙ্গী, পতিত অধম।
কুবিষয়-কূপে পড়ি' গোঙাইনু জনম !! ৯৯ ॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি!
গ্রাম্য-ব্যবহারে পণ্ডিত, তাই সত্য মানি ॥ ১০০ ॥
কৃপা করি' যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপন-কৃপাতে কহ 'কর্ত্তব্য' আমার ॥ ১০১ ॥

জীবের স্বরূপ ও বন্ধন-জনিত দুঃখের কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি—কেমনে 'হিত' হয় ॥ ১০২ ॥
'সাধ্য', 'সাধন'-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি' সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি ॥" ১০৩ ॥

সনাতনকে নিত্যসিদ্ধজ্ঞানে শুধু বদ্ধজীবের মঙ্গলার্থই প্রভুর উত্তর প্রদান ঃ—

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণ-কৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান, তোমার নাহি তাপত্রয় ॥ ১০৪ ॥

অনুভাষ্য

৯৩। কুবিষয়-ভোগ—পাপ-বিষয়-সেবা।

৯৭। স ঈশঃ (মহাপ্রভুঃ) কৃপয়া (অতুল-করুণয়া) সনাতনায় (সনাতন-গোস্বামিনে) কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ং (কৃষ্ণস্য স্বরূপং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরেশ্বর-সচ্চিদানন্দঘনাত্মক-কিশোর-শেখর-যশোদানন্দনত্বং, মাধুর্য্যম্ অসমোর্দ্ধতয়া সর্ব্বমনোহরং স্বাভাবিক-রূপগুণলীলাদিসৌষ্ঠবং, ঐশ্বর্য্যম্ অসমোর্দ্ধানন্ত-স্বাভাবিকপ্রভুত্বং, ভক্তিরসশ্চ, তেষাম্ আশ্রয়ং—"দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহম্" ইতি বচনোদ্দিষ্টং বস্তু তৎ এব) তত্ত্বম্ (অদ্বয়জ্ঞানম্) উপদিদেশ (উপদিষ্টবান্)।

১০০। গ্রাম্য-ব্যবহার—স্ত্রী-পুরুষগত লৌকিক-ব্যবহার।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৭। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপমাধুর্য্য, স্বরূপঐশ্বর্য্য ও ভক্তিরসাশ্রয়-রূপ তত্ত্ব ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সনাতনকে উপদেশ করিলেন।

১০২-১০৩। সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি কে? আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—এই তাপত্রয় আমাকে কেন জর্জ্জরিত করিতেছে এবং আমার কিরূপে হিত হয়? সাধ্য-সাধন তত্ত্ব আমি জিজ্ঞাসা করিতে অক্ষম, আপনি কৃপা করিয়া আমার জ্ঞাতব্য বলুন।"

অনুভাষ্য

১০২। তাপত্রয়—(১) আধ্যাত্মিক, (২) আধিভৌতিক ও (৩) আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ দুঃখ। (১) আধ্যাত্মিক তাপ

দেখাইয়া যাঁহারা বৈষ্ণবতাকে বিপন্ন করেন এবং ভজনের সন্ধান না রাখিয়া 'নবমীতে আলাবুভক্ষণ নিষেধ' প্রভৃতি বিধিই বৈষ্ণবাচার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারমতে 'ত্রিধাতুক কুণপ' লইয়াই প্রমত্ত—সুতরাং বৈষ্ণববেষ স্থির করিতে গিয়া (তাঁহারা) লোকদৃষ্টির অনুগমনে বৈষ্ণব চিনিতে অসমর্থ।"

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-কৃত 'গৌড়ীয়ের বেষ' প্রবন্ধ। (সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' ২য় বর্ষ, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ১৭শ বর্ষ)

কৃষ্ণভক্তি ধর তুমি, জান তত্ত্বভাব ।
জানি' দার্ঢ্য লাগি' পুছে,—সাধুর স্বভাব ॥ ১০৫ ॥

তত্ত্বজিজ্ঞাসার একান্ত প্রয়োজনীয়তা, তাহাতেই অভীষ্টসিদ্ধি ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।১০৩)-ধৃত নারদীয় বাক্য—

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ ॥ ১০৬ ॥

সনাতনকে আচার্য্যরূপে প্রভুর অঙ্গীকার ঃ—

যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে ।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন, কহিয়ে তোমাতে ॥ ১০৭ ॥

শ্রীশ্রীসনাতন-শিক্ষারম্ভ ; (ক-১)

সর্ব্বপ্রথমে জীবের 'স্বরূপ'-বিচার ঃ—

জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস' ।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি', 'ভেদাভেদ-প্রকাশ' ॥ ১০৮ ॥
সূর্য্যাংশু-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয় ।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিনপ্রকার 'শক্তি' হয় ॥ ১০৯ ॥

বিষ্ণুর সর্ব্বব্যাপিনী শক্তিদ্বারা লীলাবিলাস ঃ—

বিষ্ণুপুরাণে (১।২২।৫৩)—

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥ ১১০ ॥

(ক-২) কৃষ্ণের শক্তি-বিচার ঃ—

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি পরিণতি ।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি ॥ ১১১ ॥

ত্রিবিধা শক্তি ঃ—

বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।
অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরীষ্যতে ॥ ১১২ ॥

(১) অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি অচ্ছেদ্যভাবে শক্তিমানের আশ্রিত ঃ—

বিষ্ণুপুরাণে (১।৩।২)—

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥ ১১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৬। সদ্ধর্ম্মের উদয় করাইবার জন্য যাঁহাদের দৃঢ়া মতি, তাঁহাদের শীঘ্রই অভীপ্সিত সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়।

১০৮-১০৯। "কে আমি?"—এই প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু আজ্ঞা করিতেছেন যে,—"তুমি—জীব। এই জড়সম্ভূত শরীরটী কি তুমি? তাহাও নহে ; অথবা তোমার মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারস্বরূপ লিঙ্গ-শরীরটী কি তুমি? তাহাও নহে। তুমি স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস, তুমি কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণের চিজ্জগৎ ও মায়িক জগৎ,—এই দুইয়ের মধ্যগত সীমায় স্থিত হইয়া তোমার উভয় জগতের সম্বন্ধ থাকায়, তুমি—তটস্থা-শক্তি। কৃষ্ণের সহিত তোমার ভেদাভেদ-প্রকাশরূপ উভয়বিধ 'সম্বন্ধ'। চিন্ময়-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তুমি—কৃষ্ণের অভেদ-প্রকাশ এবং অণুচৈতন্য-ধর্ম্মবশতঃ বৃহৎ-চৈতন্যরূপ কৃষ্ণের ভেদ-প্রকাশ। (কৃষ্ণসহ তোমার) ভেদ ও অভেদ—যুগপৎ সিদ্ধ। জীবের তটস্থ-স্বভাব হইতেই এই যুগপৎ ভেদাভেদ-প্রকাশ সিদ্ধ হইয়াছে। জীব সূর্য্যস্বরূপ কৃষ্ণের অংশ-কিরণ ; অথবা উদ্দীপ্ত অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ-রূপ জ্বালাচয়ও জীবসমূহের উদাহরণ-স্থল।

অনুভাষ্য

দুইপ্রকার—(ক) শারীরিক, যথা জ্বরাদি রোগ ; (খ) মানসিক, যথা প্রিয়াদির বিয়োগ। (২) আধিভৌতিক তাপ চারিপ্রকার,—(ক) জরায়ুজ-প্রাণী হইতে তাপ ; (খ) অণ্ডজ-প্রাণী হইতে তাপ; (গ) স্বেদজ-প্রাণী হইতে তাপ ; (ঘ) উদ্ভিজ্জ-প্রাণী হইতে তাপ ; (৩) আধিদৈবিক তাপ অর্থাৎ বরদেবতা যেমন ইন্দ্রাদি

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১০। একস্থানস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না বা আলোক যেরূপ বিস্তৃত, পরব্রহ্মের শক্তি অখিল জগৎ সেইরূপ ব্যাপ্ত করিয়া আছে।

১১৩। সমস্ত ভাবের অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর শক্তিসকল ব্রহ্মে বর্ত্তমান ; এই কারণে সেই ব্রহ্মশক্তিসকল সৃষ্ট্যাদি-ভাবশক্তিরূপে ক্রিয়া করে। হে তাপস-শ্রেষ্ঠ, অগ্নির যেরূপ উষ্ণতা-ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ, শক্তিসকলও ব্রহ্মের সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম।

অনুভাষ্য

হইতে উৎপন্ন তাপ—শীত, বজ্রপতন ইত্যাদি, এবং অপদেবতা যেমন হিংস্রস্বভাব যক্ষ-পিশাচাদি হইতে অশুভজনক আপদ্‌বিপৎ-পাতাদি।

১০৬। সদ্ধর্ম্মস্য (নিত্যোপাদেয়-ভাগবতধর্ম্মস্য) অববোধায় (তত্ত্বজ্ঞানায়, তত্ত্বং জিজ্ঞাসিতুমিত্যর্থঃ) যেষাং ভক্ত্যুন্মুখ-সুকৃতি-বতাং পুংসাং) নির্ব্বন্ধিনী (অচঞ্চলা) মতিঃ (রুচিঃ বুদ্ধির্ব্বা) (বর্ত্ততে), এষাং (শুদ্ধচিত্তানাং নির্ম্মলচেতসাম্) অভীপ্সিতঃ (প্রার্থিতঃ) সর্ব্বার্থঃ (সাধ্যঃ) অচিরাৎ (শীঘ্রম্) এব সিদ্ধ্যতি (সফলো ভবতি)।

১০৮-১০৯। আদি, ২য় পঃ ৯৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১০। যথা একদেশস্থিতস্য (নির্দ্দিষ্টস্থানাধিষ্ঠিতস্য) অগ্নেঃ জ্যোৎস্না (প্রভা) বিস্তারিণী (ব্যাপিনী), তথা ইদম্ অখিলং (সর্ব্বং চিদচিন্ময়ং) জগৎ পরস্য ব্রহ্মণঃ (কৃষ্ণস্য) শক্তিঃ।

১১২। আদি, ৭ম পঃ ১১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৩। হে তপতাং (তাপসানাং) শ্রেষ্ঠ, যথা পাবকস্য

(২) তটস্থা জীবশক্তি ঃ—

বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬২-৬৩)—

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা ।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥ ১১৪ ॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞ-সংজ্ঞিতা ।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥ ১১৫ ॥

(৩) বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় (৭।৫)—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ১১৬ ॥

(খ) বিরূপ-বিচার ; বদ্ধজীবের ভবরোগ ও তৎফলে দুর্দ্দশা বা শাস্তি ঃ—

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥ ১১৭ ॥

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায় ।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ ১১৮ ॥

(গ) বদ্ধজীবের রোগ ; তাহার নিদান ও চিকিৎসা অর্থাৎ পথ্য ও ঔষধ-সেবন-বিধি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৭)—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ১১৯ ॥

(ঘ) চিচ্ছক্তিমান্ পরমেশ্বরের অবরোহ বা অবতার-বর্ণন ; মায়া-জয়ের একমাত্র উপায় ঃ—

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয় ।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥ ১২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৭। 'আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস',—এই কথা ভুলিয়াই জীবের মায়াবন্ধন। তটস্থশক্তিরূপ জীবের চিজ্জগৎ ও মায়িক জগতের সন্ধিসীমায় অবস্থিতিকালে মায়াভোগ বাসনা করায় তাঁহার মায়া-প্রবেশ হয়। মায়া-প্রবেশ হইতেই মায়িক-কালের গণন। সেই কালগণনার অগ্রেই বহির্ম্মুখতা হওয়ায় তাহাকে 'অনাদি' বলা যায় ; যেহেতু তাহা মায়িক-কালের পূর্ব্বে হইয়াছে।

অনুভাষ্য

(অগ্নেঃ) উষ্ণতা (দাহকত্বাদিশক্তিঃ) [অস্তি, তথা] যতঃ (ব্রহ্মণঃ) এব সর্ব্বভাবানাম্ অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ (মানববুদ্ধেঃ অগোচরাঃ) অতঃ তু [এব] তাঃ (তথাবিধাঃ) সর্গাদ্যাঃ (চিৎসর্গাদ্যাঃ) [অবিচ্ছেদ্যরূপেণ] ব্রহ্মণঃ শক্তয়ঃ [নিত্য-প্রকটিতাঃ] ভবন্তি।

১১৪-১১৫। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৫৫-১৫৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৬। আদি, ৭ম পঃ ১১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৮। নিত্যমুক্ত জীব কখনও কৃষ্ণবিস্মৃত হন না, অনাদি-কাল হইতে কৃষ্ণোন্মুখ থাকিয়া হরিসেবারূপ নিত্যবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত। কিন্তু যে-সকল জীব কৃষ্ণসেবাধিকার বিস্মৃত হইয়া অনাদি-কর্ম্মফল-ভোগবাসনাক্রমে মায়ার অনুশীলন করিয়া নিজকে কর্ম্মফল-ভোক্তা বুদ্ধি করে, তাহাদের মায়াকর্ত্তৃক কর্ম্মফল-ভোগ নির্দ্দিষ্ট হয়। রাজার পুরস্কার ও দণ্ডের ন্যায় বদ্ধজীব পুণ্যকর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গে দেবপদারূঢ় হইয়া সুখ ভোগ করে, আবার, পাপফলে নরকাদিতে ক্লেশ লাভ করে।

১১৯। দ্বারকাপুরে বসুদেবের জিজ্ঞাসা-ফলে দেবর্ষি নারদ ভাগবত-ধর্ম্মকীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বিদেহরাজ নিমি ও নবযোগেন্দ্রের সংবাদ বর্ণন করিলেন ; নিমির যজ্ঞে নবযোগেন্দ্র গমন করিলে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৯। কৃষ্ণ হইতে ইতর যে মায়া, তাহাতে অভি-নিবিষ্টতাপ্রযুক্ত জীবের 'ভয়' উপস্থিত হয় এবং সেই ঈশ হইতে বহির্ম্মুখ হওয়ায় মায়াজনিত বিপরীত স্মৃতি ; এতন্নিবন্ধন পণ্ডিত ব্যক্তি গুরুকে 'দেবতা' ও 'আত্ম'-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া অনন্য-ভক্তির সহিত সেই পরমেশ্বরকে ভজন করিবেন।

১২০। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা হইতেই যে জীবের পতন—ইহা সাধু ও শাস্ত্র-কৃপায় জানা যায় এবং তাহা জানিয়া যে জীব পুনরায় কৃষ্ণোন্মুখ হন, তিনি নিস্তার লাভ করেন এবং মায়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করে।

অনুভাষ্য

তিনি তাঁহাদিগকে ভাগবত-ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে প্রার্থনা করায়, তাঁহাদিগের অন্যতম 'কবি'ঋষি প্রথমে ভাগবত ধর্ম্ম-লক্ষণ বলিয়া বদ্ধজীবের দুরবস্থা ও ভগবদ্ভজন-কর্ত্তব্যতা উপদেশ করিতেছেন,—

[যতঃ] ঈশাৎ (ভগবতঃ কৃষ্ণাৎ) অপেতস্য (বিমুখস্য বদ্ধজীবস্য) তন্মায়য়া (তস্য ভগবতঃ কৃষ্ণস্য মায়য়া বহিরঙ্গ-শক্ত্যা) অস্মৃতিঃ (ভগবতঃ স্বরূপস্য অস্ফূর্ত্তিঃ ধারণাভাবঃ ইত্যর্থঃ) [ততঃ] বিপর্য্যয়ঃ (মায়াকৃত-কর্ম্মফল-ভোগপরাভি-মানঃ—স্বরূপাস্মরণাৎ দেহোঽস্মীতি বিবর্ত্তমূল-বুদ্ধিবৈপরীত্য-মিত্যর্থঃ) [ততঃ] দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ (নিজ-ভোগজ-কল্পনাৎ—স্বরূপাৎ অন্যস্মিন্ বস্তুনি দেহাদৌ আবেশতঃ, স চ দেহাহঙ্কারতঃ, স চ স্বরূপাস্মরণাৎ) ভয়ং (দেহদ্রবিণ-সুহৃন্নিমিত্তং সংসৃতিঃ আশঙ্কাঃ যা) স্যাৎ (ভবতি)। অতঃ বুধ (কৃষ্ণোন্মুখো বুদ্ধিমান্ জীবঃ) তম্ (ঈশম্ অধোক্ষজম্ এব) গুরুদেবতাত্মা (গুরুঃ এব দেবতা ঈশ্বরঃ, আত্মা প্রেষ্ঠশ্চ যস্য তথাদৃষ্টিঃ সন্) একয়া

একমাত্র কৃষ্ণের শরণাগত ভক্তই মায়া-জয়ী ঃ—
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭।১৪)—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১২১ ॥

জীবের প্রতি অহৈতুকী-কৃপাময় অধোক্ষজ বিষ্ণুর অবতার-প্রাকট্য ঃ—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান ।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥ ১২২ ॥

কৃষ্ণই ত্রিবিধ প্রকাশে কৃষ্ণজ্ঞানদাতৃরূপে অবতীর্ণ—(১) বেদ বা বেদান্ত-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত, (২) ভাগবত-শ্রেষ্ঠ গুরু, (৩) অন্তর্য্যামী ঃ—

'শাস্ত্র'-'গুরু'-'আত্ম'-রূপে আপনারে জানান ।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান ॥ ১২৩ ॥

(৬) ঈশ্বর-বিশ্বাসিমাত্রেরই বেদকে অপৌরুষেয়-জ্ঞানহেতু গ্রন্থকারের প্রাগুক্ত ত্রিবিধ প্রমাণের মধ্যে সর্ব্বপ্রত্যক্ষীভূত বেদ বা শ্রুতির সাহায্যেই নিজ-বক্তব্য একমাত্র শুদ্ধভক্তির শ্রেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব-সংস্থাপন ; শাস্ত্রে প্রতিপন্ন ত্রিবিধ অন্বেষণীয় তত্ত্ব বা ব্রহ্মবস্তু ঃ—

বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন' ।
'কৃষ্ণ'—প্রাপ্য-সম্বন্ধ, 'ভক্তি'—প্রাপ্যের সাধন ॥১২৪॥

কৃষ্ণই সম্বন্ধ, শুদ্ধভক্তিই অভিধেয়, প্রেমই প্রয়োজন ঃ—

অভিধেয়-নাম—'ভক্তি', 'প্রেম'—প্রয়োজন ।
পুরুষার্থ-শিরোমণি—প্রেম মহাধন ॥ ১২৫ ॥

সাধনভক্তির সাধ্য প্রেমের চেষ্টা ঃ—

কৃষ্ণমাধুর্য্য-সেবা-প্রাপ্ত্যের কারণ ।
কৃষ্ণে সেবা করে, কৃষ্ণরস-আস্বাদন ॥ ১২৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২১। এই ত্রিগুণময়ী মদীয়া মায়া অত্যন্ত-কষ্টে পার হওয়া যায় ; আমাকে যিনি প্রপত্তি করেন, তিনিই কেবল এই মায়া পার হইতে পারেন।

১২৩-১২৫। জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইলেন দেখিয়া অপার-করুণাময় কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ-শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া সেই শাস্ত্ররূপে এবং শাস্ত্রার্থপ্রদর্শক গুরু এবং অন্তর্যামী আত্মা-রূপে জীবকে নিজতত্ত্ব অবগত করান। সর্ব্ববেদশাস্ত্রে সম্বন্ধ-জ্ঞান, অভিধেয়-জ্ঞান ও প্রয়োজন-জ্ঞানের শিক্ষা আছে। জীবের প্রাপ্য কৃষ্ণ যেই তত্ত্ব, তাহা সম্বন্ধজ্ঞানে পাওয়া যায়। সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনের নাম—'ভক্তি' ; তাহাকে 'অভিধেয়' বলে। কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে 'প্রেম' নামে একটী বিচিত্র ব্যাপার আছে, তাহার নাম 'প্রয়োজন'।

অনুভাষ্য

(কেবলয়া অব্যভিচারিণ্যা ঐকান্তিক্যা) ভক্ত্যা (ইতরজ্ঞান-কর্ম্মমার্গানুসরণত্যাগেন) আভজেৎ (সম্যক্ সেবেত)।

১২০। জীব কৃষ্ণবিমুখ থাকিয়া সংসারে সুখভোগে ব্যস্ত হন। বৈষ্ণব-কৃপায় ও শাস্ত্রানুগ্রহে কর্ম্মফলভোগ-বাসনা-নির্ম্মুক্ত হইয়া তিনি কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ হইলে ভোগ করিবার বা মুক্ত হইবার পিপাসা হইতে নিস্তার লাভ করেন। কৃষ্ণসেবাপরা বুদ্ধি হইলে বিষয়ভোগবাসনা-রূপা মায়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইলে তখন জীব আর অহংগ্রহোপাসনায় মত্ত হইয়া মুক্তিকামী জ্ঞানী বা বিষয়-ভোগবাসনাক্রমে ফলভোগ-কামী হইয়া কৃষ্ণেতর বস্তুতে আবদ্ধ হন না, পরন্তু মায়ার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করেন।

১২১। এষা মম (পরমেশ্বরস্য) দৈবী (অলৌকিকী বৈষ্ণবী) গুণময়ী (সত্ত্বরজস্তমোময়ী) মায়া (বহিরঙ্গা শক্তিঃ) দুরত্যয়া (ভুক্তিমুক্তিবাসনাবদ্ধজীবানাং দুরতিক্রমা) হি (এব) ; মাং (স্বরূপশক্তিযুক্তং স্বয়ং ভগবন্তং কৃষ্ণং) যে (জনাঃ) প্রপদ্যন্তে (সর্ব্বাত্মনা আশ্রয়ং কুর্ব্বন্তি), তে (এব) এতাং মায়াং (জীব-বিমোহিনীং প্রকৃতিং) তরন্তি (অতিক্রামন্তি পরাজয়ন্তে)।

১২২। মায়ামুগ্ধ জীব প্রতিক্ষণে প্রতিবিষয়ে স্বরূপবিভ্রান্তি-ক্রমে নিজভোগফল-লাভার্থ নিযুক্ত থাকেন। কখনও তিনি বদ্ধ-বুদ্ধিতে ফলভোগ-কাম হইতে বিমোচন আকাঙ্ক্ষা করেন, কখনও বা তিনি ফলকামী হইয়া অনিত্য ভোগকে বহুমানন করেন ; উভয়স্থলেই, তাঁহার মায়াচ্ছন্ন হইয়া কৃষ্ণস্মরণাভাব লক্ষিত হয়। তজ্জন্য পরমকারুণিক কৃষ্ণ তাদৃশ ভ্রান্তবুদ্ধি কুবিচারপর ও ভোগপর ব্যক্তিকে অমঙ্গল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বেদ-পুরাণাদি প্রকাশ করিয়াছেন।

১২৩। শাস্ত্র, গুরু ও চৈত্ত্যগুরু—এই তিনরূপে ভগবান্ উদিত হইয়া বদ্ধজীবের হৃদয়ে 'জীবের প্রভু' বা 'জীবের উদ্ধার-কর্ত্তা' প্রভৃতি ভাবসমূহ প্রকাশ করাইয়া দেন।

১২৫। বেদশাস্ত্রে 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন'—এই ত্রিবিধ বিষয় আখ্যাত হয়। শুদ্ধজীবের প্রাপ্য কৃষ্ণই 'সম্বন্ধ' ; প্রাপ্য কৃষ্ণসেবার সাধনই 'অভিধেয়' ; এবং ধর্ম্মার্থকাম-ভোগ ও ভোগরহিত 'মোক্ষ'—এই চারিটী পুরুষার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মহাধনরূপ প্রাপ্য কৃষ্ণপ্রেমই 'প্রয়োজন'।

চতুর্ব্বিধ অভিধেয়-মধ্যে সকল-শাস্ত্রে একমাত্র শুদ্ধভক্তিরই নিরাপদত্ব ও অনায়াসত্ব বর্ণন ; উপমা—সর্ব্বজ্ঞ বা সিদ্ধ মহাজনের উপদেশ ঃ—

ইহাতে দৃষ্টান্ত—যৈছে দরিদ্রের ঘরে ।
'সর্ব্বজ্ঞ' আসি' দুঃখ দেখি' পুছয়ে তাহারে ॥ ১২৭ ॥

জীবের নিত্যসিদ্ধভাব কৃষ্ণপ্রেমা ঃ—

'তুমি কেনে এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন ।
তোমারে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন ॥' ১২৮ ॥

সাধ্য-প্রেমার সাধনভূত ভক্তির অবশ্য-কর্ত্তব্যতা ; শাস্ত্রে তাহাই বিধান ঃ—

সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে ।
ঐছে বেদ-পুরাণ জীবে 'কৃষ্ণ' উপদেশে ॥ ১২৯ ॥

জীবের নিত্যসম্বন্ধ কৃষ্ণই সর্ব্বশাস্ত্রের উদ্দিষ্ট ঃ—

সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে, 'শ্রীকৃষ্ণ'—সম্বন্ধ ॥ ১৩০ ॥

নিত্যসিদ্ধভাবের প্রাকট্যই বদ্ধজীবের সাধন ঃ—

'বাপের ধন আছে'—জানে, ধন নাহি পায় ।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায় ॥ ১৩১ ॥

অভক্তিমার্গ—(১) ভুক্তিলাভার্থ কর্ম্মমার্গে বিপদাশঙ্কা ঃ—

'এই স্থানে আছে ধন'—বলি' দক্ষিণে খুদিবে ।
'ভীমরুল-বরুলী' উঠিবে, ধন না পাইবে ॥ ১৩২ ॥

(২) বিভূতি-সিদ্ধিলাভার্থ যোগমার্গে বিপদাশঙ্কা ঃ—

'পশ্চিমে' খুদিবে, তাহা 'যক্ষ' এক হয় ।
সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য় ॥ ১৩৩ ॥

(৩) সাযুজ্যলাভার্থ জ্ঞান-মার্গে বিপদাশঙ্কা ঃ—

'উত্তরে' খুদিলে আছে কৃষ্ণ-'অজগরে' ।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে ॥ ১৩৪ ॥

পূর্ব্ব বা পুরাণ বা নিত্য শাশ্বত ধন কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র আপৎশূন্য ঃ—

পূর্ব্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে ।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে ॥ ১৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৭। জীবের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাক্রমে নিজের স্বরূপস্মৃতি লুপ্ত হইলে কৃষ্ণ বেদ-পুরাণাদি করিয়া আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন। দরিদ্র ও সর্ব্বজ্ঞের কথা—তাহারই উপমা।

১৩৫। বেদ ও পুরাণশাস্ত্র অনেকপ্রকার উপায়ের কথা স্থানে স্থানে লিখিয়াছেন ; তাহাতে কোন দিকে ভীমরুল-বরুলী অর্থাৎ বোলতারূপ কর্ম্মকাণ্ড, কোন দিকে জ্ঞানকাণ্ডরূপ যক্ষ, কোন দিকে কৃষ্ণবর্ণ অজগর-রূপ যোগগত কৈবল্য, আবার, কোন দিকে রক্ষিত ধনের পাত্র অল্প-পরিশ্রমে হাতে আইসে। অতএব বেদশাস্ত্র কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিপথেই যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়, ইহা বলিয়াছেন।

অনুভাষ্য

১২৭। 'সর্ব্বজ্ঞ'—ভাঃ ৫।৫।১০-১৩ মাধ্ব-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১৩২-১৩৫। উপমেয় যথা,—পূর্ব্বদিকে—কৃষ্ণভক্তি, দক্ষিণদিকে—কর্ম্মকাণ্ড, পশ্চিমদিকে—সিদ্ধিকাণ্ড (মতান্তরে, জ্ঞানকাণ্ড), উত্তরদিকে—জ্ঞানকাণ্ড (মতান্তরে যোগকাণ্ড)।

ইহার উপমান,—যথা, পূর্ব্বদিকে—পিতৃধন, দক্ষিণদিকে—ভীমরুলবরুলী, পশ্চিমদিকে—যক্ষ, উত্তরদিকে—কৃষ্ণসর্প।

দক্ষিণা-মার্গীয় সাধনই ফলভোগপর কর্ম্মকাণ্ড ; যম-দণ্ড্যগণ 'দক্ষিণা' গ্রহণ করিয়া ফল আরোপ করেন। এই কর্ম্মমার্গে জীব ভোগবাসনারূপ ভীমরুল-বরুলীকর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া ক্লেশ লাভ করেন, ইহাতে তাহার ভোগের আশা পূর্ণ হয় না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় মাত্র।

উত্তরা-মার্গীয় সাধনই সিদ্ধিবাঞ্ছা-পর যোগমার্গ ; তাহাতে কৈবল্যরূপ কৃষ্ণবর্ণ অজগর-সর্প শুদ্ধজীব-সত্তাকে গ্রাস করে। কাহারও মতে, উত্তরা-মার্গীয় সাধনই নিষ্কাম-জ্ঞানমার্গ, তথায় শুদ্ধজীব-সত্তা—ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ কৃষ্ণসর্পের কবলগ্রস্ত।

অমৃতানুকণা—১২৭-১২৮। "ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তেষাং সত্যানাং সতামনৃতমপিধানং ** অথ যে চাস্যেহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্চান্যদিচ্ছন্ন লভতে সর্ব্বং তদত্র গত্বা বিন্দতেঽত্র হ্যস্যৈতে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তদ্‌যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ।" (ছান্দোগ্য উপঃ ৮ম প্রপাঠক)। অর্থাৎ এই জগতে এইসকল সত্যকামনা আত্মাতে বিদ্যমান থাকিলেও অবিদ্যারূপ অসত্যের আবরণে আবৃত। কিন্তু আত্মদর্শী ব্যক্তি সত্যকাম হওয়ায় ইহলোকস্থ, পরলোকস্থ বা অন্য যাহা কিছু দুর্ল্লভ, তাহা সকলই হৃদয়াকাশে গমনদ্বারা লাভ করেন। যেমন, ভূগর্ভ-নিহিত স্বর্ণ প্রভৃতি গুপ্তধন-সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তি সেই ভূমির উপর বারম্বার বিচরণ করিয়াও তাহা লাভ করিতে পারে না, তেমনই প্রাণীসকল অজ্ঞানতাবশতঃ হৃদয়ে অবস্থিত ব্রহ্মবস্তুকে লাভ করিতে পারে না।

সর্ব্বজ্ঞ—"পরচিত্তস্থিতং দেশকালাদ্যন্তরিতং তথা। যো জানাতি সমস্তার্থং স সর্ব্বজ্ঞো নিগদ্যতে।।" (ভঃ রঃ সিঃ২।১।১৮২)—পরচিত্তে অবস্থিত এবং দেশ-কালাদির ব্যবধানযুক্ত সমস্ত বিষয় যিনি জানেন, তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলে।

শুদ্ধভক্তিবলে কৃষ্ণপ্রেমা-লাভই সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য ঃ—

ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি' ।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥ ১৩৬ ॥

ভগবান্ ভক্ত্যেকলভ্য ; ভক্তিবলেই মুচিও শুচি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।২০-২১)—

ন সাধয়তি মাং যোগো না সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ ১৩৭ ॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্ ।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ ১৩৮ ॥

সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধন-'ভক্তিরই' অভিধেয়ত্ব গীত ঃ—

অতএব 'ভক্তি'—কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় ।
'অভিধেয়' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥ ১৩৯ ॥

দৃষ্টান্ত ঃ—

ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ-ফল পায় ।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায় ॥ ১৪০ ॥

সম্বন্ধযুক্ত সেবা-ফলে কৃষ্ণপ্রীতি-বৃদ্ধি, তৎসঙ্গে-সঙ্গে মুক্তি বা অনর্থ-নিবৃত্তি ঃ—

তৈছে ভক্তি-ফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয় ।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায় ॥ ১৪১ ॥

কৃষ্ণপ্রীতিমূলা সেবার মুখ্যফল—কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-লাভ, গৌণফল—বৈমুখ্য-নিবৃত্তি ও মুক্তি ঃ—

দারিদ্র্য-নাশ, ভয়ক্ষয়,—প্রেমের 'ফল' নয় ।
প্রেমসুখ-ভোগ—মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥ ১৪২ ॥

বেদে কৃষ্ণ—সম্বন্ধ, ভক্তি—অভিধেয়, প্রেম—প্রয়োজন ঃ—

বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন ।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম,—তিন মহাধন ॥ ১৪৩ ॥

সম্বন্ধজ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে ভববন্ধন-মোচন ঃ—

বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ—মুখ্যসম্বন্ধ ।
তাঁর জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ ॥ ১৪৪ ॥

সমগ্র পুরাণে ও আগমে বিষ্ণুরই পরমেশ্বরত্ব বর্ণিত ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।৪।১৪২)—ধৃত পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণ-সংবাদে—

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি ।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥ ১৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৮। সাধুদিগের প্রিয় আমি, অনন্যশ্রদ্ধাজনিত ভক্তি-দ্বারাই প্রাপ্য হই। ভক্তিই মন্নিষ্ঠ-চণ্ডালকেও জন্মদোষ হইতে পরিত্রাণ করে।

অনুভাষ্য

যক্ষ ধন আগ্‌লাইয়া থাকে অর্থাৎ ধনের রক্ষাকর্ত্তা, ধন-প্রদাতা নহে। যক্ষের নিকট প্রার্থিগণের বিনাশ ব্যতীত ধনলাভ—দুরাশামাত্র, অর্থাৎ ধনলোভে প্রলোভিত করিয়া যক্ষ পরিশেষে গ্রহণাভিলাষীরই বিনাশকারী ; বস্তুতঃ জ্ঞানমার্গে বা যোগমার্গে সাযুজ্য বা কৈবল্য, উভয়েই জীবসত্তায় সংহারকর্ত্তা।

কৃষ্ণভক্তিই বদ্ধজীবের পূর্ব্ব অর্থাৎ সিদ্ধধন ; তাহা লাভ করিয়া শুদ্ধজীব—নিত্যকাল ধনী। ভক্তিধন-হীন ব্যক্তি জড়ীয় নশ্বর অভাবগ্রস্ত হইয়া কখনও কর্ম্মরূপ ভীমরুলের দংশনে ছট্‌ফট্ করেন, ধন পান না ; আবার কখনও কৃষ্ণের দিকে পশ্চাৎ করিয়া অহংগ্রহোপাসনায় বা কৈবল্যসাধনে ব্যস্ত হইয়া যোগ-যক্ষকর্ত্তৃক প্রেমধন হইতে বঞ্চিত হন ; আবার উত্তরে অর্থাৎ শুদ্ধজীবসত্তা-রাহিত্যে সাযুজ্য বা কৈবল্য-সর্পের গ্রাসে পতিত হইলেও ধন লাভ করেন না।

১৩৭। আদি, ১৭শ পঃ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৮। উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪২। কৃষ্ণসেবাস্বাদের মুখ্যফলই প্রেম-সুখ, কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাই জীবের দরিদ্রতা। এই দরিদ্রতা-নাশ এবং সংসার-ক্ষয় কৃষ্ণ-সেবাস্বাদের সঙ্গে সঙ্গে অবান্তর-ফলরূপে উদিত হয়, বস্তুতঃ মুখ্যফল নয়।

১৪৫। সেই সেই পুরাণ ও আগম-গ্রন্থসকল তত্তদুদ্দিষ্ট দেবতাগণকে চরাচরের মোহ উৎপাদনের জন্য 'প্রধান' বলিয়া কল্পাবধি জল্পনা করিতে থাকুন। সেই সমস্ত আগমাদি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে সিদ্ধান্তস্থলে বিষ্ণুই একমাত্র ভগবান্ বলিয়া নিশ্চিত হয়।

অনুভাষ্য

সতাং (নিত্যসেবকানাং সজ্জনানাং) প্রিয়ঃ (সেব্যঃ) আত্মা (প্রেষ্ঠঃ) অহম্ (স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণঃ) একয়া (অব্যভিচারিণ্যা, অহৈতুক্যা) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকয়া) ভক্ত্যা গ্রাহ্যঃ (সাধ্যঃ, প্রাপ্যঃ, লভ্যঃ ইত্যর্থঃ) ; মন্নিষ্ঠা (কৃষ্ণৈকসেবনধর্ম্ম-তৎপরা) ভক্তিঃ শ্বপাকান্ (নীচকুলোদ্ভবান্ জনান্) অপি সম্ভবাৎ (প্রাক্তন-দুষ্কৃতি-জনিত-শৌক্র-জাতি-দোষাৎ) পুনাতি।

১৪৫। চরাচরস্য (স্থিরজঙ্গমস্য) জগতঃ ব্যামোহায় (অজ্ঞানতমোবর্দ্ধনায়) তে তে পুরাণাগমাঃ (স্মৃতিতন্ত্রাদয়ঃ) কল্পাবধি (কল্পকালপর্য্যন্তং) তাং তাং দেবতাম্ এব পরমিকাং

অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে সমগ্র-বেদে কৃষ্ণই
বেদ্য ও প্রতিপাদ্য ঃ—

মুখ্য-গৌণ-বৃত্তি, কিংবা অন্বয়-ব্যতিরেকে ।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥ ১৪৬ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ; শ্রীমুখের বাণী ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২১।৪২-৪৩)—

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥ ১৪৭ ॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্ ।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্ ।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥ ১৪৮ ॥

অনন্তস্বরূপ কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি-বৈভব ঃ—

কৃষ্ণের স্বরূপ—অনন্ত, বৈভব—অপার ।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর ॥ ১৪৯ ॥

চিৎ ও অচিজ্জগৎ—তচ্ছক্তিপরিণত এবং কৃষ্ণাশ্রিত ঃ—

বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডগণ—শক্তি-কার্য্য হয় ।
স্বরূপশক্তি শক্তি-কার্য্যের—কৃষ্ণ সমাশ্রয় ॥ ১৫০ ॥

ভাবার্থদীপিকায় (ভাঃ ১০।১।১)—

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহম্ ।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥ ১৫১ ॥

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার ; তিনি—অদ্বয়জ্ঞান,
বিভু-সচ্চিদানন্দ, সর্ব্বাবতারী, কিশোর
ও ব্রজেন্দ্রনন্দন ঃ—

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন, সনাতন ।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব, ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৫২ ॥
সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী, কিশোর-শেখর ।
চিদানন্দ-দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর ॥ ১৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৭-১৪৮। বেদবচনসকল কাঁহাকে বিধান করে এবং কাঁহাকেই বা প্রতিপন্ন করে, কাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বিকল্পনা করে—বেদের এইরূপ তাৎপর্য্য আমি ব্যতীত আর কেহ জানে না। আমি বলিতেছি,—আমাকেই বেদ-বচনসকল সাক্ষাৎ বিধান ও অভিধান করে এবং আমাকেই বিকল্পনাদ্বারা উক্তি করে। আমিই সর্ব্ববেদার্থের একমাত্র তাৎপর্য্য। বেদ মায়ামাত্রকে বিচার করিয়া তাহাকে পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষেধ করত প্রসন্ন (বিচারাদি হইতে শান্ত) হয়।

অনুভাষ্য

(শ্রেষ্ঠাং) জল্পন্তু (কথয়ন্তু ইত্যুপহাসে) ; পুনঃ (কিন্তু) সমস্তাগমব্যাপারেষু (সমস্তানাং সকলানাম্ আগমানাং শাস্ত্রাণাং ব্যাপারেষু প্রয়োজনেষু) বিবেচনব্যতিকরং (বিবেচনস্য ব্যাপারস্য দূষণত্বেন তদেব স্কন্দপুরাণাদি-বিচারস্য ব্যতিকরঃ আসঙ্গঃ তং) নীতেষু (প্রাপিতেষু সৎসু) সিদ্ধান্তে (বিষয়ে) বিষ্ণুঃ এব একঃ ভগবান্ (সর্ব্বেশ্বরঃ ইতি) নিশ্চীয়তে (নির্দ্ধার্য্যতে, সংস্থাপ্যতে ইত্যর্থঃ)।

১৪৬। রূঢ়ি ও লক্ষণা-বৃত্তি অথবা অন্বয় ও ব্যতিরেক-দর্শনেও কৃষ্ণই বেদের প্রতিপাদ্য-বিষয়রূপে নির্দ্দিষ্ট।

১৪৭-১৪৮। বেদের বিধি ও নিষেধ-সম্বন্ধে উদ্ধবের জিজ্ঞাসার ফলে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি ও পরে বিবিধ বৈদিক ছন্দ বর্ণন করিয়া স্বয়ংই যে গূঢ়রহস্যময় দুর্ব্বিজ্ঞেয় সমগ্র ত্রিকাণ্ডাত্মক বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য ও বেদ্য বস্তু, তাহা বলিতেছেন,—

[বৃহত্যাঃ বৈখর্য্যাঃ শ্রুতেঃ সাকল্যেন স্বরূপতো দুর্জ্ঞেয়ত্বমুক্ত্বা অর্থতোঽপি দুর্জ্ঞেয়ত্বমাহ—] কিং বিধত্তে (কর্ম্ম-দেব-জ্ঞান-ত্রিকাণ্ডাত্মক-বেদশাস্ত্রমধ্যে কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যৈঃ কিং বিদধাতি), কিম্ আচষ্টে (দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যৈঃ কিং প্রকাশয়তি কথয়তীত্যর্থঃ), কিম্ অনূদ্য (জ্ঞানকাণ্ডে কিম্ আশ্রিত্য) বিকল্পয়েৎ ইতি (এবম্) অস্যাঃ (শ্রুতেঃ) হৃদয়ং (তাৎপর্য্যং) লোকে (ইহ জগতি) মৎ (মত্তঃ) অন্যঃ কশ্চন ন বেদ (জানাতি)। [ননু তর্হি ত্বং মৎকৃপয়া কথয়েতি কথয়তি—] মাং (যজ্ঞরূপং) [বিধিনা] বিধত্তে, [অভিধা-বৃত্ত্যা] মামেব (তত্তদ্দেবতারূপং) অভিধত্তে, অহম্ (এব) বিকল্প্য (সন্দেহং কৃত্বা) অপোহ্যতে (নিরাক্রিয়তে, তদপ্যহমেব, ন মত্তঃ পৃথগস্তি)। [সর্ব্ববেদার্থং সংক্ষেপতঃ কথয়তি—] এতাবান্ এব সর্ব্ববেদার্থঃ (সর্ব্বেষাং বেদানাং তাৎপর্য্যম্)—শব্দঃ (বেদঃ) ভিদাম্ (অবতারাদিরূপাম্) অনূদ্য (উক্ত্বা) মায়ামাত্রং (জগৎ) প্রতিষিদ্ধ্য (নিষিদ্ধ্য) অন্তে (শেষে) মাং (পরমার্থরূপম্) আস্থায় (আশ্রিত্য) প্রসীদতি (নিবৃত্তব্যাপারো ভবতি ; মাং শ্রীকৃষ্ণরূপমেবাবলম্ব্য কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ)।

১৫১। আদি, ২য় পঃ ৯৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫২। হে সনাতন, কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার এই যে, কৃষ্ণ—ব্রজধামে—ব্রজপতি নন্দের কুমার। তিনি অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা,—এই চারিপ্রকার তত্ত্বে মায়াজনিত পরস্পর ভেদ বা বিরোধ দৃষ্ট হয় না অর্থাৎ কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার মধ্যে মায়িক ভেদ-বিধি কার্য্য করিতে পারে না।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫০। স্বরূপশক্তি এবং সমস্ত শক্তির কার্য্যরূপ জগৎ,—কৃষ্ণই ইঁহাদিগের একমাত্র সমাশ্রয়।

অনুভাষ্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ১৫৪ ॥

কৃষ্ণই গোবিন্দ এবং গোলোকধামে বিরাজমান ঃ—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, 'গোবিন্দ'—পর-নাম ।

সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক—নিত্যধাম ॥ ১৫৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।

ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ১৫৬ ॥

ত্রিবিধ অভিধেয়ে সম্বন্ধ-তত্ত্ব অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণের ত্রিবিধ প্রতীতি ঃ—

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি,—তিন সাধনের বশে ।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে ॥ ১৫৭ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ১৫৮ ॥

(১) নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম—কৃষ্ণাঙ্গপ্রভা ঃ—

ব্রহ্ম—অঙ্গকান্তি তাঁর, নির্ব্বিশেষ-প্রকাশে ।

সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে ॥ ১৫৯ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪০)—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-

কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।

তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৬০ ॥

(২) পরমাত্মা—কৃষ্ণাংশবৈভব ঃ—

পরমাত্মা যেঁহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ ।

আত্মার 'আত্মা' হন কৃষ্ণ—সর্ব্ব-অবতংস ॥ ১৬১ ॥

কৃষ্ণই পরমাত্মা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৫৫)—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্ ।

জগদ্ধিতায় যোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥ ১৬২ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০।৪২)—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন ।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ১৬৩ ॥

(৩) ভক্তিযোগেই কৃষ্ণের পূর্ণ ভগবৎপ্রতীতি ঃ—

'ভক্ত্যে' ও ভগবানের অনুভব—পূর্ণরূপ ।

একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ ॥ ১৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৫। 'পর'-নাম—শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মুখ্য নাম ; 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দ' ইত্যাদি—ভগবানের মুখ্য নাম।

১৫৭। যাঁহারা নির্ব্বিশেষজ্ঞানদ্বারা সেই অদ্বয়তত্ত্বকে অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের নিকট নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই প্রতীত হন। যাঁহারা অষ্টাঙ্গযোগমার্গে সেই পরমবস্তুর অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের নিকট হৃদ্দেশস্থিত হইয়া জগদ্গত পরমাত্মা উদিত হন। যাঁহারা শুদ্ধভক্তিদ্বারা পরমতত্ত্বের সাধন করেন, তাঁহারা ভগবানকে দর্শন করেন।

অনুভাষ্য

১৫৩। কৃষ্ণ—সকল বিষ্ণুতত্ত্বের এবং বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি তত্ত্ব ; তাঁহা হইতেই সকল অংশ প্রকটিত হইয়াছে ; তিনি—পূর্ণ কিশোরবয়ঃ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, সকলের প্রভু এবং সকল বস্তুর আশ্রয়।

১৫৪। আদি, ২য় পঃ ১০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫৫। কৃষ্ণের আবাসস্থল—সকল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, অবিনাশী ও নিত্যকালস্থিত গোলোক-ধাম।

১৫৬। আদি, ২য় পঃ ৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫৮। আদি, ২য় পঃ ১১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬০। আদি, ২য় পঃ ১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬১। মায়িক অনুভূতিক্রমে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে মায়িক জগতের অংশসমূহের অংশী বলিয়া সর্ব্বব্যাপক 'পরমাত্মা' সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কিন্তু কৃষ্ণ—সকল চিদচিৎপ্রকাশের ও যাবতীয় পরমাত্মার 'পরমাত্মা' বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

১৬২। পরীক্ষিৎ কৃষ্ণকে ব্রজবাসিগণের পুত্র ও প্রাণাদি সর্ব্ববস্তু অপেক্ষা প্রিয়তম বলিয়া জ্ঞান করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীশুকদেব—আত্মাই যে সমগ্র দেহীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ও আদরভাজন এবং শ্রীকৃষ্ণই যে সকল আত্মার আত্মা, সুতরাং স্বভাবতঃ সকলেরই আকর্ষক ও নিত্যানন্দ-প্রদাতা, তাহা বলিতেছেন,—

ত্বম্ এনং কৃষ্ণং অখিলাত্মনাং (সকলদেহিনাম্) আত্মানং (প্রাণস্বরূপং) অবেহি (জানীহি) ; যঃ (কৃষ্ণঃ) অপি অত্র (জগতি) জগদ্ধিতায় (পৃথিব্যাঃ মঙ্গলায়) মায়য়া (স্বরূপশক্ত্যা) দেহী (নরঃ জীবঃ) ইব আভাতি (প্রকাশয়তি)।

১৬৩। আদি, ২য় পঃ ২০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬২। অখিলাত্মার আত্মস্বরূপ বলিয়া এই শ্রীকৃষ্ণকে জান; জগতের হিত-কামনায় তিনি এখানে স্বরূপশক্তির আশ্রয়ে মনুষ্যের ন্যায় প্রকট হইয়াছেন।

১৬৪-১৬৬। ভক্তিতে তাঁহার উপাসনা করিলে ভগবানের পূর্ণ রূপ অনুভূত হয়, সেই এক নিত্যবিগ্রহে অনন্তস্বরূপ

একই কৃষ্ণের ত্রিবিধ রূপ—(ক) স্বয়ংরূপ, (খ) তদেকাত্মরূপ ও (গ) আবেশরূপ ঃ—

স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ—নাম ।
প্রথমেই তিনরূপে রহেন ভগবান্ ॥ ১৬৫ ॥

(ক) 'স্বয়ংরূপ'—দ্বিবিধ ; (১) 'স্বয়ংরূপ' ব্রজেন্দ্রনন্দন ও (২) 'স্বয়ংপ্রকাশ' ঃ—

'স্বয়ংরূপ' 'স্বয়ংপ্রকাশ'—দুইরূপে স্ফূর্ত্তি ।
স্বয়ংরূপে—এক 'কৃষ্ণ' ব্রজে গোপমূর্ত্তি ॥ ১৬৬ ॥

কৃষ্ণস্বরূপের ষড়্বিধ বিলাসের মধ্যে (২) স্বয়ংপ্রকাশ দ্বিবিধ, (ক) প্রাভব ও (খ) বৈভব ; তন্মধ্যে (ক) প্রাভবপ্রকাশ-রূপে বহুরূপে লীলা বা বিলাস—যথা রাসে, যথা মহিষী-বিবাহে ঃ—

'প্রাভব'-'বৈভব'রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে ।
এক-বপু বহু রূপ যৈছে হৈল রাসে ॥ ১৬৭ ॥
মহিষী-বিবাহে হৈল বহুবিধ মূর্ত্তি ।
'প্রাভব-বিলাস'—এই শাস্ত্র-পরসিদ্ধি ॥ ১৬৮ ॥

তাঁহারা আত্মারামেরও মনোহারী, কখনই প্রাকৃত নহেন ঃ—

সৌভর্য্যাদি-প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয় ।
কায়ব্যূহ হৈলে নারদের বিস্ময় না হয় ॥ ১৬৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬৯।২)—

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্ ।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ১৭০ ॥

(খ) বৈভব-প্রকাশের সংজ্ঞা ঃ—

সেই বপু, সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে ।
ভাবাবেশ-ভেদে নাম 'বৈভবপ্রকাশে' ॥ ১৭১ ॥

একই অংশী কৃষ্ণের অসংখ্য প্রাভব ও বৈভব-প্রকাশে অচিন্ত্যশক্তি-হেতু পরস্পরে নাম-রূপাদি-বৈচিত্র্য ঃ—

অনন্ত-প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ ।
আকার-বর্ণ-অস্ত্রভেদে নাম-বিভেদ ॥ ১৭২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪০।৭)—

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে ।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ ॥ ১৭৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

প্রতিভাত হয়। প্রথমেই 'স্বয়ংরূপ', 'তদেকাত্মরূপ', ও 'আবেশ-রূপ'—এই তিনরূপে ভগবান্ পরিদৃষ্ট হন। স্বয়ংরূপে 'স্বয়ং ও প্রকাশ'—এই দ্বিবিধরূপে তাঁহার স্ফূর্ত্তি। তন্মধ্যে স্বয়ংরূপে ব্রজে গোপমূর্ত্তিরূপে শ্রীকৃষ্ণ উদিত। ভাগবতামৃতের মতে,—কৃষ্ণের গোপমূর্ত্তিই স্বয়ংরূপ ; কেননা, তাহা তাঁহার অন্য কোনও রূপকে অপেক্ষা করে না। তাঁহার যেই রূপ স্বয়ংরূপ হইতে অভেদ, অথচ আকৃতি ও বৈভবাদিতে ভিন্ন, তাহাকেই 'তদেকাত্মরূপ' বলে। যে-সকল জীবে ভগবচ্ছক্তি প্রবেশপূর্ব্বক মহৎকার্য্য করেন, তাঁহারাই ভগবানের 'আবেশ'-রূপ।

অনুভাষ্য

১৬৫। স্বয়ংরূপ—(শ্রীরূপপ্রভু-কৃত লঘু-ভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ১২ শ্লোক)—"অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে" কৃষ্ণের যেই রূপ অন্যরূপকে অপেক্ষা করে না অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণরূপ, তাহাকেই 'স্বয়ংরূপ' বলা যায়।

তদেকাত্মরূপ—(লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ১৪ শ্লোক)—"যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে। আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ।।" যাঁহার রূপ স্বয়ংরূপের সহিত একরূপে প্রকাশ পায়, কিন্তু আকৃতি ও বৈভবাদিতে (অঙ্গ-সন্নিবেশ ও চরিত্রাদিতে) ভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাঁহাকে 'তদোকাত্মরূপ' বলে ; উহা—স্বাংশ ও বিলাসভেদে দ্বিবিধ।

আবেশরূপ—(লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ১৮ শ্লোক)—'জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ। ত আবেশা নিগদ্যন্তে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৯। সৌভর্য্যাদি ঋষিগণ যোগবলে কায়ব্যূহ হইয়া নিজ-নিজ কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের বহুমূর্ত্তি-প্রকাশ সেরূপ নয় ; কেননা, যোগমার্গের কায়ব্যূহ দেখিলে নারদের বিস্ময় জন্মে না।

১৭৩। (সাত্বত ও শৈব তন্ত্রাদিতে) অভিহিত বিধিদ্বারা যাঁহারা সংস্কৃতাত্মা, তাঁহারা বহুমূর্ত্তিতে একমূর্ত্তিস্বরূপ আপনাকেই যজন করেন।

অনুভাষ্য

জীবা এব মহত্তমাঃ।।"যে-সকল জীবে জনার্দ্দন জ্ঞান-শক্ত্যাদি-কলাদ্বারা আবিষ্ট হন, সেইসকল মহত্তম জীবকে 'আবেশ' বলা যায়।

১৭০। আদি, ১ম পঃ ৭৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৭৩। ভগবান্ রাম ও কৃষ্ণকে রথে আরোহণপূর্ব্বক গোকুল হইতে মথুরায় লইয়া যাইবার পথে মহাত্মা অক্রূর যমুনা-জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় বিষ্ণুলোকে শেষ, নারদ ও চতুঃসনাদিসহ পরমৈশ্বর্য্যময় ভগবানকে দর্শন করিয়া স্তব করিতে করিতে সাংখ্য-যোগত্রয়ীমার্গের বিষয় বলিয়া বৈষ্ণব ও শৈব-পাশুপতাদি দীক্ষায় দীক্ষিত জনগণের উপাসনা-মার্গ-সম্বন্ধে বর্ণন করিতেছেন,—

অন্যে (জনাঃ) চ তে (ত্বয়া) অভিহিতেন (কথিতেন) বিধিনা (পাঞ্চরাত্রিকবিধানাদিনা) সংস্কৃতাত্মানঃ (বৈষ্ণব-শৈব-দীক্ষয়া দীক্ষিতাঃ সংস্কৃতাঃ আত্মানঃ যেষাং তে) ত্বন্ময়াঃ (ত্বন্ময়ত্বেন

(খ) বৈভব প্রকাশ (১) বলরাম ঃ—

বৈভবপ্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্র-ভেদ, সব—কৃষ্ণের সমান ॥ ১৭৪ ॥

(২) কৃষ্ণরূপী দ্বিভুজ বাসুদেব বা দেবকীনন্দন, (৩) কৃষ্ণরূপী চতুর্ভুজ বাসুদেব বা দেবকীনন্দন ঃ—

বৈভবপ্রকাশ যৈছে দেবকী-তনুজ।
দ্বিভুজ-স্বরূপ কভু, কভু হন চতুর্ভুজ ॥ ১৭৫ ॥

উক্ত চতুর্ভুজ—উক্ত দ্বিভুজেরই প্রকাশ-বিগ্রহ ঃ—

যে-কালে দ্বিভুজ, নাম—বৈভবপ্রকাশ।
চতুর্ভুজ হৈলে, নাম—প্রাভববিলাস ॥ ১৭৬ ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দনে গোপাভিমান ও বাসুদেবে ক্ষত্রিয়াভিমান ঃ—

স্বয়ংরূপের গোপবেশ, গোপ-অভিমান।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয়-বেশ, 'আমি—ক্ষত্রিয়'-জ্ঞান ॥১৭৭॥

বাসুদেব অপেক্ষা নন্দনন্দনে চারিটী অধিক চমৎকারিতা ঃ—

সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ্য-বিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস ॥ ১৭৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৪। স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ, বৈভব, প্রাভব ইত্যাদি বুঝিবার জন্য পরস্পরের সম্বন্ধ সংক্ষেপে নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের আদি তিনরূপ—

(১) স্বয়ংরূপ,—ব্রজে গোপমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ, (২) তদেকাত্মরূপ,—(ক) স্বাংশক,—(১) কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী, (২) মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ ইত্যাদি। (খ) বিলাস—(১) প্রাভব,—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ; (২) বৈভব,—চব্বিশ মূর্ত্তি ; (ক) আবরণ—চতুর্ব্যূহগত বাসুদেবাদি চারিমূর্ত্তি ; (খ) প্রত্যেক তিন তিনটী মূর্ত্তি করিয়া বার মূর্ত্তি—বারমাসের ও তিলকের আদর্শ দেবতা ; (গ) ঐ চারিজনের পুরুষোত্তম ও অচ্যুতাদি আটজন বিলাসমূর্ত্তি, এই চব্বিশ মূর্ত্তিরই অস্ত্রধারণ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম।

অনুভাষ্য

আত্মানম্ অপ্রাকৃতসেবনধর্ম্মপরং ভাবয়ন্তঃ ত্বদেকপ্রধানা ইতি বা) বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকং (বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ-ভেদেন তথা যুগ-মন্বন্তর-লীলাবতারভেদেন চ বহুমূর্ত্তিং মহানারায়ণ-রূপেণ মূর্ত্তিকং চ ত্বাং) বৈ (এব) যজন্তি (অর্চ্চয়ন্তি)।

১৭৮। বসুদেব-নন্দনের সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও বৈদগ্ধ্য-বিলাস অপেক্ষা নন্দনন্দনের এই বিলাসচতুষ্টয় অধিক উল্লাস-বিশিষ্ট।

নন্দনন্দন-মাধুর্য্যে বাসুদেবও মুগ্ধ ও আকৃষ্ট ঃ—

গোবিন্দের মাধুরী দেখি' বাসুদেবের ক্ষোভ।
সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজয় লোভ ॥ ১৭৯ ॥

দৃষ্টান্তস্থল—মথুরায় ও দ্বারকায় ঃ—

মথুরায় যৈছে গন্ধর্ব্বনৃত্য-দরশনে।
পুনঃ দ্বারকাতে যৈছে চিত্র-বিলোকনে ॥ ১৮০ ॥

ললিতমাধবে (৪।১৯)—

উদ্গীর্ণাদ্ভুত-মাধুরী-পরিমলস্যাভীরলীলস্য মে
দ্বৈতং হন্ত সমক্ষয়ন্ মুহুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ।
চেতঃ কেলি-কুতূহলোত্তরলিতং সত্যং সখে মামকং
যস্য প্রেক্ষ্য স্বরূপতাং ব্রজবধূসারূপ্যমন্বিচ্ছতি ॥ ১৮১ ॥

ললিতমাধবে (৮।৩৪)—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতু মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ১৮২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮১। হে সখে, এই চারণ আমার দ্বিতীয় স্বরূপের ন্যায় অদ্ভুত-মাধুরীপরিমলযুক্ত গোপলীলাত্মিকা আমার লীলা চিত্রিত করিতেছে। আমার চিত্ত কেলিকুতূহলের দ্বারা তরলিত হইয়া মদীয় চরিত্র দর্শন করত ব্রজবধূদিগের সারূপ্য ইচ্ছা করিতেছে।

অনুভাষ্য

১৭৯। নন্দনন্দনের লোভনীয় মাধুর্য্য দেখিয়া বাসুদেব ক্ষুব্ধ হন ; সেই মাধুরী-আস্বাদনে লুব্ধ হইবার প্রসঙ্গ মথুরায় গন্ধর্ব্ব-নৃত্যদর্শনে ও দ্বারকায় কৃষ্ণচিত্রাঙ্কন-অবলোকনে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

১৮১। হে সখে, অসৌ চারণঃ (নটঃ) উদ্গীর্ণাদ্ভুতমাধুরী-পরিমলস্য (উদ্গীর্ণঃ উত্থিতঃ নির্গতঃ অদ্ভুতায়াঃ অপূর্ব্বায়াঃ মাধুর্য্যাঃ পরিমলঃ সুগন্ধঃ যস্য তস্য) আভীরলীলস্য (গোপ-নন্দনন্দন-লীলাময়স্য) মে (মম) দ্বৈতং (দ্বিতীয়মূর্ত্তিং) সমক্ষয়ন্ (দর্শয়ন্) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) চিত্রীয়তে ; যস্য স্বরূপতাং (সাদৃশ্যং) প্রেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) হন্ত (অহো) মামকং (মদীয়ং) চেতঃ (মনঃ) সত্যং কেলিকুতূহলোত্তরলিতং (কেলিষু ব্রজজনোচিতক্রীড়াসু কুতূহলায় ঔৎসুক্যায় উত্তরলিতম্ অতিশয়েন দ্রবীভূতং সৎ) ব্রজবধূসারূপ্যং (শ্রীবার্ষভানব্যাঃ সদৃশরূপতাং) অন্বিচ্ছতি (বাঞ্ছতি)।

১৮২। আদি, ৪র্থ পঃ ১৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(খ) তদেকাত্মরূপের সংজ্ঞা ঃ—

সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার।
ভাবাবেশাকৃতি-ভেদে 'তদেকাত্ম'-নাম তাঁর ॥ ১৮৩ ॥

উহা দ্বিবিধ—(১) বিলাস ও (২) স্বাংশ ঃ—

তদেকাত্মরূপে 'বিলাস', 'স্বাংশ'—দুই ভেদ।
বিলাস, স্বাংশের ভেদে বিবিধ বিভেদ ॥ ১৮৪ ॥

বিলাসের দ্বিবিধ বিলাস—(ক) প্রাভব ও (খ) বৈভব ঃ—

প্রাভব-বৈভব-ভেদে বিলাস—দ্বিধাকার।
বিলাসের বিলাস-ভেদ—অনন্ত প্রকার ॥ ১৮৫ ॥

(ক) প্রাভববিলাস—মথুরা ও দ্বারকা-পুরীতে আদি চতুর্ব্ব্যূহের চারিমূর্ত্তি ঃ—

প্রাভববিলাস—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ।
প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ,—মুখ্য চারিজন ॥ ১৮৬ ॥

তন্মধ্যে এক মূর্ত্তিতেই বলরাম—ব্রজে গোপাভিমানী ও পুরে ক্ষত্রিয়াভিমানী ; বিলাস-সংজ্ঞার হেতু ঃ—

ব্রজে গোপভাব রামের, পুরে ক্ষত্রিয়-ভাবন।
বর্ণ-বেশ-ভেদ, তাতে 'বিলাস' তাঁর নাম ॥ ১৮৭ ॥

বৈভবপ্রকাশরূপে ও প্রাভববিলাস (আদি চতুর্ব্ব্যূহ)-রূপে ভাবভেদে একই বলরাম ঃ—

বৈভবপ্রকাশে আর প্রাভববিলাসে।
একই মূর্ত্ত্যে বলদেব ভাব-ভেদে ভাসে ॥ ১৮৮ ॥

প্রাভববিলাস আদি-চতুর্ব্ব্যূহই সমগ্র চতুর্ব্ব্যূহরূপী বৈভববিলাসগণের কারণ ঃ—

আদি-চতুর্ব্ব্যূহ—কেহ নাহি ইঁহার সম।
অনন্ত চতুর্ব্ব্যূহগণের প্রাকট্য-কারণ ॥ ১৮৯ ॥

তাঁহারাই পুরীর (মথুরা ও দ্বারকাধামের) অধীশ্বর ঃ—

কৃষ্ণের এই চারি প্রাভববিলাস।
দ্বারকা-মথুরা-পুরে নিত্য ইঁহার বাস ॥ ১৯০ ॥

(১) আদি-চতুর্ব্ব্যূহ হইতে নাম ও অস্ত্র-বৈচিত্র্যে ২৪ মূর্ত্তি 'বৈভববিলাস' ঃ—

এই চারি হৈতে চব্বিশ মূর্ত্তি পরকাশ।
অস্ত্রভেদে নাম-ভেদ—বৈভববিলাস ॥ ১৯১ ॥

(ক) পুর হইতে আদি-চতুর্ব্ব্যূহসহ কৃষ্ণই বৈকুণ্ঠে দ্বিতীয়-চতুর্ব্ব্যূহসহ নারায়ণরূপে বিলাসবিগ্রহ ঃ—

পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ব্ব্যূহ লঞা পূর্ব্বরূপে।
পরব্যোম-মধ্যে বৈসে নারায়ণরূপে ॥ ১৯২ ॥
তাঁহা হৈতে পুনঃ চতুর্ব্ব্যূহ-পরকাশ।
আবরণরূপে চারিদিকে যাঁর বাস ॥ ১৯৩ ॥

(খ) দ্বিতীয় চতুর্ব্ব্যূহের প্রত্যেকের তিনমূর্ত্তি করিয়া প্রকাশ-বিগ্রহ—১২ মাসের ও ১২ টী তিলকের ১২ মূর্ত্তি দেবতা ঃ—

চারিজনের পুনঃ পৃথক্ তিন তিন মূর্ত্তি।
কেশবাদি যথা হৈতে বিলাসের পূর্ত্তি ॥ ১৯৪ ॥

ঐ ১২ মূর্ত্তি বৈভববিলাসের পরিচয় ঃ—

চক্রাদি-ধারণ-ভেদে নাম-ভেদ সব।
বাসুদেবের মূর্ত্তি—কেশব, নারায়ণ, মাধব ॥ ১৯৫ ॥
সঙ্কর্ষণের মূর্ত্তি—গোবিন্দ, বিষ্ণু, শ্রীমধুসূদন।
এ অন্য গোবিন্দ—নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৯৬ ॥
প্রদ্যুম্নের মূর্ত্তি—ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর।
অনিরুদ্ধের মূর্ত্তি—হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর ॥১৯৭॥

তাঁহারাই ১২ মাসের ১২ মূর্ত্তি দেবতা ঃ—

দ্বাদশ-মাসের দেবতা—এই বার জন।
মার্গশীর্ষে—কেশব, পৌষে—নারায়ণ ॥ ১৯৮ ॥
মাঘের দেবতা—মাধব, গোবিন্দ—ফাল্গুনে।
চৈত্রে—বিষ্ণু, বৈশাখে—শ্রীমধুসূদনে ॥ ১৯৯ ॥
জৈষ্ঠ্যে—ত্রিবিক্রম, আষাঢ়ে—বামন দেবেশ।
শ্রাবণে—শ্রীধর, ভাদ্রে—দেব হৃষীকেশ ॥ ২০০ ॥

অনুভাষ্য

১৮৪। বিলাস,—আদি, ১ম পঃ ৭৭সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

স্বাংশ—লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ১৭ শ্লোক—"তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। সঙ্কর্ষণাদি মৎস্যাদির্যথা তত্তৎস্বধামসু।।" স্বয়ংরূপের সহিত অভিন্ন হইয়াও যিনি বিলাস অপেক্ষা ন্যূন (অল্পতর) শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে 'স্বাংশ' বলে ; যেমন নিজ নিজ ধামে বিরাজমান সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতার ও মৎস্যাদি লীলাবতার, মন্বন্তরাবতার ও যুগাবতারগণ।

১৮৮। শ্রীবলদেব—কৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ ; তিনিই আদি-চারিব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ,—এই প্রাভব-বিলাসচতুষ্টয়ে ভাবভেদে প্রকাশিত।

অনুভাষ্য

১৮৯। অনন্ত চতুর্ব্ব্যূহের গণ আদি-চতুর্ব্ব্যূহের তুল্য নহেন ; আদি চারিব্যূহ—প্রাভববিলাস, অন্য চারি ব্যূহগণ—বৈভববিলাস ; বৈভববিলাসের প্রাকট্যলাভের কারণই প্রাভব-বিলাস।

১৯০। পরব্যোমের উপরিভাগে গোলোকের ত্রিবিধ প্রকোষ্ঠের মধ্যে মথুরা ও দ্বারকাপুরীতে কৃষ্ণের প্রাভববিলাস নিত্য অবস্থিত। গোকুলে বৈভব-প্রকাশ বলদেব নিত্য-বিরাজমান। প্রাভববিলাস-চতুষ্টয় হইতে প্রত্যেকের চারিহস্তে অস্ত্রভেদে চতুর্ব্বিংশতি মূর্ত্তিরূপে বৈভববিলাস প্রকাশিত।

আশ্বিনে—পদ্মনাভ, কার্ত্তিকে—দামোদর ।
'রাধা-দামোদর' অন্য ব্রজেন্দ্র-কোঙর ॥ ২০১ ॥

আবার তাঁহারাই ১২ টী তিলকমন্ত্রের ১২ মূর্ত্তি দেবতা ঃ—

দ্বাদশ-তিলক-মন্ত্র এই দ্বাদশ নাম ।
আচমনে এই নামে স্পর্শি তত্তৎস্থান ॥ ২০২ ॥

(গ) দ্বিতীয় চতুর্ব্ব্যূহের প্রত্যেকের দুইমূর্ত্তি করিয়া বিলাস-বিগ্রহ—অষ্ট বৈভববিলাস ঃ—

এই চারিজনের বিলাস-মূর্ত্তি আর অষ্ট জন ।
তাঁ সবার নাম কহি, শুন, সনাতন ॥ ২০৩ ॥
পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন ।
হরি, কৃষ্ণ অধোক্ষজ, উপেন্দ্র,—অষ্টজন ॥ ২০৪ ॥
বাসুদেবের বিলাস দুই—অধোক্ষজ, পুরুষোত্তম ।
সঙ্কর্ষণের বিলাস—উপেন্দ্র, অচ্যুত, দুইজন ॥ ২০৫ ॥
প্রদ্যুম্নের বিলাস—নৃসিংহ, জনার্দ্দন ।
অনিরুদ্ধের বিলাস—হরি, কৃষ্ণ, দুইজন ॥ ২০৬ ॥

প্রাভববিলাস আদি-চতুর্ব্ব্যূহেরই বিলাস—বৈভববিলাস ; অস্ত্রভেদে নাম-বৈচিত্র্য ঃ—

এই চব্বিশ মূর্ত্তি—প্রাভববিলাস প্রধান ।
অস্ত্রধারণ-ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন নাম ॥ ২০৭ ॥

বেশ ও আকারভেদে পুনরায় ইঁহাদেরই বিলাস-বৈভব-বৈচিত্র্য ঃ—

ইঁহার মধ্যে যাহার হয় আকার-বেশ-ভেদ ।
সেই সেই হয় বিলাস-বৈভব-বিভেদ ॥ ২০৮ ॥

আকারে বৈচিত্র্যযুক্ত বিষ্ণুমূর্ত্তিগণ ঃ—

পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন ।
হরি, কৃষ্ণ আদি হয় 'আকারে' বিলক্ষণ ॥ ২০৯ ॥

দ্বিতীয়-চতুর্ব্ব্যূহ ব্যতীত অবশিষ্ট ২০ মূর্ত্তি বিলাস-বিগ্রহ ঃ—

কৃষ্ণের প্রাভববিলাস—বাসুদেবাদি চারিজন ।
সেই চারিজনার বিলাস—বিংশতি গণন ॥ ২১০ ॥

অষ্টদিকের প্রত্যেকদিকে তিনমূর্ত্তি করিয়া ২৪ মূর্ত্তিই বৈকুণ্ঠে স্ব-স্ব-ধামে নিত্য বিরাজমান ঃ—

ইঁহা সবার পৃথক্ বৈকুণ্ঠ—পরব্যোম-ধামে
পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে তিন তিন ক্রমে ॥ ২১১ ॥

কোন কোন তদেকাত্মরূপের স্ব-স্ব-ধামসহ ব্রহ্মাণ্ডে অধিষ্ঠান ঃ—

যদ্যপি পরব্যোম সবাকার নিত্যধাম ।
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কারো কাঁহো সন্নিধান ॥ ২১২ ॥

বৈকুণ্ঠে দ্বিতীয়-চতুর্ব্ব্যূহাবরণসহ নারায়ণ, তদুপরি গোলোকে অর্থাৎ পুরে আদি-চতুর্ব্ব্যূহাবরণ-সহ দেবকীনন্দন ও গোকুলে যশোদানন্দন ঃ—

পরব্যোম-মধ্যে নারায়ণের নিত্য-স্থিতি ।
পরব্যোম-উপরি কৃষ্ণলোকের বিভূতি ॥ ২১৩ ॥

গোলোকে তিনটী প্রকোষ্ঠ ঃ—

এক 'কৃষ্ণলোক' হয় ত্রিবিধপ্রকার ।
গোকুলাখ্য, মথুরাখ্য, দ্বারকাখ্য আর ॥ ২১৪ ॥

অনুভাষ্য

১৯২। উপরিভাগ গোলোকের নিম্নভাগে পরব্যোমে কৃষ্ণই চতুর্ভুজ-বিশিষ্ট হইয়া নারায়ণরূপে অবস্থিত।

১৯৩। পরব্যোমনাথ নারায়ণ হইতে পুনরায় আবরণরূপে চারিদিকে অনন্ত চতুর্ব্ব্যূহ প্রকাশিত।

২০২। ১২টী তিলকমন্ত্রে ১২টী বিষ্ণুনাম—"ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে। বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠ-কূপকে।। বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্। ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে।। শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে। পৃষ্ঠে চ পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ।।"

বৈষ্ণবাচমন (হঃ ভঃ বিঃ ৩য় বিঃ ১০২ সংখ্যা)—"ত্রিঃপানে কেশবং নারায়ণং মাধবমপ্যথ। প্রক্ষালনে দ্বয়োঃ পাণ্যোর্গোবিন্দং বিষ্ণুমপ্যুভৌ।। মধুসূদনমেকঞ্চ মার্জ্জনেহন্যং ত্রিবিক্রমম্। উন্মার্জ্জনেহপ্যধরয়োর্বামন-শ্রীধরাবুভৌ।। প্রক্ষালনে পুনঃ পাণ্যোর্হৃষীকেশঞ্চ পাদয়োঃ। পদ্মনাভং প্রোক্ষণে তু মূর্দ্ধ্নোদামোদরং ততঃ।। বাসুদেবং মুখে সঙ্কর্ষণং প্রদ্যুম্নমিত্যুভৌ। নাসয়োর্নেত্রযুগলেহনিরুদ্ধং পুরুষোত্তমম্।। অধোক্ষজং নৃসিংহঞ্চ কর্ণয়োর্নাভিতোহচ্যুতম্। জনার্দ্দনঞ্চ হৃদয়ে উপেন্দ্রং মস্তকে ততঃ।। দক্ষিণে তু হরিং বাহৌ বামে কৃষ্ণং যথাবিধি। নমোহন্তঞ্চ চতুর্থ্যন্তমাচমেৎ ক্রমতো জপন্।।"*

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০২। আচমন—আহ্নিকপূজার পর মুখে যে জল স্পর্শরূপ আচমন বিহিত, তাহা।

** তিনবার আচমনকালে কেশব, নারায়ণ ও মাধবকে, অনন্তর দুই হস্তের প্রক্ষালনে উভয় গোবিন্দ ও বিষ্ণুকে, এক হস্ত মার্জ্জনে মধুসূদনকে ও অন্য হস্ত মার্জ্জনে ত্রিবিক্রমকে, অধর ও ওষ্ঠের মার্জ্জনে বামন ও শ্রীধর উভয়কে, পুনঃ হস্তদ্বয়ের প্রক্ষালনে হৃষীকেশকে, পদদ্বয়ের ধৌতকালে পদ্মনাভকে এবং তৎপশ্চাৎ শিরোদেশ-প্রক্ষালনে দামোদরকে, মুখ-প্রক্ষালনে বাসুদেবকে, নাসাদ্বয়-প্রক্ষালনে সঙ্কর্ষণ ও প্রদ্যুম্ন উভয়কে, নেত্রযুগলে অনিরুদ্ধ ও পুরুষোত্তমকে, কর্ণদ্বয়ে অধোক্ষজ ও নৃসিংহকে, নাভিদেশে অচ্যুতকে, হৃদয়ে জনার্দ্দনকে, তদনন্তর মস্তকে উপেন্দ্রকে, দক্ষিণবাহুতে হরিকে ও বাম বাহুতে কৃষ্ণকে যথাবিধি ক্রমানুসারে চতুর্থী বিভক্তি সংযোগে অন্তে 'নমঃ'-শব্দসহকারে জপ করিতে করিতে আচমন করিবে।*

ব্রহ্মাণ্ডে ২৪টী বিভিন্ন স্থানে ঐ ২৪ মূর্ত্তির স্ব-স্ব-ধামসহ অধিষ্ঠান ঃ—

মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।
নীলাচলে পুরুষোত্তম—'জগন্নাথ' নাম ॥ ২১৫ ॥
প্রয়াগে মাধব, মন্দারে শ্রীমধুসূদন।
আনন্দারণ্যে বাসুদেব, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন ॥ ২১৬ ॥
বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণু রহে, হরি মায়াপুরে।
ঐছে আর নানা মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে ॥ ২১৭ ॥

ভক্ত-তোষণ, ধর্ম্মসংস্থাপন ও অধর্ম্মনাশরূপ বিলাস বা লীলার নিমিত্তই ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদের প্রাকট্য ঃ—

এইমত ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে সবার 'পরকাশ'।
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে যাঁহার বিলাস ॥ ২১৮ ॥
সর্ব্বত্র প্রকাশ তাঁর—ভক্তে সুখ দিতে।
জগতের অধর্ম্ম নাশি' ধর্ম্ম স্থাপিতে ॥ ২১৯ ॥

তন্মধ্যে কেহ কেহ জগতে অবতীর্ণ ঃ—

ইঁহার মধ্যে কারো হয় 'অবতারে' গণন।
যৈছে বিষ্ণু, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন ॥ ২২০ ॥

অস্ত্রভেদে পরস্পরের নাম-বৈচিত্র্য ঃ—

অস্ত্রধৃতি-ভেদ—নাম-ভেদের কারণ।
চক্রাদি-ধারণ-ভেদ শুন, সনাতন ॥ ২২১ ॥
দক্ষিণাধো হস্ত হৈতে বামাধঃ পর্য্যন্ত।
চক্রাদি অস্ত্রধারণ-গণনার অন্ত ॥ ২২২ ॥

সিদ্ধার্থ-সংহিতা-কথিত ২৪ মূর্ত্তি ঃ—

সিদ্ধার্থ-সংহিতা করে চব্বিশ মূর্ত্তি গণন।
তার মতে আগে কহি চক্রাদি-ধারণ ॥ ২২৩ ॥

পরব্যোমে দ্বিতীয়-চতুর্ব্যূহের অস্ত্রভেদ ঃ—

বাসুদেব—গদা-শঙ্খ-চক্র-পদ্মধর।
সঙ্কর্ষণ—গদা-শঙ্খ-পদ্ম-চক্রকর ॥ ২২৪ ॥
প্রদ্যুম্ন—চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্মধর।
অনিরুদ্ধ—চক্র-গদা-শঙ্খ-পদ্মকর ॥ ২২৫ ॥
পরব্যোমে বাসুদেবাদি—নিজ নিজ অস্ত্রধর।
তাঁর মত কহি, যে-সব অস্ত্রকর ॥ ২২৬ ॥

পরব্যোমে অবশিষ্ট ২০ মূর্ত্তির অস্ত্র-ভেদ-বর্ণন ঃ—

শ্রীকেশব—পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদাধর।
নারায়ণ—শঙ্খ-পদ্ম-গদা-চক্রধর ॥ ২২৭ ॥
শ্রীমাধব—গদা-চক্র-শঙ্খ-পদ্মকর।
শ্রীগোবিন্দ—চক্র-গদা-পদ্ম-শঙ্খধর ॥ ২২৮ ॥
বিষ্ণুমূর্ত্তি—গদা-পদ্ম-শঙ্খ চক্রকর।
মধুসূদন—চক্র-শঙ্খ-পদ্ম-গদাধর ॥ ২২৯ ॥
ত্রিবিক্রম—পদ্ম-গদা-চক্র-শঙ্খকর।
শ্রীবামন—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর ॥ ২৩০ ॥
শ্রীধর—পদ্ম-চক্র-গদা-শঙ্খকর।
হৃষীকেশ—গদা-চক্র-পদ্ম-শঙ্খধর ॥ ২৩১ ॥

অনুভাষ্য

২১৫-২১৭। ব্রহ্মাণ্ডে অর্চ্চা-মূর্ত্তিরূপে মথুরায় 'কেশব', নীলাচলে 'পুরুষোত্তম জগন্নাথ', প্রয়াগে 'বিন্দুমাধব'; মন্দারে 'মধুসূদন', কেরলদেশে দাক্ষিণাত্যে আনন্দারণ্যে 'বাসুদেব', 'পদ্মনাভ' ও 'জনার্দ্দন', বিষ্ণুকাঞ্চীতে 'বরদরাজ বিষ্ণু', মায়াপুরে 'হরি' এবং অন্যান্যস্থানে নানামূর্ত্তিতে ভগবান্ বিরাজমান আছেন।

২১৮। সপ্তদ্বীপ,—(সিদ্ধান্তশিরোমণিতে গোলাধ্যায়ে গোল-প্রশংসা-প্রকরণে)—"ভূমেরর্দ্ধং ক্ষীরসিন্ধোরুদকস্থং জম্বুদ্বীপং প্রাহুরাচার্য্যবর্য্যাঃ। অর্দ্ধেঽন্যস্মিন্ দ্বীপষট্‌কস্য যাম্যে ক্ষারক্ষীরা-দ্যম্বুধীনাং নিবেশঃ।। শাকং ততঃ শাল্মলমত্র কৌশং ক্রৌঞ্চঞ্চ গোমেদকপুষ্করে চ। দ্বয়োর্দ্বয়োরন্তরমেকমেকং সমুদ্রয়োর্দ্বীপ-মুদাহরন্তি।।"*—(১) জম্বু, (২) শাক, (৩) শাল্মলী, (৪) কুশ, (৫) ক্রৌঞ্চ, (৬) গোমেদ বা প্লক্ষ ও (৭) পুষ্কর,—এই সপ্তদ্বীপ।

অনুভাষ্য

নবখণ্ড,—(১) ভারত, (২) কিন্নর (কিংপুরুষ), (৩) হরি, (৪) কুরু, (৫) হিরণ্ময়, (৬) রম্যক (রমণক), (৭) ইলাবৃত, (৮) ভদ্রাশ্ব, (৯) কেতুমাল—এই নবখণ্ড বা বর্ষ (জম্বুদ্বীপের নব অংশ); পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশকে 'খণ্ড' বা 'বর্ষ' বলে—গোলাধ্যায়ে ভুবনকোষ দ্রষ্টব্য।

২২২। চতুর্ভুজ বিষ্ণুর দক্ষিণদিকের নিম্নস্থ হস্তে, দক্ষিণ-দিকের ঊর্দ্ধস্থ হস্তে, বামদিকের ঊর্দ্ধস্থ হস্তে এবং বামদিকের নিম্নস্থ হস্তে পর্য্যায়ক্রমে চারিপ্রকার অস্ত্র লিখিত হইয়াছে।

২২৩। চব্বিশমূর্ত্তি—১। বাসুদেব, ২। সঙ্কর্ষণ, ৩। প্রদ্যুম্ন, ৪। অনিরুদ্ধ, ৫। কেশব, ৬। নারায়ণ, ৭। মাধব, ৮। গোবিন্দ, ৯। বিষ্ণু, ১০। মধুসূদন, ১১। ত্রিবিক্রম, ১২। বামন, ১৩। শ্রীধর, ১৪। হৃষীকেশ, ১৫। পদ্মনাভ, ১৬। দামোদর, ১৭।

** পৃথিবীর মধ্যস্থলে লবণসমুদ্র, ইহার উত্তরে পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ, দক্ষিণে অর্দ্ধাংশ। উত্তরের অর্দ্ধাংশের নাম জম্বুদ্বীপ, দক্ষিণের অর্দ্ধাংশে ৭টী সমুদ্র ও ৬টী দ্বীপ। প্রথমে লবণসমুদ্র, তাহার পর দুগ্ধসমুদ্র—যাহা হইতে অমৃত, চন্দ্র ও লক্ষ্মীর উদ্ভব হইয়াছে এবং যাহাতে ব্রহ্মাদি দেবগণপূজিত চরণকমল ও সকল ভুবনাশ্রয় ভগবান্ বাসুদেব বাস করেন। তাহার পর পর্য্যায়ক্রমে দধি, ঘৃত, ইক্ষু, মদ্য ও সর্ব্বশেষে স্বাদুদক-সমুদ্র। পৃথিবীর (লবণসমুদ্রের) দক্ষিণার্দ্ধে প্রথমে শাকদ্বীপ, তৎপর পর্য্যায়ক্রমে শাল্মল, কৌশ, ক্রৌঞ্চ, গোমেদক এবং পুষ্করদ্বীপ। দুই দুই সমুদ্রের মধ্যে এক এক দ্বীপ অবস্থিত।*

পদ্মনাভ—শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-গদাকর।
দামোদর—পদ্ম-চক্র-গদা-শঙ্খধর ॥ ২৩২ ॥
পুরুষোত্তম—চক্র-পদ্ম-শঙ্খ-গদাধর।
শ্রীঅচ্যুত—গদা-পদ্ম-চক্র-শঙ্খধর ॥ ২৩৩ ॥
শ্রীনৃসিংহ—চক্র-পদ্ম-গদা-শঙ্খধর।
জনার্দ্দন—পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-গদাকর ॥ ২৩৪ ॥
শ্রীহরি—শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-গদাকর।
শ্রীকৃষ্ণ—শঙ্খ-গদা-পদ্ম-চক্রকর ॥ ২৩৫ ॥

অধোক্ষজ—পদ্ম-গদা-শঙ্খ-চক্রকর।
উপেন্দ্র—শঙ্খ-গদা-চক্র-পদ্মকর ॥ ২৩৬ ॥

হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে কথিত ১৬ মূর্ত্তির অস্ত্র-ভেদ-বর্ণন ঃ—

হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে কহে ষোলজন।
তার মতে কহি এবে চক্রাদি-ধারণ ॥ ২৩৭ ॥
কেশব-ভেদে পদ্ম-শঙ্খ-গদা-চক্রধর।
মাধব-ভেদে চক্র-গদা-শঙ্খ-পদ্মকর ॥ ২৩৮ ॥
নারায়ণ-ভেদে নানা অস্ত্র-ভেদ-ধর।
ইত্যাদিক ভেদ এই সব অস্ত্রকর ॥ ২৩৯ ॥

অনুভাষ্য

পুরুষোত্তম, ১৮। অচ্যুত, ১৯। নৃসিংহ, ২০। জনার্দ্দন, ২১। হরি, ২২। কৃষ্ণ, ২৩। অধোক্ষজ ও ২৪। উপেন্দ্র।

২২৪-২৩৬। সিদ্ধার্থ-সংহিতায়—(হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ ১৭৬ ও ১৭৭ সংখ্যা) "বাসুদেবো গদাশঙ্খচক্রপদ্মধরো মতঃ। পদ্মং শঙ্খং তথা চক্রং গদাং বহতি কেশবঃ। শঙ্খং পদ্মং গদাঞ্চক্রং ধত্তে নারায়ণঃ সদা। গদাং চক্রং তথা শঙ্খং পদ্মং বহতি মাধবঃ ॥ চক্রং পদ্মং তথা শঙ্খং গদাঞ্চ পুরুষোত্তমঃ। পদ্মং কৌমোদকীং শঙ্খং চক্রং ধত্তেঽপ্যধোক্ষজঃ। সঙ্কর্ষণো গদাশঙ্খপদ্মচক্রধরঃ স্মৃতঃ। চক্রং গদাং পদ্মশঙ্খৌ গোবিন্দো ধরতে ভুজৈঃ ॥ গদাং পদ্মং তথা শঙ্খং চক্রং বিষ্ণুর্ব্বিভর্ত্তি যঃ। চক্রং শঙ্খং তথা পদ্মং গদাঞ্চ মধুসূদনঃ। গদাং সরোজং চক্রঞ্চ শঙ্খং ধত্তেঽচ্যুতঃ সদা। শঙ্খং কৌমোদকীং চক্রমুপেন্দ্রঃ পদ্মমুদ্বহেৎ। চক্রশঙ্খগদাপদ্মধরঃ প্রদ্যুম্ন উচ্যতে। পদ্মং কৌমোদকীং চক্রং শঙ্খং ধত্তে ত্রিবিক্রমঃ ॥ শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং বামনো বহতে সদা। পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং শ্রীধরো বহতে ভুজৈঃ ॥ চক্রং পদ্মং গদাং শঙ্খং নরসিংহো বিভর্ত্তি যঃ। পদ্মং সুদর্শনং শঙ্খং গদাং ধত্তে জনার্দ্দনঃ ॥ অনিরুদ্ধশ্চক্রগদাশঙ্খপদ্মলসদ্ভুজঃ। হৃষীকেশো গদাং চক্রং পদ্মং শঙ্খঞ্চ ধারয়েৎ ॥ পদ্মনাভো বহেৎ শঙ্খং পদ্মং চক্রং গদাং তথা। পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং ধত্তে দামোদরঃ সদা ॥ শঙ্খং চক্রং সরোজঞ্চ গদাং বহতি যো হরিঃ। শঙ্খং কৌমোদকীং পদ্মং চক্রং কৃষ্ণো বিভর্ত্তি যঃ। এতাশ্চ মূর্ত্তয়ো জ্ঞেয়া দক্ষিণাধঃ-করক্রমাৎ ॥"

২৩৭। ষোলজন,—১। বাসুদেব, ২। সঙ্কর্ষণ, ৩। প্রদ্যুম্ন, ৪। অনিরুদ্ধ, ৫। কেশব, ৬। নারায়ণ, ৭। মাধব, ৮। গোবিন্দ, ৯। বিষ্ণু, ১০। মধুসূদন, ১১। ত্রিবিক্রম, ১২। বামন, ১৩। শ্রীধর, ১৪। হৃষীকেশ, ১৫। পদ্মনাভ ও ১৬। দামোদর।

২৩৮-২৩৯। হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে (হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ ১৬৮-১৭৫)—"আদিমূর্ত্তির্বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণমথাসৃজৎ। চতুর্মূর্ত্তিঃ পরং প্রোক্তমেকৈকো ভিদ্যতে ত্রিধা। কেশবাদিপ্রভেদেন মূর্ত্তির্দ্বাদশকং স্মৃতম্ ॥ পঙ্কজং দক্ষিণে দদ্যাৎ পাঞ্চজন্যং তথোপরি। বামোপরি গদা যস্য চক্রং চাধো ব্যবস্থিতম্ ॥ আদিমূর্ত্তেস্তু ভেদোঽয়ং কেশবেতি প্রকীর্ত্ত্যতে। অধরোত্তরভাবেন কৃতমেতত্তু যত্র বৈ। নারায়ণাখ্যা সা মূর্ত্তিঃ স্থাপিতা ভুক্তিমুক্তিদা ॥ সব্যাধঃ পঙ্কজং যস্য পাঞ্চজন্যং তথোপরি। দক্ষিণোর্দ্ধ্বং গদা যস্য চক্রং চাধো ব্যবস্থিতম্। আদিমূর্ত্তেস্তু ভেদোঽয়ং মাধবেতি প্রকীর্ত্ত্যতে ॥ দক্ষিণাধঃস্থিতং চক্রং গদা যস্যোপরি স্থিতা। বামোর্দ্ধসংস্থিতং পদ্মং শঙ্খং চাধো ব্যবস্থিতম্। সঙ্কর্ষণস্য ভোদোঽয়ং গোবিন্দেতি প্রকীর্ত্ত্যতে ॥ দক্ষিণোপরি পদ্মন্তু গদা চাধো ব্যবস্থিতা। সঙ্কর্ষণস্য ভেদোঽয়ং বিষ্ণুরিত্যভিশব্দতে ॥ দক্ষিণোপরি শঙ্খঞ্চ চক্রং চাধঃ প্রদৃশ্যতে ॥ বামোপরি তথা পদ্মং গদা চাধঃ প্রদৃশ্যতে। মধুসূদননামায়াং ভেদঃ সঙ্কর্ষণস্য চ ॥ বামোর্দ্ধসংস্থিতঞ্চক্রমধঃ শঙ্খং প্রদৃশ্যতে। ব্রহ্মাণ্ডগং বামপদং দক্ষিণং শেষপৃষ্ঠগম্। বলিবঞ্চনসংযুক্তং বামনঞ্চাপ্যধঃস্থিতম্ ॥ বামোর্দ্ধে কৌমোদী যস্য পুণ্ডরীকমধঃস্থিতম্। দক্ষিণোর্দ্ধং সহস্রারং পাঞ্চজন্যমধঃস্থিতম্। সপ্ততালপ্রমাণেন বামনং কারয়েৎ সদা ॥ উর্দ্ধং দক্ষিণতশ্চক্রমধঃ পদ্মং ব্যবস্থিতম্। পদ্মা পদ্মকরা বামে পার্শ্বে যস্য ব্যবস্থিতা। স্থিতো বাপ্যুপবিষ্টো বা সানুরাগো বিলাসবান্। প্রদ্যুম্নস্য হি ভেদোঽয়ং শ্রীধরেতি প্রকীর্ত্ত্যতে ॥ দক্ষিণোর্দ্ধং মহাচক্রং কৌমোদী তদধঃস্থিতা। বামোর্দ্ধে নলিনং যস্য অধঃ শঙ্খং বিরাজতে। হৃষীকেশেতি বিজ্ঞেয়ঃ স্থাপিতঃ সর্ব্বকামদঃ ॥ দক্ষিণোর্দ্ধে পুণ্ডরীকং পাঞ্চজন্যমধস্তথা। বামোর্দ্ধে সংস্থিতং চক্রং কৌমোদী তদধঃস্থিতা। পদ্মনাভেতি সা মূর্ত্তিঃ স্থাপিতা মোক্ষদায়িনী ॥ দক্ষিণোর্দ্ধে পাঞ্চজন্যমধস্তাত্তু কুশেশয়ম্। সব্যোর্দ্ধে কৌমোদী চৈব হেতিরাজমধঃস্থিতম্। অনিরুদ্ধস্য ভেদোঽয়ং দামোদর ইতি স্মৃতঃ ॥ এতেষাস্তু স্ত্রিয়ৌ কার্য্যে পদ্মবীণাধরে শুভে। ইতি ক্রমেণ মার্গাদিমাসাধিপাঃ কেশবাদয়ো দ্বাদশ ॥*

** হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র অনুসারে—আদিমূর্ত্তি বাসুদেব সঙ্কর্ষণকে প্রকাশ করেন। এইরূপে প্রধানরূপে কথিত চারিমূর্ত্তি (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ) প্রত্যেকে তিন মূর্ত্তিতে বিভক্ত। তাঁহারা কেশবাদি-প্রভেদে দ্বাদশ-মূর্ত্তি বলিয়া কথিত। যাঁহার দক্ষিণভাগে নিম্নহস্তে পদ্ম এবং তদুপরি (অর্থাৎ উর্দ্ধহস্তে) পাঞ্চজন্য-শঙ্খ, বাম উর্দ্ধহস্তে গদা এবং নিম্নে চক্র—আদিমূর্ত্তি বাসুদেবের এই ভেদ 'কেশব'-নামে*

ব্রজেন্দ্রনন্দনের দুই নাম ঃ—

'স্বয়ং ভগবান্', আর 'লীলা-পুরুষোত্তম'।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৪০ ॥

মথুরা ও দ্বারকার আবরণরূপে নবব্যূহ ঃ—

পুরীর আবরণরূপে পুরীর নবদেশে।
নবব্যূহরূপে নবমূর্ত্তি পরকাশে ॥ ২৪১ ॥

নবব্যূহের পরিচয় ঃ—

লঘুভাগবতামৃতে (১।৪৫১)—

চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণনৃসিংহকৌ।
হয়গ্রীবো বরাহশ্চ ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ ॥ ২৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪২। বাসুদেবাদি চারিজন, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ ও ব্রহ্মা,—এই নয়জন।

অনুভাষ্য

২৪১। এইস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, এই নবব্যূহের অন্তর্গত বরাহ ও হয়গ্রীব 'বৈভবাবস্থ' অবতার হইয়াও পরাবস্থ-তুল্য।

২৪২। বাসুদেবাদ্যাঃ (বাসুদেবসঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ) চত্বারঃ (দ্বিতীয়-ব্যূহাঃ) নারায়ণনৃসিংহকৌ (নারায়ণঃ নৃসিংহশ্চ দ্বৌ), হয়গ্রীবঃ, বরাহশ্চ, ব্রহ্মা চ ইতি নবমূর্ত্তয়ঃ (ব্যূহাঃ) উদিতাঃ (কথিতাঃ—"তত্র ব্রহ্মা তু বিজ্ঞেয়ঃ পূর্ব্বোক্তবিধয়া হরিঃ" ইতি, "ভবেৎ ক্বচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ। ক্বচিদত্র মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে।।" ইতি পাদ্মবচনোক্তরীত্যা ব্রহ্মণোঽত্রেশ্বরকোটিত্বং জ্ঞেয়ম্ *)।

এতাবৎ কৃষ্ণস্বরূপের ছয়প্রকার বিলাসের অন্তর্গত প্রাভব ও বৈভবরূপ দ্বিবিধ প্রকাশের বিলাস বর্ণিত ; এক্ষণে স্বাংশ ও শক্ত্যাবেশরূপ দ্বিবিধাবতার বক্ষ্যমাণ ঃ—

প্রকাশ-বিলাসের এই কৈলুঁ বিবরণ।
স্বাংশের ভেদ এবে শুন, সনাতন ॥ ২৪৩ ॥

স্বাংশের প্রধানতঃ দুই রূপ—(১) প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা চালক, (২) সাধুর পালক ও অসাধুর বিনাশকরূপে নানা অবতার ঃ—

সঙ্কর্ষণ, মৎস্যাদিক,—দুই ভেদ তাঁর।
সঙ্কর্ষণ—পুরুষাবতার, মৎস্যাদি—অবতার ॥ ২৪৪ ॥

ছয়প্রকার অবতার ঃ—

অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর ॥ ২৪৫ ॥

অনুভাষ্য

২৪৫। পুরুষাবতার—মহাসঙ্কর্ষণ হইতে কারণোদকশায়ী (ভাঃ ১১।৪।৩), গর্ভোদকশায়ী (ভাঃ ১।৩।২-৩) ও ক্ষীরোদকশায়ী (ভাঃ ১।১৮।২১, ২।২।৮, ২।৮।১৬, ১০।৮৮।৫)—এই তিন মূর্ত্তি।

লীলাবতার—(ভাঃ ১ম স্কঃ ৩য় অঃ দ্রষ্টব্য) ১। চতুঃসন, ২। নারদ, ৩। বরাহ, ৪। মৎস্য, ৫। যজ্ঞ, ৬। নরনারায়ণ, ৭। কার্দ্দমি কপিল, ৮। দত্ত (আত্রেয়—ভাঃ ২।৭।৪), ৯। হয়শীর্ষা (ভাঃ ২।৭।১১), ১০। হংস (ভাঃ ২।৭।১৯), ১১। ধ্রুবপ্রিয় বা পৃশ্নিগর্ভ (ভাঃ ২।৭।৮), ১২। ঋষভ, ১৩। পৃথু, ১৪। নৃসিংহ, ১৫। কূর্ম্ম, ১৬। ধন্বন্তরি, ১৭। মোহিনী, ১৮। বামন, ১৯। ভার্গব পরশুরাম, ২০। রাঘবেন্দ্র, ২১। ব্যাস, ২২। প্রলম্বারি বলরাম, ২৩। কৃষ্ণ, ২৪। বুদ্ধ, ২৫। কল্কি—এই ২৫ মূর্ত্তি লীলাবতার ;

প্রকীর্ত্তিত। কেশব-মূর্ত্তির অস্ত্রধারণের বিপরীতক্রমে যে-মূর্ত্তিতে অস্ত্রধারণ হইয়া থাকে তিনি ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতা 'নারায়ণ'-নামে কথিত হন। যাঁহার বাম নিম্ন হস্তে পদ্ম এবং ঊর্দ্ধহস্তে পাঞ্চজন্য-শঙ্খ, দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে গদা এবং নিম্নহস্তে চক্র—আদিমূর্ত্তির এই ভেদ 'মাধব'-নামে খ্যাত। যাঁহার দক্ষিণ নিম্নহস্তে চক্র এবং ঊর্দ্ধে গদা, বাম ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম এবং নিম্নে শঙ্খ—সঙ্কর্ষণের এই ভেদ 'গোবিন্দ'-নামে প্রকীর্ত্তিত। দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম ও নিম্নহস্তে গদা (বাম ঊর্দ্ধহস্তে শঙ্খ ও নিম্নহস্তে চক্র)—সঙ্কর্ষণের এই ভেদে 'বিষ্ণু'-নামে কথিত হয়। যাঁহার দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে শঙ্খ ও নিম্নে চক্র দৃষ্ট হয়, বাম ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম ও নিম্নে গদা দৃষ্ট হয়—সঙ্কর্ষণের এই ভেদ 'মধুসূদন'-নামে কথিত। যাঁহার (দক্ষিণ নিম্নহস্তে পদ্ম ও ঊর্দ্ধে গদা) বাম ঊর্দ্ধকরে চক্র ও নিম্নে শঙ্খ দৃষ্ট হয়, বামচরণ ব্রহ্মাণ্ডগামী ও দক্ষিণচরণ অনন্তদেবের পৃষ্ঠগামী—তিনি 'ত্রিবিক্রম'। বলিকে বঞ্চনাকারী এবং অধোলোকে অবস্থিত যাঁহার বাম ঊর্দ্ধহস্তে গদা ও নিম্নহস্তে পদ্ম এবং দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে চক্র, নিম্নহস্তে শঙ্খ—এরূপ 'শ্রীবামন'দেবের মূর্ত্তি সপ্ততাল-পরিমাণে নির্ম্মাণ করিতে হইবে। দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে চক্র ও নিম্নহস্তে পদ্ম (বাম ঊর্দ্ধহস্তে গদা ও নিম্নহস্তে শঙ্খ) বিশিষ্ট যাঁহার বামপার্শ্বে লক্ষ্মীদেবী পদ্মহস্তে অবস্থিতা এবং যিনি দণ্ডায়মান অথবা উপবিষ্ট, এরূপ অনুরাগযুক্ত ও বিলাসবান্ 'শ্রীধর' প্রদ্যুম্নের ভেদ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। যাঁহার দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে মহাচক্র, নিম্নহস্তে গদা এবং বাম ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম ও নিম্নহস্তে শঙ্খ বিরাজিত, তাঁহাকে সমস্ত কামনাপূরণকারী 'হৃষীকেশ' বলিয়া জানিতে হইবে। দক্ষিণ-ঊর্দ্ধকরে পদ্ম ও নিম্ন-করে পাঞ্চজন্য-শঙ্খ এবং বাম ঊর্দ্ধকরে চক্র এবং তন্নিম্নে গদা অবস্থিত, সেই মূর্ত্তি মোক্ষপ্রদাতা 'পদ্মনাভ'-নামে প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে পাঞ্চজন্য-শঙ্খ, নিম্নহস্তে পদ্ম এবং বাম ঊর্দ্ধহস্তে গদা ও নিম্নে চক্র—অনিরুদ্ধের এই ভেদ 'দামোদর'-নামে কথিত। তাঁহাদের সকলের পদ্ম ও বীণাধারিণী পরমশুভা দুইটী করিয়া স্ত্রী বিদ্যমান। কেশবাদি দ্বাদশমূর্ত্তি এইরূপে অগ্রহায়ণাদি সকল মাসগুলির অধিপতি।

** পূর্ব্বোক্ত বিধি-অনুসারে সেস্থলে ব্রহ্মা কিন্তু শ্রীহরিই জানিতে হইবে। কোন কোন মহাকল্পে জীবও উপাসনাদ্বারা ব্রহ্মা হন, আবার কোন সময়ে মহাবিষ্ণু ব্রহ্মা-রূপে প্রতিপাদিত হন। এই পদ্মপুরাণ-কথিত নিয়মানুসারে ব্রহ্মার এস্থলে ঈশ্বরকোটিত্ব জানিতে হইবে।*

গুণাবতার, আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার ॥ ২৪৬ ॥

কিশোর কৃষ্ণের ছয়প্রকার বিলাসের মধ্যে বয়োধর্ম্মভেদে দ্বিবিধ বিলাস বা লীলা ঃ—

বাল্য, পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম্ম।
এতরূপে লীলা করেন ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৪৭ ॥

কৃষ্ণের অসংখ্য অবতার ঃ—

অনন্ত অবতার কৃষ্ণের, নাহিক গণন।
শাখা-চন্দ্র-ন্যায় করি দিগ্‌দরশন ॥ ২৪৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৬)—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
তথাঽবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥ ২৪৯ ॥

(ক) সর্ব্বপ্রথমে তিনটী পুরুষাবতার—কারণ-গর্ভ-ক্ষীরসাগরশায়ী ঃ—

প্রথমেই করে কৃষ্ণ 'পুরুষাবতার'।
সেইত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার ॥ ২৫০ ॥

লঘুভাগবতামৃতে (১।৩৩) সাত্বততন্ত্র-বাক্য—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একস্তুঃ মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ২৫১ ॥

এক কৃষ্ণই ত্রিবিধ স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাতা ঃ—

অনন্তশক্তি-মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
'ইচ্ছাশক্তি', 'ক্রিয়াশক্তি', 'জ্ঞানশক্তি' নাম ॥ ২৫২ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণ—ইচ্ছা বা আনন্দশক্তির এবং চতুর্ব্ব্যূহর মধ্যে (১) বাসুদেবরূপে তিনিই সম্বিচ্ছক্তির প্রভু ঃ—

ইচ্ছাশক্তি-প্রধান কৃষ্ণ—ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তি-প্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা ॥ ২৫৩ ॥
ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিনশক্তি মেলি' প্রপঞ্চ-রচন ॥ ২৫৪ ॥

তিনিই বলরাম বা সঙ্কর্ষণরূপে সন্ধিনীশক্তির প্রভু, ত্রিবিধ-শক্তিদ্বারে চিদচিজ্জগৎপ্রাকট্য ঃ—

ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ ॥ ২৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪৯। হে দ্বিজসকল, যেমন মহাজলাশয় হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলাশয় হয়, তদ্রূপ সত্ত্বনিধি হরির অবতার—অসংখ্য।

২৫০। 'সেইত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার'—এই পর্য্যন্ত কৃষ্ণের বহুবিধ স্বরূপ বিচারিত হইল। এখন কৃষ্ণের শক্তি বিচারিত হইবে।

অনুভাষ্য

ইঁহারা প্রায় প্রতিকল্পেই (ব্রহ্মার একদিনের নামই এক 'কল্প') আবির্ভূত হন বলিয়া 'কল্পাবতার'-নামেও কথিত। ইঁহাদের মধ্যে 'হংস' ও 'মোহিনী'—অচিরস্থায়ী ও অনতিপ্রসিদ্ধ প্রাভবাবস্থ অবতার; কপিল, দত্তাত্রেয়, ঋষভ, ধন্বন্তরি ও ব্যাস,—এই পাঁচ-মূর্ত্তি চিরস্থায়ী ও বিস্তৃত-কীর্ত্তি এবং মুনিচেষ্টাযুক্ত প্রাভবাবস্থ অবতার; আর কূর্ম্ম, মৎস্য, নারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ ও প্রলম্বঘ্ন বলদেব—বৈভবাবস্থ অবতার।

২৪৬। গুণাবতার—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব (ভাঃ ১০।৮৮।৩), —এই তিন মূর্ত্তি।

মন্বন্তরাবতার—(ভাঃ ৮ম স্কঃ, ১ম অঃ, ৫ম অঃ ও ১৩ অঃ)—১। যজ্ঞ, ২। বিভু, ৩। সত্যসেন, ৪। হরি, ৫। বৈকুণ্ঠ ৬। অজিত, ৭। বামন, ৮। সার্ব্বভৌম, ৯। ঋষভ, ১০। বিশ্বক্সেন, ১১। ধর্ম্মসেতু, ১২। সুধামা, ১৩। যোগেশ্বর, ১৪। বৃহদ্ভানু—এই চৌদ্দ মূর্ত্তির মধ্যে, 'যজ্ঞ' ও 'বামন' লীলাবতারও বটেন, সুতরাং ১২ মূর্ত্তি মন্বন্তরাবতার; আবার এই চৌদ্দ মন্বন্তরাবতার 'বৈভবাবস্থ' অবতার বলিয়াও কথিত।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫২-২৫৬। সেই অদ্বয়তত্ত্ব কৃষ্ণের অনন্তশক্তি আছে, তন্মধ্যে 'ইচ্ছাশক্তি', 'ক্রিয়াশক্তি' ও 'জ্ঞানশক্তি'—সর্ব্বকার্য্যেরই এই তিনটী বিশেষ পরিচয় আছে; ইচ্ছাশক্তি-প্রধান—'কৃষ্ণ',

অনুভাষ্য

যুগাবতার—(১) সত্যে 'শুক্ল' (ভাঃ ১১।৫।২১), (২) ত্রেতায় 'রক্ত' (ভাঃ ১১।৫।২৪), (৩) দ্বাপরে 'শ্যাম' (ভাঃ ১১।৫।২৭), (৪) সাধারণ-কলিতে 'কৃষ্ণবর্ণ' এবং বিশেষ কলিতে 'পীতবর্ণ' (ভাঃ ১১।৫।৩২ ও ১০।৮।১৩ দ্রষ্টব্য)।

শক্ত্যাবেশাবতার—(ক) ভগবদাবেশ—কপিল ও ঋষভদেব; (খ) শক্ত্যাবেশ—১। বৈকুণ্ঠস্থ শেষ (স্ব-সেবনশক্তি), ২। অনন্ত (ভূধারণ-শক্তি), ৩। ব্রহ্মা (সৃষ্টিশক্তি), ৪। চতুঃসন (জ্ঞানশক্তি), ৫। নারদ (ভক্তিশক্তি), ৬। পৃথু (পালনশক্তি), ৭। পরশুরাম (দুষ্টদমন-শক্তি)—এই সপ্তমূর্ত্তি।

২৪৮। শাখাচন্দ্রন্যায়—ভূমিস্থিত সমতলে বৃক্ষশাখা নির্দ্দেশ করিয়া আকাশ-গোলস্থিত চন্দ্রের স্থান-নির্দ্দেশের ন্যায় দিক্-প্রদর্শন মাত্র। অবতারসমূহ লৌকিক দর্শনের গোচরীভূত হইলেও তাঁহারা মায়িক নহেন। তাঁহাদের অপ্রাকৃত লীলা—অন্বয়ভাবে অনুগত জীবেরই জ্ঞেয়, তর্কপন্থী লোকের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে।

২৪৯। শৌনকাদি ঋষিগণকে শ্রীসূত-গোস্বামী শ্রীহরির অসংখ্য অবতারের কথা বর্ণন করিয়া অবতারগণের অসংখ্যত্ব বলিতেছেন,—

সঙ্কর্ষণই আদিপুরুষ বা কারণশায়ী ও চিদ্‌বৈভব সত্তার কারণ ঃ—

অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায় ।
গোলোক, বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তিদ্বারায় ॥ ২৫৬ ॥

চিচ্ছক্তিবিলাস তদ্রূপবৈভব সঙ্কর্ষণ হইতে প্রকাশিত ঃ—

যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তিবিলাস ।
তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ ॥ ২৫৭ ॥

অনন্তরূপী সঙ্কর্ষণ হইতে গোলোকধাম-প্রাকট্য—
ব্রহ্মসংহিতায় (৫।২)—

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্ ।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্ ॥ ২৫৮ ॥

সাংখ্যবাদ-নিরাস, সঙ্কর্ষণের ঈক্ষণশক্তি-ক্ষুব্ধা জড়া মায়াই
ক্রিয়াবতী হইয়া বিশ্ব-সৃষ্টিকারিণী ঃ—

মায়া-দ্বারে সৃজে তেঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ড-কারণ ॥ ২৫৯ ॥
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি বিনে ।
তাহাতেই সঙ্কর্ষণ করে শক্তির আধানে ॥ ২৬০ ॥

উপমা ঃ—

ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি ।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে পায় দাহ-শক্তি ॥ ২৬১ ॥

রামকৃষ্ণই বিশ্বের একমাত্র জনক ও নিয়ামক ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৬।৩১)—

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্ ।
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ ॥২৬২

প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে কৃপাপূর্ব্বক প্রপঞ্চে প্রাকট্য
বা অবতরণই অবতার ঃ—

সৃষ্টি-হেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে ।
সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি 'অবতার' নাম ধরে ॥ ২৬৩ ॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান ।
বিশ্বে অবতরি' ধরে 'অবতার' নাম ॥ ২৬৪ ॥

সঙ্কর্ষণই প্রকৃতি-বীক্ষণ ও বীজবপনকারী আদি-পুরুষাবতার ঃ—

সেই মায়া অবলোকিতে শ্রীসঙ্কর্ষণ ।
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম ॥ ২৬৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।১)—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ২৬৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৬।৪২)—

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যাঁহার ইচ্ছায় সমস্ত ব্যাপারই হইয়া থাকে ; জ্ঞানশক্তিপ্রধান —'বাসুদেব' আর 'ক্রিয়াশক্তিপ্রধান—'সঙ্কর্ষণ'। এই তিনের ঐ তিনটী শক্তি লইয়াই প্রাকৃতাপ্রাকৃত জগৎ সৃষ্ট বা প্রকটিত হইয়াছে। অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা 'সঙ্কর্ষণ' কৃষ্ণের ইচ্ছায় চিচ্ছক্তিদ্বারা চিচ্ছক্তিবিলাসরূপ গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি ধাম প্রকট করিয়াছেন।

২৫৮। গোকুলাখ্য মহৎপদ—সহস্রদলপদ্মপত্র ; তাহার কর্ণিকার তদাধার, সমস্তই অনন্তের অংশসম্ভব।

অনুভাষ্য

হে দ্বিজাঃ, অবিদাসিনঃ (অপক্ষয়হীনাৎ) সরসঃ [সকাশাৎ] [যথা] কুল্যাঃ (স্বল্পপ্রবাহাঃ) সহস্রশঃ স্যুঃ (সম্ভবন্তি), তথা হি সত্ত্বনিধেঃ (সর্ব্বসত্ত্বাশ্রয়স্য বিশুদ্ধসত্ত্বসেবধেঃ) হরেঃ অসংখ্যেয়াঃ (গণনাতীতাঃ) অবতারাঃ।

২৫১। আদি, ৫ম পঃ ৭৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৫৮। গোকুলাখ্যং মহৎপদং (তদ্রূপবৈভবশ্রেষ্ঠং ধাম)—সহস্রপত্রং কমলং (সহস্রদল-পদ্মমিব) ; তৎকর্ণিকারং (তৎ-পদ্মপুষ্পমধ্যম্ এব) তদ্ধাম (তস্য কৃষ্ণস্য ধাম) ; তৎ—অনন্তাংশসম্ভবং (বলদেবাংশজাতম্)।

২৫৯-২৬১। আদি, ৫ম পঃ ৬০-৬৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬২। এই—রাম-কৃষ্ণ ; এই বিশ্বের বীজযোনিস্বরূপ। তাঁহারা দুইজনই সমস্ত-ভূতে প্রবেশপূর্ব্বক পরস্পর ভেদ-জ্ঞান উৎপন্ন করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

২৬২। কৃষ্ণের অনুরোধক্রমে ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণ-বিরহজ শোক-লাঘবের জন্য মহাত্মা উদ্ধব ব্রজে আগমন করিয়া বিশ্রাম করিলে পর নন্দ কৃষ্ণসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় নন্দ-যশোদার নিকট উদ্ধবের কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণন,—

রামঃ মুকুন্দশ্চ ইতি এতৌ—বিশ্বস্য বীজযোনী (নিমিত্তো-পাদানে), পুরুষঃ (অংশঃ), প্রধানং (শক্তিঃ) [অতঃ প্রধান-পুরুষৌ অপি এতৌ এবেত্যর্থঃ,—এবমনয়োর্জনকত্বমুক্তম্] ; ইমৌ—পুরাণৌ (অনাদী, সনাতনৌ ; অতঃ) ভূতেষু অন্বীয় (অনুপ্রবিশ্য) [ভূতানাং তদুপহিতস্য] বিলক্ষণস্য (নানাভেদস্য) জ্ঞানস্য (জীবস্য) চ ঈশাতে (নিয়ন্তারৌ ভবতঃ, এবমনয়ো-র্নিয়ন্তৃত্বমপ্যুক্তম্)।

২৬৪। আদি, ৫ম পঃ ৮১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬৬। আদি, ৫ম পঃ ৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬৭। আদি, ৫ম পঃ ৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(১) স্বীয় বৈকুণ্ঠে শেষ-পর্য্যঙ্কে কারণার্ণব বা বিরজাশায়ী—প্রকৃতির অন্তর্যামী ব্রহ্মাণ্ড-কারণ-স্রষ্টা ঃ—

সেই পুরুষ বিরজাতে করেন শয়ন।
'কারণাব্ধিশায়ী' নাম—জগৎকারণ ॥ ২৬৮ ॥

বিরজা ও কারণাব্ধির একপারে তুরীয় পরব্যোম বা চিদ্বৈভব বৈকুণ্ঠ, অপরপারে মায়াবিলাস বা অচিদ্বৈভব প্রাকৃত দেবীধাম ঃ—

কারণাব্ধি-পারে মায়ার নিত্য অবস্থিতি।
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি ॥ ২৬৯ ॥

বৈকুণ্ঠের মাহাত্ম্য ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।১০)—

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥২৭০

মায়ার দুইরূপে দ্বিবিধা বৃত্তি—(ক) প্রকৃতি ও (খ) প্রধানের কার্য্য ঃ—

মায়ার যে দুই বৃত্তি—'মায়া' আর 'প্রধান'।
'মায়া' নিমিত্তহেতু, 'প্রধান' বিশ্বের উপাদান ॥ ২৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭০। সেই বৈকুণ্ঠে রজস্তমঃ বা তাহাদের সহিত মিশ্রসত্ত্ব অথবা কালবিক্রম নাই এবং সেখানে মায়া পর্য্যন্ত নাই, অন্যের কি কথা ; সেখানে শ্রীকৃষ্ণের অনুব্রত সুরাসুরার্চ্চিত পার্ষদ-ভক্তগণ বাস করেন।

অনুভাষ্য

২৭০। 'শুদ্ধজীবাত্মার কিরূপে দেহসম্বন্ধ হয়?'—রাজা পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব তাঁহার নিকট, ভগবৎকর্ত্তৃক ব্রহ্মার নিকট চতুঃশ্লোকীস্থ তত্ত্বজ্ঞান-কীর্ত্তনপ্রসঙ্গ বলিবার পূর্ব্বে সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবদ্দর্শনার্থ ব্রহ্মার দিব্য সহস্র বৎসর তপস্যাফলে ভগবান্ ব্রহ্মাকে যে বৈকুণ্ঠধাম প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, সেই বৈকুণ্ঠের বর্ণন করিতেছেন,—

যত্র (বৈকুণ্ঠে) রজঃ, তমঃ, তয়োঃ মিশ্রং (তাভ্যাং যুক্তং) সত্ত্বং চ [ন প্রবর্ত্ততে, পরন্তু বিশুদ্ধমেব সত্ত্বং প্রবর্ত্ততে], কাল-বিক্রমঃ (নাশঃ চ ন প্রবর্ত্ততে), যত্র (বৈকুণ্ঠে) মায়া ন প্রবর্ত্ততে (নাস্তি), অপরে (মায়াসম্বন্ধিনঃ রাগ-লোভাদয়ঃ) ন [সন্তি ইতি] কিমুত (কিং বক্তব্যম্?) যত্র (বৈকুণ্ঠে) সুরাসুরার্চ্চিতাঃ (দেব-দৈত্যৈঃ সর্ব্বৈঃ অপি পূজিতাঃ) হরেঃ অনুব্রতাঃ (পার্ষদাঃ) [বর্ত্তন্তে]।

২৭১। আদি, ৫ম পঃ ৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৭২-২৭৩। ব্রহ্মসংহিতায় ৫ম অঃ ১০-১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২৭৪। দেবহূতি পুরুষ ও প্রকৃতির লক্ষণ জিজ্ঞাসা করায় ভগবান্ কপিলদেব তাঁহাকে মহদাদি অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব বর্ণন-পূর্ব্বক তদধীশ-তত্ত্ব পুরুষাবতার ভগবান্ ও তাঁহা হইতে জীব-প্রাকট্য বর্ণন করিতেছেন,—

দৈবাৎ (কালাৎ) ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং (ক্ষুভিতাঃ ধর্ম্মাঃ গুণাঃ যস্যাং তস্যাং) [স্বকীয়ায়াং] যোনৌ (অভিব্যক্তিস্থানে প্রকৃতৌ) পরঃ পুমান্ (পরমপুরুষঃ ভগবান্ কারণার্ণবশায়ী) বীর্য্যং (জীবশক্তিম্) আধত্ত (আহিতবান্) ; সা (প্রকৃতিঃ) হিরণ্ময়ং (প্রকাশবহুলং) মহত্তত্ত্বম্ অসৃত।

২৭৫। মহাত্মা বিদুর শ্রীমৈত্রেয় ঋষির নিকট শ্রীহরির পুরুষাবতার-লীলা-কথা জিজ্ঞাসা করায় পুরুষাবতারের মায়া-দ্বারা-বিশ্বসৃষ্টি-বর্ণনপূর্ব্বক তাহা হইতে জীবসর্গোদ্ভব বর্ণন করিতেছেন,—

বীর্য্যবান্ (চিচ্ছক্তিমান্) অধোক্ষজঃ (অতীন্দ্রিয়ঃ মহাবৈকুণ্ঠ-

প্রকৃতির প্রতি কারণোদশায়ীর ঈক্ষণ ঃ—

সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি' করে বীর্য্যের আধান ॥ ২৭২ ॥

স্বয়ং শুদ্ধ হইয়াও অশুদ্ধের ন্যায় প্রতীত ; সঙ্কল্পমাত্রেই প্রকৃতিস্পর্শ ও প্রকৃতি-যোনিতে লোমকূপস্থ অনন্ত চিৎপরমাণু জীবশক্তি-নিধান ঃ—

স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন।
জীব-রূপ 'বীজ' তাতে কৈলা সমর্পণ ॥ ২৭৩ ॥

জীব ও তাহার ভোগায়তন ২৭টী তত্ত্বের উৎপত্তির ইতিবৃত্ত ; প্রকৃতির আদি পরিণাম ও বিশ্বাঙ্কুর চিত্তরূপী 'মহত্তত্ত্বে'র উৎপত্তির কারণ ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৬।১৯)—

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাহসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥ ২৭৪ ॥

জীবশক্তির প্রাকট্য-ইতিহাস ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৫।২৬)—

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥ ২৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭৪। সেই শ্রেষ্ঠপুরুষ দৈবাৎ ক্ষুভিত-ধর্ম্মিণী স্বীয় মায়ায় নিজবীর্য্য আধান করিয়াছিলেন, তাহাতে মায়া হিরণ্ময় মহত্তত্ত্বকে প্রসব করেন।

২৭৫। কালবৃত্তিদ্বারা গুণময়ী (ক্ষুভিতা) মায়ায় বীর্য্যবান্ (চিচ্ছক্তিমান্) অধোক্ষজ (মহাবৈকুণ্ঠনাথ) আত্মাংশস্বরূপ পুরুষ অর্থাৎ প্রকৃত্যধিষ্ঠাতা আদি-পুরুষদ্বারা বীর্য্য (চিৎপরমাণুপুঞ্জ জীবশক্তি) আধান করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান-চয়—মহত্তত্ত্ব হইতে 'অহঙ্কারত্রয়' ঃ—

তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার ।
যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয়ভূতের প্রচার ॥ ২৭৬ ॥

২৮টী তত্ত্বযুক্ত অনন্তব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি ঃ—

সর্ব্বতত্ত্ব মিলি' সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তার নাহিক গণন ॥ ২৭৭ ॥

ইনিই মহত্তত্ত্ব-স্রষ্টা মহাবিষ্ণু ; ইঁহার লোমকূপেই অনন্ত চিৎপরমাণু-জীব ঃ—

ইঁহো মহৎস্রষ্টা পুরুষ—'মহাবিষ্ণু' নাম ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লোমকূপে ধাম ॥ ২৭৮ ॥

তাঁহার নিশ্বাসে ব্রহ্মাণ্ডের 'সৃষ্টি', প্রশ্বাসে 'প্রলয়' ঃ—

গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আসে যায় ।
পুরুষ-নিশ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায় ॥ ২৭৯ ॥
পুনরপি নিশ্বাস-সহ যায় অভ্যন্তর ।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর, সব—মায়া-পার ॥ ২৮০ ॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪৮)—

যস্যৈক-নিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২৮১ ॥

সমগ্র জীবশক্তি ও প্রকৃতির কারণরূপে তিনিই অনন্তকোটি ধামের মূলকর্ত্তা ঃ—

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের ইঁহো অন্তর্যামী ।
কারণাব্ধিশায়ী—সব জগতের স্বামী ॥ ২৮২ ॥

(২) প্রদ্যুম্নরূপী দ্বিতীয়-পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ীর বর্ণন ঃ—

এইত কহিলুঁ প্রথম পুরুষের তত্ত্ব ।
দ্বিতীয় পুরুষের এবে শুনহ মহত্ত্ব ॥ ২৮৩ ॥

কারণোদশায়ীই ব্রহ্মাণ্ড-সংস্থিত গর্ভোদশায়ী ঃ—

সেই পুরুষ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া ।
একৈক-মূর্ত্ত্যে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হঞা ॥ ২৮৪ ॥
প্রবেশ করিয়া দেখে সব—অন্ধকার ।
রহিতে নাহিক স্থান, করিলা বিচার ॥ ২৮৫ ॥

গর্ভবারি প্রাকট্য, তথায় বৈকুণ্ঠে শেষশয্যায় শয়ন ঃ—

নিজাঙ্গ-স্বেদজলে ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ ভরিল ।
সেই জলে শেষশয্যায় শয়ন করিল ॥ ২৮৬ ॥

চতুর্ম্মুখান্তর্যামী গর্ভোদশায়ী হইতেই গুণাবতারের প্রাকট্য,—

(ক) জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার উৎপত্তি ঃ—

তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম ।
সেই পদ্মে হইল ব্রহ্মার জন্ম-সদ্ম ॥ ২৮৭ ॥
সেই পদ্মনালে হইল চৌদ্দভুবন ।
তেঁহো 'ব্রহ্মা' হঞা সৃষ্টি করিলা সৃজন ॥ ২৮৮ ॥

(খ) জগৎপালক বিষ্ণু-প্রাকট্য ; তিনি সত্ত্বাধিষ্ঠাতৃদেব হইয়াও স্বয়ং গুণমায়াতীত ঃ—

'বিষ্ণু'-রূপ হঞা করে জগৎ পালনে ।
গুণাতীত বিষ্ণু—স্পর্শ নাহি মায়া-সনে ॥ ২৮৯ ॥

(গ) জগৎসংহারক রুদ্রের উৎপত্তি ঃ—

'রুদ্র'-রূপ ধরি' করে জগৎ সংহার ।
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হয় ইচ্ছায় যাঁহার ॥ ২৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭৬। ত্রিবিধ অহঙ্কার—বৈকারিক, তৈজস ও তামস।

অনুভাষ্য

নাথঃ ভগবান্) আত্মভূতেন (স্বাংশেন) পুরুষেণ (প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃ-রূপেণ কারণাব্ধিশায়িনা) কালবৃত্ত্যা (নিমিত্তভূতয়া কালশক্ত্যা) গুণময্যাং (ক্ষুভিতগুণায়াং) মায়ায়াং বীর্য্যং (চিদাভাস-জীবাখ্য-শক্তিম্) আধত্ত (আদধৌ)।

২৭৬। চিত্তরূপে মহত্তত্ত্বের অবস্থান, যাহার অধিষ্ঠাতৃদেব—বাসুদেব (ভাঃ ৩।২৬।২১) ; মহত্তত্ত্বের বিকার হইতে (১) বৈকারিক, অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার, তাহা হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় বা মন, যাহার অধিষ্ঠাতৃদেব—অনিরুদ্ধ (ভাঃ ৩।২৬।২৭-২৮); (২) তৈজস অর্থাৎ রাজস অহঙ্কার হইতে 'বুদ্ধি' (যাহার অধিষ্ঠাতৃদেব—প্রদ্যুম্ন) এবং ইন্দ্রিয়গণ (ভাঃ ৩।২৬।৩০-৩১); (৩) তামস অহঙ্কার হইতে শব্দ-তন্মাত্র এবং তাহা হইতে আকাশ ও শ্রোত্রেন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি (ভাঃ ৩।২৬।৩২) ; এই অহঙ্কার-ত্রয়ের অধিষ্ঠাতৃদেব—সঙ্কর্ষণ (ভাঃ ৩।২৬।২৫)। সাংখ্যকারিকায়—"সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ—ভূতাদেস্তন্মাত্রং স তামসস্তৈজসাদুভয়ম্।" *

২৭৮। মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা আদিপুরুষাবতারের নাম 'মহাবিষ্ণু'। মহাবিষ্ণুর লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আশ্রিত।

২৮১। আদি, ৫ম পঃ ৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৮৭। সদ্ম—গৃহ, নিকেতন আবাস।

২৮৯। ব্রহ্মা ও শিবের ন্যায় বিষ্ণুকে বিষ্ণুমায়া আবরণ করিতে পারে না ; বিষ্ণু—গুণাতীত বস্তু, তজ্জন্য মায়িক গুণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে। গুণাবতার ব্রহ্মা ও শিব—

* *সাংখ্যকারিকায়—"বৈকারিক অহঙ্কার হইতে সাত্ত্বিক অহঙ্কার-রূপ একাদশটী ইন্দ্রিয় প্রকাশিত হয় ; তৈজস অহঙ্কার হইতে ভূতাদির তন্মাত্র ও সেই তামস অহঙ্কার উভয় প্রকাশিত হয়।*

তিনটী গুণাবতারে ত্রিবিধ অধিকার-ভার ন্যস্ত ঃ—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তাঁর গুণ-অবতার ।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তিনের অধিকার ॥ ২৯১ ॥

হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টিজীবের অন্তর্যামী এই গর্ভোদশায়ীই ঋক্‌সূক্তের স্তবনীয় ঃ—

হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্যামী—গর্ভোদকশায়ী ।
'সহস্রশীর্ষাদি' করি' বেদে যাঁরে গাই ॥ ২৯২ ॥

তিনিও স্বয়ং মায়াধীশ তত্ত্ব ঃ—

এই ত' দ্বিতীয়-পুরুষ—ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর ।
মায়ার 'আশ্রয়' হয়, তবু মায়া-পার ॥ ২৯৩ ॥

(৩) অনিরুদ্ধরূপী তৃতীয়-পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী বা গুণাবতার বিষ্ণু ঃ—

তৃতীয়-পুরুষ বিষ্ণু—'গুণ-অবতার' ।
দুই অবতার-ভিতর গণনা তাঁহার ॥ ২৯৪ ॥

তিনিই সর্ব্বভূতস্থ অর্থাৎ বিরাট্ বা ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামী ও পালক ঃ—

বিরাট্ ব্যষ্টি-জীবের তেঁহো অন্তর্যামী ।
ক্ষীরোদকশায়ী, তেঁহো—পালনকর্ত্তা, স্বামী ॥ ২৯৫ ॥

(খ) লীলাবতার-বর্ণন ঃ—

পুরুষাবতারের এই কৈলুঁ নিরূপণ ।
লীলাবতার এবে শুন, সনাতন ॥ ২৯৬ ॥

অসংখ্য লীলাবতারের মধ্যে ২৫ মূর্ত্তিই মুখ্য ঃ—

লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন ।
প্রধান করিয়া কহি দিগ্‌দরশন ॥ ২৯৭ ॥
মৎস্য, কূর্ম্ম, রঘুনাথ, নৃসিংহ, বামন ।
বরাহাদি—লেখা যাঁর না যায় গণন ॥ ২৯৮ ॥

শাস্ত্রপ্রমাণ ঃ

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।৪০)—

মৎস্যাশ্ব-কচ্ছপ-নৃসিংহ-বরাহ-হংস-
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ॥ ২৯৯ ॥

(গ) গুণাবতারত্রয়-বর্ণন ঃ—

লীলাবতারের কৈলুঁ দিগ্‌দরশন ।
গুণাবতারের এবে শুন বিবরণ ॥ ৩০০ ॥

তিনজন—তিনটী কার্য্যের কর্ত্তা ঃ—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,—তিন গুণ-অবতার ।
ত্রিগুণ অঙ্গীকরি' করে সৃষ্ট্যাদি-ব্যবহার ॥ ৩০১ ॥

(১) রজোগুণে ব্রহ্মা,—কখনও মহত্তম জীবের বৈরাজব্রহ্মত্ব, কখনও তদভাবে গর্ভোদশায়ীরই হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মত্ব ঃ—

ভক্তিমিশ্রকৃতপুণ্যে কোন জীবোত্তম ।
রজোগুণে বিভাবিত করি' তাঁর মন ॥ ৩০২ ॥
গর্ভোদকশায়ীদ্বারা শক্তি সঞ্চারি' ।
ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা-রূপ ধরি' ॥ ৩০৩ ॥

অনুভাষ্য

২৯৯। মৎস্য, অশ্বগ্রীব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, দাশরথি, পরশুরাম, বামন ইত্যাদিরূপে বিবিধ অবতার হইয়া আমাদিগকে এবং ত্রিভুবনকে তুমি প্রতিপালন করিয়া থাক ; হে যদূত্তম, তোমাকে বন্দনা করি, হে ঈশ্বর, এই পৃথিবীর ভার এখন গ্রহণ কর।

অনুভাষ্য

মায়ার অধীন, কিন্তু বিষ্ণু তাদৃশ নহেন ; যেহেতু, "মায়াধীশ-মায়াবশ ঈশ্বরে-জীবে ভেদ।"

২৯২। "সহস্রশীর্ষ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" ইত্যাদি ঋক্‌সূক্ত।

২৯৯। কংস-কারাগারস্থিতা দেবকীর গর্ভগত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেবগণের সহিত ব্রহ্মা অসুর-নিধনের জন্য স্তব করিতেছেন,—

হে ঈশ, ত্বং মৎস্যাশ্বকচ্ছপবরাহনৃসিংহ-হংসরাজন্য-বিপ্রবিবুধেষু (মৎস্য-হয়গ্রীব-কূর্ম্ম-বরাহ-নৃসিংহ-হংস-দাশরথি-পরশুরাম-বামনাদিষু) [কলারূপেণ] কৃতাবতারঃ সন্ (রূপাণি প্রকাশ্য অবতারান্ প্রকটয়ন্, অবতীর্ণঃ সন্) নঃ (অস্মান্ দেবান্) ত্রিভুবনং (ভূর্ভুবঃস্বরিতি স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালান্ বা লোকত্রয়ান্) চ (অন্যদা যথা) পাসি (রক্ষয়সি), তথা অধুনা [অপি] ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) ভারম্ (অধর্ম্মং) হর (নাশয়, অস্মান্ পাহীত্যর্থঃ) ; (অতঃ) হে যদূত্তম, (যদুকুলশ্রেষ্ঠ,) তে (তুভ্যং) বন্দনং [কূর্ম্মঃ ইতি বয়ং সর্ব্বে ত্বাং শিরোভিঃ প্রণমামঃ]।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩০১-৩০৩। সেই গর্ভোদকশায়ী পুরুষাবতার বিষ্ণু—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ আশ্রয় করিয়া বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব—এই তিনটী গুণাবতার প্রকাশ করেন ; তন্মধ্যে কোন জীবোত্তমকে ভক্তিমিশ্র-পুণ্যক্রমে রজোগুণে বিভাবিত করিয়া, তাঁহাতে নিজশক্তি সঞ্চার করত 'ব্রহ্মারূপে' ব্যষ্টি-সৃষ্টি করেন।

অনুভাষ্য

৩০১। ত্রিগুণ অঙ্গীকরি',—রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণত্রয় অঙ্গীকার করিয়া অর্থাৎ স্বীকারপূর্ব্বক জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪৯)—

ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩০৪ ॥

কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে 'ব্রহ্মা' হয় ॥ ৩০৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬৮।৩৭)—

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিত-তীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক ॥ ৩০৬ ॥

(২) তমোগুণে রুদ্র; মায়াসঙ্গিরূপে গর্ভোদশায়ীরই রুদ্রত্ব ঃ—

নিজাংশ-কলায় কৃষ্ণ তমো-গুণ অঙ্গীকারে।
সংহারার্থে মায়া-সঙ্গে রুদ্র-রূপ ধরে ॥ ৩০৭ ॥

কৃষ্ণের স্বাংশরূপে বস্তুতঃ অভিন্নাংশ ঈশ্বর-কোটি হইয়াও রুদ্র—মায়াসঙ্গবিকারে জগৎসংহারকরূপে বিভিন্নাংশ জীব ঃ—

মায়াসঙ্গ-বিকারে রুদ্র—ভিন্নাভিন্ন রূপ।
জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের 'স্বরূপ' ॥ ৩০৮ ॥

রুদ্রের ভেদাভেদপ্রকাশত্বের উপমা—দুগ্ধ ও দধির দৃষ্টান্ত ঃ—

দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে ॥ ৩০৯ ॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪৫)—

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সংজায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩১০ ॥

রুদ্র ও বিষ্ণুর পার্থক্য ঃ—

'শিব'—মায়াশক্তিসঙ্গী, তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত, গুণাতীত 'বিষ্ণু'—পরমেশ ॥ ৩১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩০৪। সূর্য্য যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ প্রস্তরে নিজ তেজকে কিয়ৎপরিমাণে প্রকট করেন, সেইরূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ কোন জীবে স্বীয় শক্তি আধানপূর্ব্বক 'ব্রহ্মা' হইয়া জগদণ্ড বিধান করেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি।

৩০৭-৩০৮। নিজ অংশ-কলায় তমোগুণ অঙ্গীকার করত সংহারের উদ্দেশ্যে মায়াসঙ্গে 'রুদ্র'রূপ ধারণ করেন। মায়াসঙ্গ-বিকারে রুদ্র—ভেদাভেদপ্রকাশরূপ তত্ত্ব; সুতরাং তিনি জীবতত্ত্ব-মধ্যে পরিগণিত হন, কৃষ্ণের 'স্বরূপ' হন না।

৩১০। বিকারবিশেষ-যোগে ক্ষীর (দুগ্ধ) যেরূপ দধি হইয়া জাত হয়, বিকার ব্যতীত তাহাতে আর কোন হেতু নাই, সেইরূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ কার্য্যক্রমে শম্ভুতা গ্রহণ করেন, তাঁহাকে আমি ভজন করি।

অনুভাষ্য

প্রলয়াদি ব্যবহারোদ্দেশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব,—এই তিন গুণাবতার।

৩০৪। যথা ভাস্বান্ (সূর্য্যঃ) নিজেষু (নিত্য-স্বীয়ত্বেন বিখ্যাতেষু) অশ্মসকলেষু অপি (সূর্য্যকান্তাখ্যেষু) স্বীয়ং কিয়ত্তেজঃ (কিঞ্চিৎ প্রভাবং) প্রকটয়তি, তদ্বৎ যঃ এষঃ পুরুষঃ (গর্ভোদশায়ী) অত্র (ব্রহ্মাণ্ডে) ব্রহ্মা (সন্) জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা (ব্রহ্মাণ্ডস্য ব্যষ্টিসৃষ্টিকর্ত্তা,) তং আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি।

৩০৫। কল্প—ব্রহ্মায়ুকাল, ব্রহ্মার শতবর্ষ-স্থিতিকাল। ব্রহ্মার একদিবসে অর্থাৎ সহস্রচতুর্যুগে ৪৩২০০০০০০০ সৌরবর্ষে মানবের 'কল্প' অর্থাৎ ব্রহ্মদিন। তাদৃশ ৩৬০ দিনে ব্রহ্মবর্ষ, তাদৃশ শতবর্ষই ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল।

৩০৬। আদি, ৫ম পঃ ১৪১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩০৭। কৃষ্ণ নিজ সঙ্কর্ষণরূপের অংশ কারণার্ণবশায়ীর কলা গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণু হইয়া তমোগুণ গ্রহণ করিয়া জগৎ-সংহারের জন্য গুণাবতার রুদ্ররূপ ধারণ করেন। বিষ্ণুতে সত্ত্বগুণাধিষ্ঠান স্বীকৃত হইলেও তাঁহার মায়াধীনতা সম্ভবপর নহে। যেখানে বিষ্ণুত্বের অভাব, সেইখানে শিবত্ব বা ব্রহ্মত্ব; তাহাতে মায়ার সংযোগ আছে। শিবত্ব ও ব্রহ্মত্ব—বিষ্ণুমায়ার অভিভাব্য।

৩০৮-৩০৯। রুদ্র—বিষ্ণুর সহিত ভেদাভেদতত্ত্ব; মায়ার সঙ্গে বিকার লাভ করায় বিষ্ণুর সহিত 'ভিন্ন' এবং স্বয়ং বস্তুতঃ বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন। বিষ্ণু—বিষ্ণুর সহ কখনও ভিন্ন নহেন, কিন্তু মায়াবশে শিব ও ব্রহ্মাদি—বিষ্ণু হইতে ভিন্ন। বিষ্ণু কখনই বিকারী নহেন। যেখানে ঈশ্বরত্বে মায়িক বিকার লক্ষিত হয়, তাহা বিষ্ণু হইতে ভিন্নরূপ—গুণাবতার-সংজ্ঞক শিব বা ব্রহ্মা। সুতরাং রুদ্র—বিকারবিশিষ্ট ভেদাভেদপ্রকাশ জীবতত্ত্ব, স্বরূপতঃ কৃষ্ণস্বরূপ বিষ্ণুতত্ত্ব নহেন, পরন্তু বৈষ্ণবতত্ত্ব। ঈশ্বররূপ দুগ্ধ মায়ারূপ অম্লযোগে দুগ্ধাবস্থা হইতে দুগ্ধবিকার দধিরূপে অন্তরিত হওয়ায়, ঐ দধি দুগ্ধ হইতে জাত হইলেও কখনই দুগ্ধ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হয় না।

৩১০। ক্ষীরং (দুগ্ধং) যথা বিকারবিশেষযোগাৎ (অম্ল-

ব্যবহারতঃ রুদ্র সর্ব্বদা গুণমায়া-মিলিত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৮।৩, ৫)—

শিবঃ শক্তিযুক্তঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥ ৩১২ ॥

বিষ্ণুর গুণ-মায়াতীতত্ব ও অধোক্ষজত্ব ঃ—

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ ॥ ৩১৩ ॥

(৩) সত্বগুণে বিষ্ণু গর্ভোদশায়ীরই বিলাস, কৃষ্ণের কলা ঃ—

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার ।
সত্ত্বগুণ দৃষ্টান্ত, তাতে গুণমায়া-পার ॥ ৩১৪ ॥
স্বরূপ—ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, কৃষ্ণসম প্রায় ।
কৃষ্ণ অংশী, তেঁহো অংশ, বেদে হেন গায় ॥ ৩১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১২। বৈকারিক, তৈজস ও তামস,—এই তিনপ্রকার অহঙ্কারদ্বারা সংবৃত এবং সর্ব্বদা মায়াশক্তিযুক্ত তত্ত্বই 'শিব'।

৩১৩। শ্রীহরি—প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ ; তিনি সর্ব্বদৃক্ এবং সকলের উপদ্রষ্টা ; তাঁহাকে ভজন করিলে, জীব নির্গুণ হয়।

৩১৪-৩১৫। ব্রহ্মা শক্ত্যাবেশ হইয়াও গুণাবতার। রুদ্র ভেদাভেদ হইয়াও গুণাবতার। কিন্তু বিষ্ণু স্বাংশরূপে গুণাবতার

অনুভাষ্য

সংযোগেন) দধি সংজায়তে (দধিরূপেণ পরিণমতে), ততঃ হেতোঃ (ক্ষীরাৎ অপি তু) ন পৃথক্ (ভিন্নম্) অস্তি ; তথা কার্য্যাৎ (প্রাকৃত-বিশ্বসংহারার্থং গুণমায়াসঙ্গজ-বিকারাৎ) যঃ পুরুষঃ (গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুঃ) শম্ভুতাং (রুদ্রত্বম্) অপি সমুপৈতি (গৃহ্নাতি) তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজে।

৩১১। ভগবান্ বিষ্ণু—ত্রিগুণাতীত ও স্বীয় মায়ার অনভিভাব্য স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বস্তু। শিব স্বরূপতঃ ভাগবত হইয়াও ত্রিগুণের অন্যতম তমো-গুণাধীশ হইয়া মায়াসম্বন্ধযুক্ত এবং মায়াশক্তির সঙ্গবলে তৎসংশ্লিষ্ট। ভগবান্ বিষ্ণুতে মায়ার অস্তিত্ব নাই ; মায়ার অস্তিত্বানুভূতিতেই শিবের সত্তা, সুতরাং রুদ্র বিষ্ণুতত্ত্ব না হইয়া মায়ার সংপৃক্ত তত্ত্ববিশেষ। নিজের ভাগবত-সত্তানুভূতিতে শিবের মায়াপতিত্ব বা মায়াভোক্তৃত্ব-বুদ্ধি বিগত হইলেই তাঁহার হরিজনত্ব প্রকটিত।

৩১২। রুদ্র ও বিষ্ণুর উপাসকগণের বিরুদ্ধগতি-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের নিম্নলিখিত উক্তিদ্বয়—

শিবঃ শশ্বৎ (নিত্যং) শক্তিযুতঃ (স্বেচ্ছা-গৃহীতয়া গুণসাম্যাবস্থয়া মায়াশক্ত্যা সমন্বিতঃ) বৈকারিকঃ (সাত্ত্বিকঃ) তৈজসঃ

দীপের দৃষ্টান্ত ঃ—

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪৬)—

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা ।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩১৬ ॥

ব্রহ্মা ও শিব—বশ্য-তত্ত্ব ও কৃষ্ণ হইতে ভিন্নাকৃতি ; বিষ্ণু—ঈশ-তত্ত্ব ও কৃষ্ণের সমাকৃতি ঃ—

ব্রহ্মা, শিব—আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার ।
পালনার্থে বিষ্ণু—কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার ॥ ৩১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হইলেও তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বগুণদর্শনে তাঁহাকে মায়াগুণের অতীত বলিতে হইবে। বিষ্ণু—অংশ, কৃষ্ণ—তাঁহার অংশী ; অতএব কৃষ্ণের ন্যায় বিষ্ণু—স্বরূপৈশ্বর্য্যপূর্ণ।

৩১৬। দীপরশ্মি যেরূপ ভিন্নাধারে পৃথক্ দীপের ন্যায় কার্য্য করে অর্থাৎ পূর্ব্বদীপের ন্যায় সমানধর্ম্মা, তদ্রূপ যে আদি-পুরুষ গোবিন্দ 'বিষ্ণু' হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহাকে আমি ভজন করি।

অনুভাষ্য

(রাজসঃ) তামসঃ চ ইতি অহং (অহঙ্কার-তত্ত্বং)—ত্রিধা (অন্যোঽন্যোপমর্দ্দেন তমসস্ত্রৈবিধ্যাৎ) ত্রিলিঙ্গঃ (গুণত্রয়োপাধিবিশিষ্টঃ) গুণসংবৃতঃ (প্রকটৈশ্চ সদ্ভিঃ তৈঃ গুণৈঃ দূরতঃ সংবৃতঃ তদধিষ্ঠাতা)।

৩১৩। হরিঃ হি (খলু) প্রকৃতে পরঃ (ন তু ব্রহ্মাশিবাদিবৎ প্রাকৃতগুণমিশ্রঃ, অধোক্ষজত্বাৎ) সাক্ষাৎ (অনাবৃতঃ) নির্গুণঃ (সঙ্কল্পেনৈব সত্ত্বস্য প্রবর্ত্তনাৎ) পুরুষঃ (পুরুষোত্তমঃ) ; সঃ (হরিঃ) সর্ব্বদৃক্ (সর্ব্বেষাং ব্রহ্মশিবাদীনাং দৃক্ মোক্ষহেতুর্জ্ঞানং যস্মাৎ সঃ, সর্ব্বং পশ্যতীতি বা, অতঃ) উপদ্রষ্টা (সন্নিধৌ মুক্তান্ পশ্যতি, মুক্তগম্যঃ, আদিসাক্ষী বা অতঃ) তং (হরিং) ভজন্ নির্গুণো (স্বরূপস্থঃ) ভবেৎ।

৩১৬। [যতঃ] হি দীপার্চ্চিঃ (প্রদীপশিখা) এব দশান্তরং (মহাদীপাৎ ক্রমপরম্পরয়া অন্যদীপম্) অভ্যুপেত্য বিবৃত-হেতুসমানধর্ম্মা (প্রাকট্য-কারণ-মূলদীপেন সহ সমধর্ম্মযুক্তঃ অর্থাৎ জ্যোতীরূপত্বাংশে যথা তেন সহ সমঃ) দীপায়তে (ভাতি), তাদৃক এব যঃ পুরুষঃ হি বিষ্ণুতয়া (গর্ভোদশায়িনঃ বিলাসরূপ-ক্ষীরোদশায়িত্বেন) চ বিভাতি (দীব্যতি) তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি।

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৬।৩২)—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥ ৩১৮ ॥

(ঘ) মন্বন্তরাবতার বর্ণন ঃ—

মন্বন্তরাবতার এবে, শুন সনাতন।
অসংখ্য গণন তাঁর, শুনহ কারণ ॥ ৩১৯ ॥

মন্বন্তরাবতারের কাল ঃ—

ব্রহ্মার একদিনে হয় চৌদ্দ মন্বন্তর।
এ চৌদ্দ অবতার তাঁহা করেন ঈশ্বর ॥ ৩২০ ॥

সংখ্যা-নির্দ্দেশ ঃ—

চৌদ্দ এক দিনে, মাসে চারিশত বিশ।
ব্রহ্মার বৎসরে পঞ্চসহস্র চল্লিশ ॥ ৩২১ ॥
শতেক বৎসর হয় 'জীবন' ব্রহ্মার।
পঞ্চলক্ষ চারিসহস্র মন্বন্তরাবতার ॥ ৩২২ ॥

কারণাব্ধিশায়ীর নিশ্বাস-ত্যাগ হইতে প্রশ্বাস-গ্রহণ-কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মার আয়ুঃ ঃ—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঐছে করহ গণন।
মহাবিষ্ণু একশ্বাসে ব্রহ্মার জীবন ॥ ৩২৩ ॥
মহাবিষ্ণুর নিশ্বাসের নাহিক পর্য্যন্ত।
এক মন্বন্তরাবতারের দেখ লেখা অন্ত ॥ ৩২৪ ॥

চৌদ্দ মন্বন্তরাবতারের নাম ঃ—

স্বায়ম্ভুবে 'যজ্ঞ', স্বারোচিষে 'বিভু' নাম।
উত্তমে 'সত্যসেন', তামসে 'হরি' অভিধান ॥ ৩২৫ ॥
রৈবতে 'বৈকুণ্ঠ', চাক্ষুষে 'অজিত', বৈবস্বতে 'বামন'।
সাবর্ণ্যে 'সার্ব্বভৌম', দক্ষসাবর্ণ্যে 'ঋষভ' গণন ॥৩২৬॥
ব্রহ্মসাবর্ণ্যে 'বিষ্বক্সেন', 'ধর্ম্মসেতু' ধর্ম্মসাবর্ণ্যে।
রুদ্রসাবর্ণ্যে 'সুধামা', 'যোগেশ্বর' দেবসাবর্ণ্যে ॥৩২৭॥
ইন্দ্রসাবর্ণ্যে 'বৃহদ্ভানু' অভিধান।
এক চৌদ্দ মন্বন্তরে চৌদ্দ 'অবতার' নাম ॥ ৩২৮ ॥

(ঙ) যুগাবতার-বর্ণন ঃ—

যুগাবতার এবে শুন, সনাতন।
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি-যুগের গণন ॥ ৩২৯ ॥

চারিযুগে চারিবর্ণ অবতার ঃ—

শুক্ল-রক্ত-কৃষ্ণ-পীত-ক্রমে চারি বর্ণ।
চারিবর্ণ ধরি' কৃষ্ণ করেন যুগধর্ম্ম ॥ ৩৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১৮। ব্রহ্মা কহিলেন,—হরির নিয়োগমতেই আমি সৃষ্টি করি, তাঁহার আজ্ঞামতেই শিব নাশ করেন, ত্রিশক্তিধৃক্ সেই হরিই পুরুষরূপে বিশ্বকে পালন করেন।

৩২০। মন্বন্তরাবতার—ব্রহ্মার একদিনে ১৪ মন্বন্তর, তাহাতে ১৪ অবতার। ব্রহ্মার এক মাসে ৪২০ এবং একবৎসরে (৩৬০ দিনে) ৫০৪০ অবতার ; ব্রহ্মার জীবনে ৫০৪০০০ মন্বন্তরাবতার।

৩২৫। স্বায়ম্ভুবে—স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে যজ্ঞ-অবতার, স্বারোচিষ-মন্বন্তরে 'বিভু' ইত্যাদি ১৪ টী মন্বন্তরে ১৪ টী অবতার।

অনুভাষ্য

৩১৭। পালনশক্তিধৃক্ বিষ্ণু কৃষ্ণেতর বস্তু নহেন ; তিনি—কৃষ্ণস্বরূপই বটেন, পরন্তু ব্রহ্মা বা শিব—তাঁহার আজ্ঞাকারী ভক্তাবতার ভৃত্য।

৩১৮। দেবর্ষি নারদ স্বীয় গুরু ব্রহ্মার নিকট হইতে তাঁহারও আরাধ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-তত্ত্ব পরমাত্মা শ্রীহরির সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা করায়, ব্রহ্মা তাঁহার নিকট ভগবানের বিশ্বরূপ-বর্ণনানন্তর অদ্বয়জ্ঞান বিষ্ণুর পরমেশ্বরত্ব কীর্ত্তন করিতেছেন,—

অহং (ব্রহ্মা) তন্নিযুক্তঃ (তেন প্রয়োজিতঃ সন্ তস্য হরেঃ অনুজ্ঞয়া বিশ্বং) সৃজামি ; হরঃ (শিবঃ) তদ্বশঃ (তন্নিযুক্তঃ সন্ তস্য হরেরনুজ্ঞয়া বিশ্বং) হরতি (বিনাশয়তি) ; ত্রিশক্তিধৃক্ (ত্রিশক্তিঃ ত্রিগুণ-মায়াশক্তিঃ ; অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা-শক্তিঃ বা, তাং ধরতি যঃ সঃ ঈশ্বরঃ স্বয়ম্ এব) পুরুষরূপেণ (ক্ষীরোদশায়ি-বিষ্ণুরূপেণ) পরিপাতি (পালয়তি)।

৩১৯। মন্বন্তরাবতার—আদি, ২য় পঃ ৯৭ সংখ্যার অমৃত-প্রবাহভাষ্য এবং আদি ৩য় পঃ ৭-৯ সংখ্যার অনুভাষ্য ও মধ্য ২০শ পঃ ২৪৬ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৩২৮। মনুগণ—যথা, (১) স্বায়ম্ভুব—স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার পুত্র ; (২) স্বারোচিষ—স্বরোচিঃ বা অগ্নির পুত্র ; (৩) উত্তম—প্রিয়ব্রতের পুত্র ; (৪) তামস—উত্তমের ভ্রাতা ; (৫) রৈবত—তামসের সহোদর ; (৬) চাক্ষুষ—চক্ষুর পুত্র ; (৭) বৈবস্বত—বিবস্বান্ সূর্য্যের পুত্র ; (৮) সাবর্ণি—সূর্য্যের ঔরসে ছায়ার গর্ভজাত পুত্র ; (৯) দক্ষসাবর্ণি—বরুণপুত্র ; (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি—উপশ্লোকের পুত্র ; রুদ্রসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণির নামান্তর রুদ্রপুত্র, রৌচ্য ও ভৌত্যক।

৩৩০। সত্যযুগে—শুক্লবর্ণ যুগাবতার, ত্রেতাযুগে—রক্তবর্ণ যুগাবতার, দ্বাপরযুগে—কৃষ্ণবর্ণ যুগাবতার এবং কলিযুগে—পীতবর্ণ যুগাবতার ; এই চারিপ্রকার বর্ণ ধারণ করিয়া কৃষ্ণ যুগাবতার-ধর্ম্ম রক্ষা করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।১৩)—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৩৩১ ॥

সত্যে ব্রহ্মচারিবেষী শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ ভগবান্ এবং ত্রেতায় রক্তবর্ণ চতুর্ভুজ ভগবান্ ঃ—

সত্যযুগে ধ্যান-কর্ম্ম করায় 'শুক্ল'-মূর্ত্তি ধরি' ।
কর্দ্দমকে বর দিলা যেঁহো কৃপা করি' ॥ ৩৩২ ॥
কৃষ্ণ-'ধ্যান' করে লোক জ্ঞান-অধিকারী ।
ত্রেতার ধর্ম্ম 'যজ্ঞ' করায় 'রক্ত'-বর্ণ ধরি' ॥ ৩৩৩ ॥

দ্বাপরে শ্যামবর্ণ দ্বিভুজ ভগবান্ ঃ—

'কৃষ্ণপদার্চ্চন' হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম ।
'কৃষ্ণ'-বর্ণে করায় লোকে কৃষ্ণার্চ্চন-কর্ম্ম ॥ ৩৩৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২৭, ২৯)—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ৩৩৫ ॥
নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ ৩৩৬ ॥

এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন ।
'কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন'—কলিযুগের ধর্ম্ম ॥ ৩৩৭ ॥

কলিযুগে পীতবর্ণ নাম-প্রেম-প্রচারক দ্বিভুজ ভগবান্ ঃ—

'পীত'-বর্ণ ধরি' তবে কৈলা প্রবর্ত্তন ।
প্রেমভক্তি দিলা লোকে লঞা ভক্তগণ ॥ ৩৩৮ ॥

কলিতে স্বয়ং কৃষ্ণই অবতারিরূপে অবতীর্ণ ঃ—

ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
প্রেমে গায়, নাচে লোক, করে সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৩৩৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩২)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৩৪০ ॥

কলিযুগ-ধর্ম্ম নামকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য ঃ—

আর তিনযুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয় ।
কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায় ॥ ৩৪১ ॥

কলিযুগের প্রশংসা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।৩।৫১-৫২)—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥ ৩৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৩২। কর্দ্দম—প্রজাপতি, যিনি মনুকন্যা দেবহূতিকে বিবাহ করেন এবং যাঁহার পুত্র—কপিলদেব। তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শুক্লমূর্ত্তিতে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন।

৩৩৬। ভগবান্ সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে নমস্কার।

অনুভাষ্য

৩৩১। আদি, ৩য়ঃ পঃ ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৩২। (ভাঃ ১১।৫।২১)—"কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ। কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষাম্ বিভ্রদ্দণ্ডং কমণ্ডলুম্।।"* এবং ভাঃ ৩।২১।১৬, ৩৫, ৫১, ৩।২২।১৯, ৩।২৩।২৩, ৫।১০।১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৩৩৩। (ভাঃ ১১।৫।২৪)—"ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ। হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ।।"✦ ভাঃ ১১।৫।২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৩৩৫। আদি, ৩য়ঃ পঃ ৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্যাম—অতসী-কুসুম-সঙ্কাশ বর্ণ। সকল দ্বাপরেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে অবতার ঘটে না ; শ্রীকৃষ্ণাবতারের পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য দ্বাপরযুগে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৪২-৩৪৩। হে রাজন্, দোষনিধি কলির একটী মহৎ গুণ আছে ; কলিযুগে কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতেই জীব অত্যন্তবন্ধ

অনুভাষ্য

ভগবান্ শুকপত্র-বর্ণ অর্থাৎ হরিদ্বর্ণাদি গ্রহণ করিয়া অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,—ইহা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে, শ্রীহরিবংশে ও মহাভারতাদিতে শুনা যায়।

৩৩৬। কোন্ যুগে কোন্ বর্ণ ধারণ করিয়া কোন্ বিধি-দ্বারা ভগবান্ পূজিত হন?'—বিদেহরাজ নিমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করায় নবযোগেন্দ্রের অন্যতম করভাজন-ঋষি দ্বাপরযুগের অবতারের প্রণাম-মন্ত্র বলিতেছেন,—

[চতুর্ব্ব্যূহাত্মকস্য ভগবতঃ নামান্যাহ—] ভগবতে বাসুদেবায় তে (তুভ্যং) নমঃ ; সঙ্কর্ষণায় নমঃ প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় চ তুভ্যং নমঃ।

৩৩৮। কৃষ্ণ পীতবর্ণ ধারণ করিয়া কলিযুগের ধর্ম্ম কৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন এবং ভক্তগণের সহিত লোকসমূহকে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি প্রদান করিলেন।

৩৪০। আদি, ৩য় পঃ ৫১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

** সত্যযুগে ভগবান্ শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটাধারী, বল্কলবসন, কৃষ্ণাজিন, উপবীত, অক্ষমালা, দণ্ড এবং কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মচারি-বেশে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।*

✦ ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, ত্রিগুণ-মেখলাযুক্ত, পিঙ্গলকেশ-বিশিষ্ট, বেদত্রয়-প্রতিপাদিত বিগ্রহ, স্রুক্-স্রুব (যজ্ঞে ব্যবহৃত পাত্র-বিশেষ) প্রভৃতি চিহ্নধারী ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥ ৩৪৩ ॥

বিষ্ণুপুরাণে (৬।২।১৭), পাদ্মোত্তর-খণ্ডে (৭২।২৫), বৃহন্নারদীয়ে (৩৮।৯৭)—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্ ।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥ ৩৪৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩৬)—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥ ৩৪৫ ॥

পূর্ব্ববৎ লিখি যবে গুণাবতারগণ ।
অসংখ্য সংখ্যা তাঁর, না হয় গণন ॥ ৩৪৬ ॥

গৌরলীলা-তত্ত্বজ্ঞ কৃষ্ণভজন-চতুর সনাতন ঃ—

চারিযুগাবতারে এই ত' গণন ।"
শুনি' ভঙ্গি করি' তাঁরে পুছে সনাতন ॥ ৩৪৭ ॥

স্বয়ং প্রভুর শ্রীমুখ হইতে প্রভুর অবতারোদ্দেশ্য নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা ঃ—

রাজমন্ত্রী সনাতন—বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি ।
প্রভুর কৃপাতে পুছে অসঙ্কোচ-মতি ॥ ৩৪৮ ॥

"অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি নীচ, নীচাচার ।
কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার ??" ৩৪৯ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক কলিযুগাবতার-পরিচয়-প্রদান ঃ—

প্রভু কহে,—"অন্যাবতার শাস্ত্রদ্বারা জানি ।
কলিতে অবতার তৈছে শাস্ত্রদ্বারা মানি ॥ ৩৫০ ॥

শাস্ত্রালোকেই ভগবজ্জ্ঞান-লাভ ঃ—

সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য—শাস্ত্র-'প্রমাণ' ।
আমা-সবা জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা 'জ্ঞান' ॥ ৩৫১ ॥

পরোক্ষবাদই অবতারের প্রিয় ; লক্ষণদ্বারা তত্ত্বকোবিদগণের বস্তু-নির্দ্দেশ ঃ—

অবতার নাহি কহে,—'আমি অবতার' ।
মুনি সব জানি' করে লক্ষণ-বিচার ॥ ৩৫২ ॥

জীবের দুঃসাধ্য ও অপরিমেয়-বীর্য্যদ্বারা বিষ্ণুত্ত্বের উপলব্ধি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১০।৩৪)—

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণ ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥ ৩৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হইতে মুক্তি লাভ করেন। সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া এবং দ্বাপরযুগে অর্চ্চনাদি করিয়া যে ফল লাভ হইত, কলিকালে হরিকীর্ত্তন হইতে সে-সব ফল লাভ হয়।

৩৪৫। গুণজ্ঞ সারগ্রাহী আর্য্যপুরুষসকল কলিকে এইজন্য 'ধন্য' বলিয়া থাকেন, যেহেতু সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই কলিকালে সর্ব্ব স্বার্থলাভ হয়।

৩৫৩। প্রাকৃত-শরীরহীন অপ্রাকৃত শরীরী পরমেশ্বরের অবতারতত্ত্ব—জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য ; ঐ অতুল অতিশয় ও অলৌকিক বীর্য্যদ্বারা তাদৃশ তোমার অবতারসকল কথঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত হন।

অনুভাষ্য

৩৪২। পরীক্ষিৎ পাপময় কলিযুগে মানবের ধর্ম্ম ও অনর্থ-নাশের উপায় জিজ্ঞাসা করায় শ্রীশুকদেব সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-ধর্ম্ম-বর্ণনানন্তর কলিযুগের অসংখ্য দোষ বলিয়া অধ্যায়-শেষে উহার গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন,—

হে রাজন্, দোষনিধেঃ (দোষাণাং আধারস্য অপি) কলেঃ (কলিযুগস্য) একঃ মহান্ গুণঃ অস্তি ; হি (যতঃ) কৃষ্ণস্য কীর্ত্তনাৎ (শ্রীহরেঃ তদীয়ানাং চ নামরূপগুণলীলানুবাদাৎ) এব মুক্তসঙ্গঃ (অন্যাভিলাষবর্জ্জিতঃ জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতঃ চ সন্) পরং (পঞ্চম-পুরুষার্থং কৃষ্ণপ্রেম) ব্রজেৎ (লভেৎ)।

৩৪৩। কৃতে (সত্যযুগে) বিষ্ণুং ধ্যায়তঃ (হরিধ্যানপরস্য জনস্য), ত্রেতায়াং মখৈঃ (যজ্ঞাদিভিঃ) যজতঃ (বৈদিকবিধানেন অনুষ্ঠানবতঃ জনস্য), দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং (পাঞ্চরাত্রিক-বিধানেন অর্চ্চনায়াং) [যৎ ফলং লব্ধং] তৎ (সর্ব্বং) কলৌ হরিকীর্ত্তনাৎ এব [প্রাপ্নোতি]।

৩৪৪। কৃতে (সত্যযুগে) ধ্যায়ন্ (ধ্যানানুষ্ঠানেন), ত্রেতায়াং যজ্ঞৈঃ যজন্ (যজ্ঞেশ্বরং পরিতোষয়ন্), দ্বাপরে অর্চ্চয়ন্ (শ্রীমূর্ত্ত্যাদিকং পূজয়ন্) যৎ (ফলম্) আপ্নোতি (লভতে) কলৌ কেশবং সঙ্কীর্ত্ত্য (বহুভির্মিলিত্বা কীর্ত্তয়ন্) তৎ [সর্ব্বম্ এব ভগবত্তোষণরূপ-ফলম্] আপ্নোতি।

৩৪৫। বিদেহরাজ নিমি 'কোন্ যুগে কোন্ বর্ণ ধারণপূর্ব্বক কি কি বিধিদ্বারা শ্রীভগবান্ পূজিত হন?'—এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় নবযোগেন্দ্রের অন্যতম করভাজন-ঋষি কলিযুগে ভাবী অবতারী শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রণামপূর্ব্বক কলিযুগের গুণ ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন,—

যত্র (কলৌ) সঙ্কীর্ত্তনেন (কীর্ত্তনাখ্য-ভক্ত্যনুষ্ঠানেন) এব সর্ব্বঃ স্বার্থঃ (সর্ব্বপুরুষার্থঃ) অভিলভ্যতে (সর্ব্বতোভাবেন প্রাপ্যতে) [অতঃ ইতি] গুণজ্ঞাঃ (কলের্গুণং জানন্তি যে তে) আর্য্যাঃ (মহাত্মানঃ) সারভাগিনঃ (গুণাংশগ্রাহিণঃ) [তং] কলিং সভাজয়ন্তি (অর্চ্চয়ন্তি)।

স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণের সংজ্ঞা ঃ—

'স্বরূপ'-লক্ষণ, আর 'তটস্থ-লক্ষণ'।
এই দুই লক্ষণে 'বস্তু' জানে মুনিগণ ॥ ৩৫৪ ॥
আকৃতি, প্রকৃতি, স্বরূপ,—স্বরূপ-লক্ষণ।
কার্য্যদ্বারা জ্ঞান,—এই তটস্থ-লক্ষণ ॥ ৩৫৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১) শ্লোকের মঙ্গলাচরণ-প্রারম্ভে স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণে পরমেশ্বর কৃষ্ণের নিরূপণ ঃ—

ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে।
'পরমেশ্বর' নিরূপিল এই দুই লক্ষণে ॥ ৩৫৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১)—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ৩৫৭ ॥

ঐ ১ম শ্লোকে পরমেশ্বরের (১) স্বরূপ-লক্ষণ ঃ—

এই শ্লোকে 'পরং'-শব্দে 'কৃষ্ণ'-নিরূপণ।
'সত্যং' শব্দে কহে তাঁর স্বরূপ-লক্ষণ ॥ ৩৫৮ ॥

(২) তটস্থ-লক্ষণ ঃ—

বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কৈল, বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল।
অর্থাভিজ্ঞতা, স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল ॥ ৩৫৯ ॥
এইসব কার্য্য—তাঁর তটস্থ-লক্ষণ।
অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ ॥ ৩৬০ ॥

দেশিকগণের উক্ত লক্ষণদ্বয়-দ্বারাই সর্ব্ব-অবতার-নির্ণয় ঃ—

অবতারকালে হয় জগতের গোচর।
এই দুই লক্ষণে কেহ জানেন ঈশ্বর ॥" ৩৬১ ॥

ভজনচতুর ভক্তের নিকট ভগবানের গুপ্ত স্বভাব ব্যক্ত ঃ—

সনাতন কহে,—"যাতে ঈশ্বর-লক্ষণ।
পীতবর্ণ, কার্য্য—প্রেমদান-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৩৬২ ॥

প্রভুদ্বারা প্রভুর লীলা-ব্যাখ্যা-শ্রবণে অভিলাষ ঃ—

কলিকালে সেই 'কৃষ্ণাবতার' নিশ্চয়।
সুদৃঢ় করিয়া কহ, যাউক সংশয় ॥" ৩৬৩ ॥

ভক্তের জয়, ভগবানের পরাজয় ঃ—

প্রভু কহে,—"চতুরালি ছাড়, সনাতন।
শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ ॥ ৩৬৪ ॥

কৃষ্ণের ষড়্বিধ বিলাসের ও ত্রিবিধ রূপের অন্যতম (গ) শক্ত্যাবেশাবতার-বর্ণন ঃ—

শক্ত্যাবেশাবতার কৃষ্ণের অসংখ্য গণন।
দিগ্‌দরশন করি মুখ্য মুখ্য জন ॥ ৩৬৫ ॥

দ্বিবিধ শক্ত্যাবেশ—সাক্ষাৎশক্ত্যাবিষ্ট মুখ্য-'অবতার' ও শক্ত্যাভাসাবিষ্ট গৌণ-'বিভূতি' সংজ্ঞা ঃ—

শক্ত্যাবেশ দুইরূপ—'মুখ্য', 'গৌণ' দেখি।
সাক্ষাৎশক্ত্যে 'অবতার', আভাসে 'বিভূতি' লিখি ॥৩৬৬॥

(১) মুখ্যাবেশাবতারগণের নাম ঃ—

'সনকাদি', 'নারদ', 'পৃথু', 'পরশুরাম'।
জীবরূপ 'ব্রহ্মার' আবেশাবতার-নাম ॥ ৩৬৭ ॥
বৈকুণ্ঠে '[illegible]ষ'—ধরা ধরয়ে 'অনন্ত'।
এই মুখ্যাবেশাবতার—বিস্তারে নাহি অন্ত ॥ ৩৬৮ ॥

মুখ্যশক্তিভেদে মুখ্যাবেশাবতারগণ ঃ—

সনকাদ্যে 'জ্ঞান'-শক্তি , নারদে শক্তি 'ভক্তি'।
ব্রহ্মায় 'সৃষ্টি'-শক্তি, অনন্তে 'ভূ-ধারণ'-শক্তি ॥ ৩৬৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৫৫। আকৃতি—আকার ; প্রকৃতি—স্বভাব ; স্বরূপ—মূর্ত্তি ; স্বরূপলক্ষণ—সেই বিগ্রহের ব্যবহার ; তটস্থ লক্ষণ—কার্য্যদ্বারা জ্ঞান।

৩৬৬। শক্ত্যাবেশ—গৌণ ও মুখ্যভেদে দুইপ্রকার ; যাঁহাতে সাক্ষাৎ শক্তির অবতার,—তিনি মুখ্যশক্ত্যাবেশ-অবতার এবং যে-স্থলে শক্তির আভাসমাত্র বিভূতিরূপে দেখা যায়, সে-স্থলে গৌণশক্ত্যাবেশ-অবতার।

অনুভাষ্য

৩৫৩। কৃষ্ণ কৃপাপ্রকাশপূর্ব্বক যমলার্জ্জুন-বৃক্ষদ্বয়কে ভগ্ন করিলে, কুবেরের সেই নলকূবর ও মণিগ্রীব-নামক পুত্রদ্বয় কৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন,—

দেহিষু (জীবেষু) অসঙ্গৈতঃ (দুষ্প্রাপ্যৈঃ) অতুল্যাতিশয়ৈঃ (নাস্তি তুল্যম্ অতিশয়ম্ আধিক্যং যেভ্যঃ তৈঃ) তৈঃ তৈঃ বীর্য্যৈঃ (বিভবৈঃ) শরীরিষু (প্রপঞ্চে দেহিষু জীবেষু মধ্যে) অশরীরিণঃ (প্রাকৃতশরীরবর্জ্জিতস্য অপি) যস্য (তব) অবতারাঃ জ্ঞায়ন্তে।

৩৫৫। আকৃতি, প্রকৃতি এবং স্বরূপ,—এই তিনটীই 'স্বরূপ' বা 'মুখ্য' লক্ষণ। কার্য্যদ্বারা জ্ঞানই 'তটস্থ' বা 'গৌণ' লক্ষণ।

৩৫৬। ভাগবতের 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকে 'সত্যং' ও 'পরং' শব্দদ্বয়ে স্বরূপ-লক্ষণ এবং বিশ্ব-সৃষ্টিস্থিতিলয়, ব্রহ্মার হৃদয়ে বস্তুজ্ঞান-প্রকটন ও অর্থাভিজ্ঞতা প্রভৃতি তটস্থ লক্ষণ ব্যক্ত করিয়া পরমেশ্বরকে নিরূপণ করিয়াছেন।

৩৫৭। মধ্য, ৮ম পঃ ২৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৬২। কলিকালে যুগাবতারের স্বরূপ-লক্ষণ—পীতবর্ণ আকার, তটস্থ-লক্ষণ—প্রেমদান ও সঙ্কীর্ত্তন-কার্য্য।

৩৬৪। চতুরালি—কৌশলে মনোগত অভিপ্রায়-স্থাপন, নৈপুণ্য-প্রদর্শন, বুদ্ধিমত্তা-প্রকাশ।

শেষে 'স্ব-সেবন'-শক্তি, পৃথুতে 'পালন'।
পরশুরামে 'দুষ্টনাশ-বীর্য্যসঞ্চারণ' ॥ ৩৭০ ॥

আবেশাবতারের সংজ্ঞা ঃ—

লঘুভাগবতামৃতে (১।১।১৮) আবেশপ্রকরণে—

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥ ৩৭১ ॥

(২) গীতায় বিভূতির বর্ণন ঃ—

'বিভূতি' কহিয়ে যৈছে গীতা-একাদশে।
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণশক্ত্যাভাসাবেশে ॥ ৩৭২ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০।৪১-৪২)—

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৩৭৩ ॥
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৩৭৪ ॥

কৃষ্ণস্বরূপের ষড়্‌বিধ বিলাসমধ্যে অবশিষ্ট দ্বিবিধ বয়োধর্ম্মি-রূপে লীলা ঃ—

এইত' কহিলুঁ শক্ত্যাবেশ-অবতার।
বাল্য-পৌগণ্ড-ধর্ম্মের শুনহ বিচার ॥ ৩৭৫ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণের লীলা-প্রকটনের পূর্ব্বে গুরুবর্গরূপ সেবকগণের প্রকটন ঃ—

কিশোরশেখর-ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রকটলীলা করিবারে যবে করে মন ॥ ৩৭৬ ॥
আদৌ প্রকট করায় মাতা-পিতা-ভক্তগণে।
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক-লীলাক্রমে ॥ ৩৭৭ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১৬৩)—

বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্যলীলা-বিলাসবান্ ॥ ৩৭৮ ॥

প্রতিব্রহ্মাণ্ডে প্রতিক্ষণে সেই বিচিত্রা নবনবায়মানা চিন্ময়ী লীলা ঃ—

পূতনা-বধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে ॥ ৩৭৯ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তার নাহিক গণন।
কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন ॥ ৩৮০ ॥

কৃষ্ণাবতার-লীলার দৃষ্টান্ত—যেন নিরবচ্ছিন্ন গঙ্গাধারা ঃ—

এইমত সব লীলা—যেন গঙ্গাধার।
সে-সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৩৮১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৭০। শেষে স্ব-সেবনশক্তি—শেষরূপী ভগবদবতারে স্বীয় সেবারূপ শক্তি অর্পিত হইয়াছে।

৩৭১। জ্ঞানশক্ত্যাদি-কলাদ্বারা যেস্থলে ভগবদাবেশ, সেই মহত্তম জীবসকল 'আবেশ-অবতার' বলিয়া গণিত হন।

৩৭৩। যে-সকল জীব—বিভূতিমান্ ও শ্রীমান্, তাঁহাদিগকে আমার তেজাংশসম্ভব বলিয়া জান।

অনুভাষ্য

৩৭১। যত্র (মহত্তমেষু জীবেষু) জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া (জ্ঞান-ভক্তি-সৃষ্টি-সেবন-পালন-ধারণ-বিনাশনাদি-ভাগেন) জনার্দ্দনঃ আবিষ্টঃ, তে মহত্তমাঃ জীবাঃ এব 'আবেশাঃ' (আবেশাবতারাঃ) নিগদ্যন্তে (কথ্যন্তে)।

৩৭২। ভাঃ ২।৭।৩৯ শ্লোকে মায়া-বিভূতিগণের পরিচয় দ্রষ্টব্য।

৩৭৩। বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্য্যযুক্তং) শ্রীমৎ (সম্পত্তিযুক্তম্) ঊর্জ্জিতং (বলপ্রভাবাদিনা গুণেনাতিশয়িতং) যৎ যৎ সত্ত্বং (প্রাকৃতং বস্তু) ভবতি, তৎ তৎ এব মম তেজোঽংশসম্ভবং (প্রভাবকলয়া সিদ্ধং প্রভাবস্যাংশেন সম্ভূতম্ ইতি) ত্বম্ অবগচ্ছ (জানীহি)।

৩৭৪। আদি, ২য় পঃ ২০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৭৮। বয়সঃ বিবিধত্বে (বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরাদিপ্রকার-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৭৮। নিত্যলীলাবিলাসবান্ সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয় কৃষ্ণের বিবিধ বয়স থাকিলেও কিশোর বয়সই শ্রেষ্ঠ।

অনুভাষ্য

ভেদে) অপি অত্র সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ নিত্যলীলাবিলাসবান্ কিশোরঃ এব ধর্ম্মী (সর্ব্ববয়ো-ধর্ম্মবিশিষ্টঃ পূর্ণতমঃ)।

৩৭৯-৩৯৫। কৃষ্ণের লীলা—নিত্যপ্রকট। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কালে কালে ক্রমে ক্রমে নিত্যলীলা প্রকটিত হয়। এক ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণজন্ম-লীলা হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৫ বর্ষকাল মৌষলান্ত লীলা পর্য্যন্ত প্রকটিত হইয়া সেই ব্রহ্মাণ্ডে লীলা অপ্রকট হয়। কৃষ্ণের লীলার ক্ষণকাল এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হইয়া, প্রথম ক্ষণান্তে দ্বিতীয়-ক্ষণ আরম্ভ হইলে প্রথমক্ষণ-সম্বন্ধিনী লীলা অন্য-ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়। এইরূপ অসংখ্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিক্ষণ-সম্বন্ধিনী লীলা প্রকট হইয়া অন্য ব্রহ্মাণ্ডে আবার সেইক্ষণ-সম্বন্ধিনী লীলার উদয় হয়। ইহার উদাহরণ সূর্য্যের ভ্রমণমার্গ অর্থাৎ জ্যোতিশ্চক্রে ভ্রমণ কথিত হইয়াছে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণের অসংখ্য লীলা ক্রমে ক্রমে উদিত হইয়া অপ্রকটিত হইতেছে। জীবজ্ঞানে সেই অনন্তলীলার উপলব্ধির সম্ভাবনা নাই। গঙ্গাধারা যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন, অলাতচক্র-ভ্রমণ যেরূপ নিরন্তর ও ব্যাপক, তাদৃশ কৃষ্ণলীলারও নিরবচ্ছিন্ন প্রাকট্য ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে উপলব্ধ হয়। কৃষ্ণের জন্ম, বাল্য ও পৌগণ্ড-

কিশোর কৃষ্ণেরই ব্রজলীলা ঃ—

ক্রমে বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরতা প্রাপ্তি ।
রাস-আদি লীলা করে, কৈশোরে নিত্যস্থিতি ॥ ৩৮২ ॥

কৃষ্ণলীলার নিত্যত্ব ব্যাখ্যা ঃ—

'নিত্যলীলা' কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ।
বুঝিতে না পারে লীলা কেমনে 'নিত্য' হয় ॥ ৩৮৩ ॥

জ্যোতিশ্চক্রের দৃষ্টান্ত ঃ—

দৃষ্টান্ত দিয়া কহি, তবে লোক সব জানে ।
কৃষ্ণলীলা—নিত্য, জ্যোতিশ্চক্র-প্রমাণে ॥ ৩৮৪ ॥
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ফিরে রাত্রি-দিনে ।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি' ফিরে ক্রমে ক্রমে ॥ ৩৮৫ ॥
রাত্রি-দিনে হয় ষষ্টিদণ্ড-পরিমাণ ।
তিনসহস্র ছয়শত 'পল' তার মান ॥ ৩৮৬ ॥
সূর্য্যোদয় হৈতে ষষ্টিপল-ক্রমোদয় ।
সেই এক দণ্ড, অষ্ট দণ্ডে 'প্রহর' হয় ॥ ৩৮৭ ॥
এক-দুই-তিন-চারি প্রহরে অস্ত হয় ।
চারিপ্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয় ॥ ৩৮৮ ॥

১৪ মন্বন্তরে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে অবতার-লীলা ঃ—

ঐছে কৃষ্ণের লীলা-মণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে ।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাপি' ক্রমে ক্রমে ফিরে ॥ ৩৮৯ ॥

কৃষ্ণপ্রকটলীলা-কাল ঃ—

সওয়াশত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট-প্রকাশ ।
তাহা যৈছে ব্রজ-পুরে করিলা বিলাস ॥ ৩৯০ ॥

কৃষ্ণাবতার-লীলার উপমা—যেন, অলাতচক্র-ভ্রমণ ঃ—

অলাতচক্রপ্রায় সেই লীলাচক্র ফিরে ।
সব লীলা ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে ॥ ৩৯১ ॥

জন্ম হইতে মৌষলান্ত পর্য্যন্ত লীলা ঃ—

জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর প্রকাশ ।
পূতনা বধাদি করি' মৌষলান্ত বিলাস ॥ ৩৯২ ॥

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে নিত্যই একটী না একটী লীলা বর্ত্তমান, এজন্য লীলার 'নিত্যতা' ঃ—

কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান ।
তাতে লীলা 'নিত্য' কহে নিগম-পুরাণ ॥ ৩৯৩ ॥

সঙ্কর্ষণের চিদ্বৈভব সমস্ত বিষ্ণুধামই বিষ্ণুসম ও হরির সহিত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ ঃ—

গোলোক, গোকুল-ধাম—'বিভু' কৃষ্ণসম ।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম ॥ ৩৯৪ ॥

ব্রহ্মাণ্ডসমূহে অবতারীর সহিত তদীয় গোলোক-ধামও অবতীর্ণ ঃ—

অতএব গোলোকস্থানে নিত্য বিহার ।
ব্রহ্মাণ্ডগণের ক্রমে প্রকট তাহার ॥ ৩৯৫ ॥

অনুভাষ্য

কৈশোরাদি লীলা নিত্যকালই সংঘটিত হইতেছে। কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত জীবের কৃষ্ণলীলার নিত্য-প্রাকট্যানুভূতি না হইলেও তাঁহার লীলার নিত্যতা আছে। সকল লীলার এক-কালে নিত্যপ্রাকট্যের নামই 'নিত্যলীলা' ; কিন্তু প্রপঞ্চে অনুক্রমে লীলার প্রাকট্য ঘটে। তৎকালে অন্যান্য লীলা অপর ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকে বলিয়া কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে এককালে নিত্যত্ব উপলব্ধ হয় না। বস্তুতঃ লীলা—নিত্য ; চৌদ্দ মন্বন্তর অর্থাৎ কল্পের নির্দ্দিষ্টকালে কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণলীলা-মণ্ডল পুনরাবর্ত্তিত হয় ; অতএব লীলা অনিত্য নহে। অন্য কোন ব্রহ্মাণ্ডে নিত্যলীলা পরিদৃশ্য হয় না বলিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের লোক নিত্যলীলা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। এজন্য বেদ-পুরাণাদি নিত্যলীলার কথাই বলেন ; গোলোকের নিত্যবিহারস্থলী ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়।

৩৯৩-৩৯৫। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর তৎকৃত 'রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা'র দ্বিতীয় প্রকাশে উজ্জ্বলনীলমণির 'তদ্ভাববদ্ধরাগা যে জনাস্তে" শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"অনুরাগৌঘং রাগানুগাভজনৌৎকণ্ঠ্যং, ন ত্বনুরাগস্থায়িনং, সাধকদেহেঽনুরাগোৎপত্ত্য-সম্ভবাৎ। ব্রজেঽভবন্নিতি অবতারসময়ে নিত্যপ্রিয়াদ্যা যথা আবির্ভবন্তি, তথৈব গোপিকাগর্ভে সাধনসিদ্ধা অপি আবির্ভবন্তি। ততশ্চ গোপিকাদেহে উৎপদ্যন্তে, পূর্ব্বজন্মনি সাধকদেহে তেষাং (স্নেহমানপ্রণয়রাগানুরাগমহাভাবানাম্) উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। * * সাধক-দেহভঙ্গসময়ে এব তস্মৈ প্রেমবতে ভক্তায় * * চিদানন্দ-ময়ী গোপিকাতনুশ্চ দীয়তে। সৈব তনুর্যোগমায়য়া বৃন্দাবনীয়-প্রকটপ্রকাশে কৃষ্ণপরিবারপ্রাদুর্ভাবসময়ে গোপীগর্ভাদুদ্ভাব্যতে। নাত্র কালবিলম্বগন্ধোঽপি ; প্রকটলীলায়া অপি বিচ্ছেদাভাবাৎ। যস্মিন্নেব ব্রহ্মাণ্ডে তদানীং বৃন্দাবনীয়লীলানাং প্রাকট্যং, তত্রৈ-বাস্যামেব ব্রজভূমৌ, অতঃ সাধকপ্রেমিভক্তদেহভঙ্গসমকালে-ঽপি সপরিকর শ্রীকৃষ্ণপ্রাদুর্ভাবঃ সদৈবাস্তি, ইতি ভো ভো মহানুরাগিসোৎকণ্ঠভক্তাঃ, মা ভৈষ্ট, সুস্থিরাস্তিষ্ঠত, স্বস্ত্যেবাস্তি ভবদ্ভ্যঃ ইতি। *

** "তদ্ভাববদ্ধরাগা যে জনাস্তে সাধনে রতাঃ। তদ্‌যোগ্যমনুরাগৌঘং প্রাপ্যোৎকণ্ঠানুসারতঃ। তা একশোঽথবা দ্বিত্রাঃ কালে কালে ব্রজেঽভবন্।" অর্থাৎ 'যাঁহারা ব্রজবাসিগণের বিশেষ ভাবে অনুরক্ত হইয়া সাধনরত, তাঁহারা উৎকণ্ঠার অনুরূপ তদ্‌যোগ্য অনুরাগরাশি লাভ করিয়া একাকী*

ব্রজে কৃষ্ণ—পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর ও দ্বারকায় পূর্ণবিগ্রহ-রূপে প্রকাশিত ঃ—

ব্রজে কৃষ্ণ—সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রকাশে 'পূর্ণতম'।
পুরীদ্বয়ে, পরব্যোমে—'পূর্ণতর', 'পূর্ণ' ॥ ৩৯৬ ॥

গোস্বামি-বচন ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।২২১-২২৩)—

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যে যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৯৭ ॥
প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ ॥ ৩৯৮ ॥
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্‌গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা-মথুরাদিষু ॥ ৩৯৯ ॥

এই কৃষ্ণ—ব্রজে 'পূর্ণতম' ভগবান্।
আর সব স্বরূপ—'পূর্ণতর', 'পূর্ণ' নাম ॥ ৪০০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৯৭। শ্রেষ্ঠ-মধ্যাদি-শব্দদ্বারা নাট্যশাস্ত্রে যাঁহার কীর্ত্তন আছে, সেই ভগবান্ হরি—পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম,—এই তিনপ্রকার।

৩৯৮। অল্পগুণের প্রকাশক হরি—পূর্ণ ; সর্ব্বগুণের স্বল্প-প্রকাশক হরি—পূর্ণতর ; আর যাঁহাতে অখিলগুণ প্রকাশিত, সেই হরি—পূর্ণতম ; পণ্ডিতেরা ইহা কীর্ত্তন করেন।

৩৯৯। গোকুলে কৃষ্ণের পূর্ণতমতা, মথুরায় পূর্ণতরতা ও দ্বারকায় পূর্ণতা ব্যক্ত হইয়াছিল।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে বিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

৩৯৬। কৃষ্ণ ব্রজে সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তজ্জন্য ব্রজেন্দ্রনন্দন—'পূর্ণতম'। দ্বারকা ও মথুরা-পুরীদ্বয়ে কৃষ্ণ তদপেক্ষা ন্যূনভাবে সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তজ্জন্য তথায় তিনি—'পূর্ণতর' এবং পরব্যোম-বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণ পুরীদ্বয় অপেক্ষাও ন্যূন (স্বল্পরূপে) সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তজ্জন্য তথায় তিনি—'পূর্ণ'।

৩৯৭। নাট্যে (নাট্যশাস্ত্রে) শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈঃ যঃ [কীর্ত্তিতঃ, সঃ] হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণঃ ইতি ত্রিধা পরিকীর্ত্তিতঃ।

৩৯৮। প্রকাশিতাখিলগুণঃ (প্রকাশিতাঃ অখিলাঃ গুণাঃ যস্মিন্ সঃ, প্রকটিত-সমগ্রগুণঃ হরিঃ)—পূর্ণতমঃ ; সর্ব্বব্যঞ্জকঃ (স্বল্প-প্রকটিত-সর্ব্বগুণঃ হরিঃ)—পূর্ণতরঃ ; অল্পদর্শকঃ (প্রকটিত-স্বল্পগুণঃ হরিঃ) পূর্ণঃ ইতি বুধৈঃ স্মৃতঃ।

৩৯৯। গোকুলান্তরে কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ; দ্বারকা-মথুরাদিষু পূর্ণতরতা ; [পরব্যোমে] পূর্ণতা ব্যক্তাভূৎ।

৪০০। ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনে—'পূর্ণতম' প্রকাশ, দ্বারকানাথ-মথুরেশে 'পূর্ণতর' প্রকাশ এবং বৈকুণ্ঠনাথে—'পূর্ণ' প্রকাশ।

৪০২। শাখাচন্দ্র-ন্যায়—মধ্য, ২০শ পঃ ২৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে বিংশ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণের স্বরূপবিচার অতিসংক্ষেপে বর্ণিত ; স্বয়ং শেষেরও উহার সম্যক্ কীর্ত্তনে অসামর্থ্য ঃ—

সংক্ষেপে কহিলুঁ কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার।
'অনন্ত' কহিতে নারে ইহার বিস্তার ॥ ৪০১ ॥

গ্রন্থকারের দৈন্য ; শাখাচন্দ্র-ন্যায়াবলম্বনে বর্ণিত ঃ—

অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখা-চন্দ্র-ন্যায়ে করি দিগ্‌দরশন ॥" ৪০২ ॥

কৃষ্ণস্বরূপ-কীর্ত্তন-শ্রবণে তত্ত্বজ্ঞান-স্ফূর্ত্তি-লাভ ঃ—

ইহা যেই শুনে, পড়ে, সেই ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্বের হয় কিছু জ্ঞান ॥ ৪০৩ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৪০৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে স্বরূপতত্ত্বরূপ-শ্রীভগবৎ-স্বরূপভেদবিচারো নাম বিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ।

---

*অথবা দুই-তিন জন একত্রে সময়ে সময়ে ব্রজভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।' এস্থলে 'অনুরাগৌঘং' অর্থাৎ রাগানুগ-ভজনোচিত উৎকণ্ঠা—স্থায়িভাবগত অনুরাগ নহে, যেহেতু সাধকদেহে অনুরাগের উৎপত্তি অসম্ভব। 'ব্রজেঽভবন্'—ব্রজে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহার অর্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের অবতার-কালে নিত্যপ্রিয়াগণ যেরূপ আবির্ভূত হন, তদ্রূপ সাধনসিদ্ধগণও গোপী-গর্ভে আবির্ভূত হন। তদনন্তর (নিত্যসিদ্ধাগণের সঙ্গ-মহিমাবশতঃ) উক্ত গোপীদেহে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, মহাভাবসমূহ উৎপাদিত হয়, যেহেতু পূর্ব্বজন্মে (উক্ত সাধকদেহে) উহাদের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। * * সাধকদেহের ভঙ্গকালেই সেই প্রেমবান্ ভক্তকে চিদানন্দময় গোপীদেহ প্রদান করা হয়। সেই সিদ্ধদেহই যোগমায়া বৃন্দাবনীয় লীলার 'প্রকট'প্রকাশকালে কৃষ্ণপরিকরগণের আবির্ভাব-সময়ে গোপীগর্ভ হইতে উৎপন্ন করিয়া থাকেন। এইস্থলে কালবিলম্বের গন্ধমাত্রও নাই, যেহেতু প্রকটলীলারও বিচ্ছেদ নাই। যে-ব্রহ্মাণ্ডেই তদানীং বৃন্দাবনীয় লীলার প্রাকট্য ঘটিয়া থাকে, সেই ব্রজভূমিতেই গোপীগর্ভে সাধনসিদ্ধগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। সুতরাং সাধক-প্রেমিভক্তের দেহভঙ্গ-কালেও সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। অতএব, হে মহানুরাগী উৎকণ্ঠাযুক্ত ভক্তগণ! ভীত হইবেন না, সুস্থির হউন্, আপনাদের কল্যাণ নিশ্চিত।*

একবিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে প্রভু কৃষ্ণলোকতত্ত্ব, পরব্যোম-তত্ত্ব, কারণবারি-তত্ত্ব এবং মায়িকব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব বর্ণন করিয়া দ্বারকায় ব্রহ্মার দর্পহরণরূপ কৃষ্ণের একটী লীলা বর্ণন করিয়াছেন। তদনন্তর গ্রন্থকার মহাপ্রভুর বাক্য বলিয়া কৃষ্ণ-রূপের সৌন্দর্য্য-প্রকাশক কয়েকটী মধুর পদ্য লিখিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত সম্বন্ধতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইল। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গ্রন্থকারের গৌরকৃষ্ণের মাধুর্য্যৈশ্বর্য্য-বর্ণনে মঙ্গলাচরণ ঃ—

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্।
শ্রীচৈতন্যং লিখাম্যস্য মাধুর্য্যৈশ্বর্য্য-শীকরম্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

পরব্যোমে সকল বিষ্ণু-বিগ্রহের অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ধাম ঃ—

"সর্ব্বস্বরূপের ধাম—পরব্যোম-ধামে।
পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ, নাহিক গণনে ॥ ৩ ॥

শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ, কোটী-যোজন।
এক এক বৈকুণ্ঠের বিস্তার বর্ণন ॥ ৪ ॥

পরব্যোমে আধার ও আধেয়, ধাম ও বিগ্রহ—অভিন্ন শুদ্ধসত্ত্বচিদ্বিলাসময় ভগবদ্বিগ্রহ ঃ—

সব বৈকুণ্ঠ—ব্যাপক, আনন্দ-চিন্ময়।
পারিষদ-ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ সব হয় ॥ ৫ ॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠ এক এক দেশে যার।
সে পরব্যোমের কেবা গণয়ে বিস্তার ॥ ৬ ॥

গোলোকই সহস্রদল-পদ্মতুল্য পরব্যোমের 'কর্ণিকার'—

অনন্ত বৈকুণ্ঠ-পরব্যোম যার দলশ্রেণী।
সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোকে 'কর্ণিকার' গণি ॥ ৭ ॥

বিষ্ণু ও বিষ্ণুধাম, উভয়েই অধোক্ষজ বলিয়া ব্রহ্মাদিরও অনধিগম্য ঃ—

এইমত ষড়ৈশ্বর্য্য, স্থান, অবতার।
ব্রহ্মা, শিব অন্ত না পায়—জীব কোন্ ছার ॥ ৮ ॥

অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় অধোক্ষজ বিষ্ণু—মনোধর্ম্মের দুর্জ্ঞেয় ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।২১)—

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্ যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্ব বা কথং বা কতি কদেতি বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥৯॥

এইমত কৃষ্ণের দিব্য সদ্‌গুণ অনন্ত।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি না পায় যাঁর অন্ত ॥ ১০ ॥

বিশ্বের সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মগণকেরও বিষ্ণুগুণ-পরিমাণে অসামর্থ্য ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৭)—

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূ-পাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥ ১১ ॥

স্বয়ং শেষও কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন করিয়া শেষ পান না ঃ—

ব্রহ্মাদি রহু—সহস্রবদনে 'অনন্ত'।
নিরন্তর গায় মুখে, না পায় গুণের অন্ত ॥ ১২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। অগতির গতি এবং হীনগণের প্রতি অধিক অর্থ-দাতা বা উপকারক শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম করত তাঁহার মাধুর্য্য-ঐশ্বর্য্যকণা বর্ণন করিতেছি।

৭। চিন্ময়জগৎ—একটী পদ্মস্বরূপ ; সেই পদ্মের উচ্চ (মধ্য) ভাগ 'কর্ণিকার' রূপী কৃষ্ণলোকের চতুর্দ্দিকে দলশ্রেণীরূপে অনন্ত বৈকুণ্ঠ-পরব্যোম বিরাজমান।

৯। হে ভূমন্, হে ভগবন্, হে পরাত্মন্, হে যোগেশ্বর, এই ত্রিভুবনে তোমার লীলা কোথায়, কিরূপ, যোগমায়াকে বিস্তার করিয়া তুমি কখন ক্রীড়া করিয়া থাক, তাহা কে জানিতে পারে?

১১। পণ্ডিতসকল ভূমির রেণুকণ এবং আকাশের হিমকণ, নক্ষত্রাদি কাল গণনা করিয়াছেন ; তাঁহাদের মধ্যে কেই বা, জগতের হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ এবং অনন্তগুণরূপ যে তুমি, তোমার গুণসকল গণনা করিতে সমর্থ হয়?

অনুভাষ্য

১। অগত্যেকগতিং (গতিহীনানাম্ একাবলম্বনং) হীনার্থাধিক-সাধকং (হীনানাং কৃষ্ণপ্রেম-দরিদ্রাণাং যে অর্থাঃ প্রয়োজনানি তেষাম্ অধিকং যথা স্যাত্তথা সাধকং) শ্রীচৈতন্যং নত্বা (প্রণম্য) অস্য ভগবতঃ (চৈতন্যদেবস্য) মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশীকরং (মাধুর্য্যৈ যদৈশ্বর্য্যং, মাধুর্য্যম্ ঐশ্বর্য্যঞ্চ বা, তয়োঃ শীকরং কণং) লিখামি।

৪। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় বৈকুণ্ঠের পরিমাণ নাই। বৈকুণ্ঠ—শত-সহস্র-অযুত-লক্ষ-কোটি বা অসংখ্য যোজনবিশিষ্ট। যাহাতে কোনপ্রকার পরিমাণবিশিষ্ট কুণ্ঠধর্ম্ম নাই, তাহাই 'বৈকুণ্ঠ'।

৮। বৈকুণ্ঠের ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্থান এবং ষড়ৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট অবতারের সীমা মায়িক রাজ্যের ঈশ্বর ব্রহ্মা বা শিবাদির গোচর হইতে পারে না—বশ্য জীবের ত' কথাই নাই।

৯, ১১। গো-বৎস হরণ-ফলে ব্রহ্মার দর্প শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক চূর্ণ

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৭।৪১)—

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽপরে যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্ ॥ ১৩ ॥

সাক্ষাৎ কৃষ্ণের নিকটও কৃষ্ণগুণ অপরিমেয় ঃ—

তেঁহো রহু—সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ।
নিজ-গুণের অন্ত না পাঞা হয়েন সতৃষ্ণ ॥ ১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩। আমি ব্রহ্মা এবং তোমার অগ্রজ মুনিসকলই মায়াধীশ পুরুষের অন্ত জানিতে পারি না ; অপরে কে জানিবে? সহস্রানন অনন্তদেবও তাঁহার গুণগণ গান করিতে করিতে আজ পর্য্যন্ত পার পান নাই।

অনুভাষ্য

হইলে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব অবগত হইয়া নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয়ে স্তব করিতেছেন,—

হে ভূমন্ (বিরাট্), ভগবন্, পরাত্মন্, যোগেশ্বর ভবতঃ উতীঃ (লীলাঃ) ক্ব বা, কথং বা, কদা বা, কতি বা, যোগমায়াং বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি, ইতি ত্রিলোক্যাং কঃ বেত্তি? [ন কোঽপি জানাত্যতোঽচিন্ত্যং তব যোগমায়াবৈভবমিতি ভাবঃ]।

যৈঃ সুকল্পৈঃ (সুনিপুণৈঃ জনৈঃ বহুজন্মনা) বা [বিতর্কে] কালেন ভূ-পাংশবঃ (পৃথ্বীপরমাণবঃ) খে (আকাশে) মিহিকাঃ (হিমকণাঃ) দ্যুভাসঃ (দিবি জ্যোতিষ্কাণাং কিরণপরমাণবঃ) অপি বিমিতাঃ (বিশেষেণ গণিতাঃ) [তেষাং] কে (লোকাঃ) অস্য (বিশ্বস্য) হিতাবতীর্ণস্য (মঙ্গলায় প্রকটমানস্য, পালনায় বহু-গুণাবিষ্কারেণ অবতীর্ণস্য বা) গুণাত্মনঃ (ত্রিগুণাধিষ্ঠাতুঃ) তে (তব) গুণান্ অপি [পুনঃ] বিমাতুং (এতাবন্তঃ ইতি গণয়িতুম্) ঈশিরে (সমর্থাঃ বভূবুঃ, দূরতঃ তদ্বিশেষবার্ত্তা ইত্যর্থঃ)। ভাঃ ২।৭।৪০ ও ১১।৪।২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১২। চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা বা পঞ্চমুখে শিব দূরে যাউক— অনন্তদেব নিরন্তর সহস্রমুখে গান করিয়াও যাঁহার গুণের সীমা প্রাপ্ত হন না। পাঠান্তরে,—"ব্রহ্মাদি রহু, অনন্ত সহস্রবদন। নিরন্তর গায় মুখে, না পায় গণন।।"

১৩। ব্রহ্মা তচ্ছিষ্য নারদের নিকট ভগবান্ বিষ্ণুর লীলা-বতারসমূহের চেষ্টা, প্রয়োজন ও বিভূতির কথা বর্ণন করিয়া তাঁহার দুর্জ্ঞেয় ও অপরিমেয় শক্তিবৈভব বলিতেছেন,—

পুরুষস্য (ভগবতঃ) বিষ্ণোঃ মায়াবলস্য (মায়াবিভূতেঃ)

অতন্নিরসনপূর্ব্বক নির্ব্বিশেষ-বর্ণনানন্তর সবিশেষ বিগ্রহ-বর্ণনেই শ্রুতি পর্য্যবসিত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।৪১)—

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ ॥ ১৫ ॥

ব্রজে কৃষ্ণের অদ্ভুত গোচারণ-লীলা-বর্ণন ঃ—

সেহ রহু—ব্রজে যবে কৃষ্ণ-অবতার।
তাঁর চরিত্র বিচারিতে মন না পায় পার ॥ ১৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫। আপনি—অনন্ত, সেইজন্য সেই দেবতাগণ আপনার অন্ত পান নাই। আপনিও আপনার গুণের অন্ত পান না। আকাশে পরমাণুগণের ন্যায় সাবরণ ব্রহ্মাণ্ডসকল কালের সহিত পরিভ্রমণ করিতেছে। সেই কারণে শ্রুতিগণ আপনাকে অনুসন্ধান করিতে গিয়া, যাহাকেই লক্ষ্য করে, তাহা আপনি নন—এইরূপ করিতে করিতে সমস্তই আপনাতে পর্য্যবসিত হয় ; এইরূপ স্থির করিয়া আপনিই যে সকলের আধার,—এই সিদ্ধান্ত করে।

অনুভাষ্য

অন্তম্ অহং (ব্রহ্মা) ন বিদামি (বেদ্মি, তথা) তে (তব) অগ্রজাঃ (ভ্রাতরঃ) অমী মুনয়ঃ (সনকাদয়ঃ) চ ন জানন্তি ; দশশতাননঃ (সহস্রবদনঃ) আদিদেবঃ শেষঃ (ভূধারী অনন্তঃ) অপি অস্য (ভগবতঃ) গুণান্ গায়ন্ (কীর্ত্তয়ন্) অধুনা (সাম্প্রতম্) অপি পারং (সীমানং) ন সমবস্যতি (নিশ্চিনোতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ, অতঃ) যে অপরে (লোকাঃ, তে) কুতঃ [বিদন্তীতি ভাবঃ]।

১৪। তেঁহো রহু—অনন্তদেব দূরে থাকুন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও নিজ গুণের সীমা প্রাপ্ত না হইয়া তৃষ্ণান্বিত।

১৫। জনলোকে ব্রহ্মসত্রযজ্ঞে শ্রবণেচ্ছু ঋষিগণের সমীপে চতুঃসনের অন্যতম ব্রহ্মর্ষি সনন্দন শ্রুতিগণকর্ত্তৃক (কৃত) এই ভগবৎস্তুতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাই আবার আদি ঋষি নারায়ণ দেবর্ষি নারদের নিকট পরে বর্ণন করিয়াছিলেন,—

হে ভগবন্, দ্যুপতয়ঃ (স্বর্গাধিপাঃ লোকপতয়ঃ ব্রহ্মাদয়ঃ) এব (অপি) তে (তব) অনন্ততয়া (অন্তাভাবেন) অন্তং (গুণসীমাং) ন যযুঃ (প্রাপুঃ—যৎ অন্তবদ্বস্তু, তৎ কিমপি ত্বং ন ভবসীত্যর্থঃ) ; [আস্তাং দ্যুপতয়ঃ,] যদ্ (যস্মাৎ) ত্বমপি [স্বয়ম্ আত্মনঃ অন্তম্ অনন্ততয়া ন যাসি] ; ননু (অহো) যদ্ (যস্য তব) অন্তরা (মধ্যে) সাবরণাঃ (উত্তরোত্তরং দশগুণসপ্তাবরণ-সমন্বিতাঃ) অণ্ডনিচয়াঃ (ব্রহ্মাণ্ড-গণাঃ) বয়সা (কালচক্রেণ) খে (আকাশে) রজাংসি ইব সহ [একদৈব ন তু পর্য্যায়েণ] বান্তি

গোবৎস-হরণ-হেতু চিদ্বিলাস প্রকটপূর্ব্বক ব্রহ্মার দর্প-নাশ ঃ—

প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি কৈলা এককক্ষণে ।
অশেষ বৈকুণ্ঠাজাণ্ড স্ব-স্ব-নাথ-সনে ॥ ১৭ ॥

সেই লীলার পরম-চমৎকারিতা ঃ—

এমত অন্যত্র নাহি শুনিয়ে অদ্ভুত ।
যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় অবধূত ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণকর্ত্তৃক অসংখ্য গো ও গোবৎস-প্রকটন ঃ—

"কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈঃ"—**শুকদেব-বাণী ।**
কৃষ্ণ-সঙ্গে কত গোপ সংখ্যা নাহি জানি ॥ ১৯ ॥
এক এক গোপ করে যে বৎস চারণ ।
কোটি, অর্ব্বুদ, শঙ্খ, পদ্ম, তাহার গণন ॥ ২০ ॥
বেত্র, বেণু, দল, শৃঙ্গ, বস্ত্র, অলঙ্কার ।
গোপগণের যত, তার নাহি লেখা-পার ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণ-প্রকটিত অসংখ্য বৈকুণ্ঠনাথ ও
ব্রহ্মাণ্ডপতির কৃষ্ণস্তুতি ঃ—

সবে হৈলা চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি ।
পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তুতি ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণ হইতে লীলা-প্রকাশ, কৃষ্ণেই সঙ্গোপন ঃ—

এক কৃষ্ণদেহ হৈতে সবার প্রকাশে ।
ক্ষণেকে সবাই সেই শরীরে প্রবেশে ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মার বিস্ময় ও মূর্চ্ছা, মূর্চ্ছান্তে কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণৈশ্বর্য্য অবগতি ঃ—

ইহা দেখি' ব্রহ্মা হৈলা মোহিত, বিস্মিত ।
স্তুতি করি' সেই পাছে করিলা নিশ্চিত ॥ ২৪ ॥

অধোক্ষজ কৃষ্ণবৈভব-নির্ণয়ে স্বীয় অক্ষমতা-জ্ঞাপন ঃ—

"যে কহে,—'কৃষ্ণের বৈভব মুঞি সব জানোঁ ।
সে জানুক,—কায়মনে মুঞি এই মানোঁ ॥ ২৫ ॥
এই যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃতসিন্ধু ।
মোর বাঙ্মানসের গম্য নহে এক বিন্দু ॥ ২৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৩৮)—

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো ।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥" ২৭ ॥

কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীবৃন্দাবন-ধাম ঃ—

কৃষ্ণের মহিমা বহু—কেবা তার জ্ঞাতা ।
বৃন্দাবন-স্থানের দেখ আশ্চর্য্য বিভুতা ॥ ২৮ ॥

বৃন্দাবনের একদেশে পরব্যোমস্থ অনন্তকোটি বৈকুণ্ঠ ঃ—

ষোলক্রোশ বৃন্দাবন,—শাস্ত্রের প্রকাশে ।
তার একদেশে বৈকুণ্ঠাজাণ্ডগণ ভাসে ॥ ২৯ ॥

অসীম কৃষ্ণবৈভবসিন্ধুর একবিন্দু-নির্দেশ ঃ—

অপার ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের—নাহিক গণন ।
শাখা-চন্দ্র-ন্যায়ে করি দিগ্‌দরশন ॥ ৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭-২০। কৃষ্ণাবতারে ব্রহ্মা কৃষ্ণের মহিমা পরীক্ষা করিবার জন্য গোবৎস ও গোপসকল চুরি করিলে কৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিক্রমে, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তু, সমস্তই প্রকট করিয়াছিলেন। চিন্ময় গো, গোপবালক ও অশেষ বৈকুণ্ঠতত্ত্ব প্রকট করিয়া অপ্রাকৃত সৃষ্টি করিলেন। স্বীয় স্বীয় ব্রহ্মার সহিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া প্রাকৃত সৃষ্টি করিলেন। এই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিলে চিত্তমল ধৌত হয়। 'অসংখ্য কৃষ্ণবৎস' এই শব্দদ্বারা কৃষ্ণের গোবৎস-সকল এবং গোপবালকসকল অসংখ্যরূপে প্রকট হইল।

২৭। যাঁহারা বলেন,—'আমরা কৃষ্ণতত্ত্ব জানি', তাঁহারা জানুন, কিন্তু আমি অনেক উক্তি করিতে ইচ্ছা করি না। প্রভো! আমি এইমাত্র বলি যে, তোমার বৈভবসকল—আমার মন, শরীর ও বাক্যের অগোচর।

২৯। ব্রজমণ্ডলে যে দ্বাদশবন আছে—যে সমস্ত মিলিয়া চৌরাশি ক্রোশ হয়, তন্মধ্যে বৃন্দাবন-নামক বনটি—বর্ত্তমান বৃন্দাবন-নগরের সীমা হইতে নন্দগ্রাম বৃষভানুপুর পর্য্যন্ত ১৬ ক্রোশ।

৩০। শাখা-চন্দ্র-ন্যায়—চন্দ্রের এক শাখা দেখাইয়া যেমন চন্দ্রের পরিচয় দেওয়া যায়, সেইরূপ কোন তত্ত্বের এক দেশ

অনুভাষ্য

(পরিভ্রমন্তি) ; যদ্ (যস্মাৎ) শ্রুতয়ঃ অতন্নিরসনেন (নিরন্তরং জড়নিষেধেন) ভবন্নিধনাঃ (ভবতি ত্বয়ি নিধনং সমাপ্তিঃ যাসাং তাঃ সত্যাঃ) ত্বয়ি (চিদ্বিলাস-বিশেষময়ে) হি ফলন্তি (পর্য্যবসন্তি)।

১৭। এককক্ষণমধ্যে কৃষ্ণ পরব্যোমনাথ-সহ অসংখ্য অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ এবং বহু ব্রহ্মাদি সহ অসংখ্য প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন।

১৮। অবধূত—কম্পিত, আন্দোলিত, উদ্বেলিত, অভিভূত, পরাহত। পাঠান্তরে, "যাঁহার শ্রবণে চিত্ত-মল হয় ধূত।"

১৯। ভাঃ ১০।১২।৩ শ্লোকের প্রথম চরণ।

২০। একং দশং শতঞ্চৈব সহস্রমযুতং তথা। লক্ষঞ্চ নিযুতং চৈব কোটিরর্ব্বুদমেব চ।। বৃন্দঃ খর্ব্বো নিখর্ব্বশ্চ শঙ্খপদ্মৌ চ সাগরঃ। অন্ত্যং মধ্যং পরার্দ্ধঞ্চ দশবৃদ্ধ্যা যথাক্রমম্।। *

২৭। গো-বৎস-হরণফলে ব্রহ্মার দর্প শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক চূর্ণ

** দশ দশ বৃদ্ধিদ্বারা যথাক্রমে এক, দশ, শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটি, অর্ব্বুদ, বৃন্দ, খর্ব্ব, নিখর্ব্ব, শঙ্খ, পদ্ম, সাগর, অন্ত্য, মধ্য ও পরার্দ্ধ সংখ্যার গণনা হইয়া থাকে।*

বাঙ্মানসাতীত কৃষ্ণৈশ্বর্য্য-বর্ণনে ব্রহ্মার বিহ্বলতা ঃ—

ঐশ্বর্য্য কহিতে স্ফুরিল ঐশ্বর্য্য-সাগর।
মনেন্দ্রিয় ডুবিলা, প্রভু হইলা ফাঁপর ॥ ৩১ ॥
ভাগবতের এই শ্লোক পড়িলা আপনে।
অর্থ আস্বাদিতে সুখে করেন ব্যাখ্যানে ॥ ৩২ ॥

ত্রিসর্গাধীশ অদ্বিতীয় অবিনশ্বর লোকপতিগণ-পূজিত বিগ্রহ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২।২১)—

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥৩৩॥

কৃষ্ণ—(১) অসাম্যাতিশয় ঃ—

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণ—(২) ত্র্যধীশ ; (ক) গুণাবতারগত ১ম (বাহ্য) অর্থঃ—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর,—এই সৃষ্ট্যাদি-ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ—অধীশ্বর ॥ ৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দেখাইয়া সর্ব্বদেশের কিঞ্চিৎ জ্ঞান দেওয়া যায়। এই ন্যায়কে 'শাখা-চন্দ্র-ন্যায়' বলে।

৩৩। তিনি স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের অধীশ্বর, অতএব তিনি সমান-হীন ও অতিশয় রহিত এবং স্বারাজ্যলক্ষ্মীদ্বারা সমস্ত কাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। চির-লোকপালসকল তাঁহার পূজা দিতে আসিয়া তাঁহার পাদপীঠ স্তুতি করিতে গিয়া মস্তকে শোভিত কিরীটকোটি সকল নত করিয়া শব্দ করিয়া থাকেন।

অনুভাষ্য

হইলে ব্রহ্মা কৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য ও অধোক্ষজত্ব কীর্ত্তন করিতেছেন,—

হে প্রভো, জানন্তঃ (বিজ্ঞাঃ ত্বদচিন্ত্যানন্তগুণগণজ্ঞানাভিমানিনঃ) এব জানন্তু, বহূক্ত্যা (অতি প্রজল্পেন) কিম্ (অধিকবাগ্বেগেন ফলং নাস্তীত্যর্থঃ)। তব বৈভবং মে (মম ব্রহ্মণঃ) বপুষঃ মনসঃ বাচঃ (কায়মনোবাক্যানাং) ন গোচরঃ (ন বিষয়ঃ, ন স্পর্শাধিকারঃ ভবতি)।

২৯। শাস্ত্রে বৃন্দাবন 'ষোলক্রোশ' বলিয়া উক্ত আছে। ইহারই একপার্শ্বে যাবতীয় বৈকুণ্ঠ ও সুবৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডগণ প্রকাশিত।

৩৩। লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে 'শ্রীকৃষ্ণ—নারায়ণের বিলাস' এই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনমুখে উত্তরপক্ষ বর্ণনে ৩০২-৩২৩ সংখ্যায় এই শ্লোকের ব্যাখ্যা ও কারিকা দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট হইলে শ্রীল উদ্ধব তদ্বিয়োগ-জন্য শোকাকুল হইয়া শ্রীবিদুরের নিকট কৃষ্ণের বাল্যচরিত ও পারমৈশ্বর্য্য কীর্ত্তন করিতেছেন,—

স্বয়ং [ভগবান্] তু অসাম্যাতিশয়ঃ (ন সাম্যম্ অতিশয়শ্চ যস্মাৎ সঃ অসমোর্দ্ধঃ), ত্র্যধীশঃ (গোলোকপরব্যোমদেবীধাম্নাং, গোকুল-মথুরা-দ্বারকাধাম্নাং বা, কারণং চ সমষ্টিঃ হিরণ্যোগর্ভো বা ব্যষ্টিঃ বিরাট্ বেতি সর্গত্রয়াণাং বা, সত্ত্বরজস্তমোগুণাধিষ্ঠাতৃণাং বিষ্ণুব্রহ্মাশিবানাং বা, চিজ্জীবমায়াশক্তীনাং বা, ভূর্ভুবঃস্বরিতি ব্যাহৃতিত্রয়াণাং বা, স্বর্গমর্ত্ত্য-পাতাল-লোকত্রয়াণাং বা ঈশঃ অধিপতিঃ) স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ (পরমচিদানন্দস্বরূপসম্পত্ত্যা এব লব্ধনিখিলভোগঃ) বলিং (করম্ অর্হণং বা) হরদ্ভিঃ (সমর্পয়দ্ভিঃ) চিরলোকপালৈঃ (চিরকালীনৈঃ ব্রহ্মারুদ্রাদ্যৈঃ) কিরীট-কোটীড়িত-পাদপীঠঃ (কিরীটকোটিভিঃ কোটি মুকুটাগ্রৈঃ ঈড়িতং বন্দিতং পাদপীঠং পাদসিংহাসন যস্য সঃ—উগ্রসেনং যৎ ন্যবোধয়ৎ, তৎ নঃ বিগ্লাপয়তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ)।

৩৫। আদি, ২য় পঃ ১০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৬। ব্রহ্মা—জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু—জগৎপালনকর্ত্তা, হর—জগৎসংহারকর্ত্তা, এই কর্ত্তৃত্রয় কৃষ্ণের আজ্ঞাবহ ভৃত্য ; কৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বেশ্বর।

অমৃতানুকণা—৩৩। শ্রীশ্রীমদ্ রূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার শ্রীলঘুভাগবতামৃত-গ্রন্থে আলোচ্য 'স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ' (ভাঃ ৩।২।২১)-শ্লোকের যে-ব্যাখ্যা স্বীয় কারিকা-মধ্যে প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই প্রকার,—'অসাম্যাতিশয়ঃ'—যাঁহার অন্যের সহিত সাম্য নাই এবং যাঁহা হইতে আধিক্য নাই, এই দুই বিশেষণদ্বারা সকল ভগবৎস্বরূপ হইতে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ নিরূপিত হইয়াছে, অতএব এস্থলে পরব্যোমনাথ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের আধিক্য প্রদর্শিত হইল। 'স্বয়ং'—এই পদদ্বারা অন্য কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপাদি প্রকাশিত হয় নাই, ইহাই কথিত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীদশরথ-নন্দন শ্রীরামচন্দ্র-সম্বন্ধেও কথিত হইয়াছে,—'অধিকসাম্যবিমুক্তধাম্নঃ' (ভাঃ ৯।১১।২০)—তাঁহার প্রভাব আধিক্য ও সাম্যরহিত। কিন্তু তথাপি ইহাতে 'স্বয়ং' এই পদটী প্রযুক্ত হয় নাই। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরামের ঐক্য-হেতুই উক্ত "অধিকসাম্যবিমুক্তধাম্নঃ" বিশেষণের প্রয়োগ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে,—যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামের মধ্যে নরলীলা, নরাকার ও নরস্বভাবের সাম্য আছে এবং সেহেতুই শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরামরূপ অতিশয় প্রিয়। তাহা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণবাক্যেও ব্যক্ত হইয়াছে,—"অন্তরঙ্গাস্বরূপাসে মৎস্য-কূর্ম্মাদয়স্ত্বমী। সর্ব্বাত্মনায়মত্রাপি শ্রীমদ্দশরথাত্মজঃ।।" অর্থাৎ 'মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারসমূহ আমার অন্তরঙ্গস্বরূপ ; ইঁহাদের মধ্যে তথাপি দশরথপুত্র শ্রীরাম-স্বরূপই সর্ব্বতোভাবে অর্থাৎ নরলীলাদি-সাম্যে আমার অতিশয় প্রিয়।' "স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়ঃ", "কৃষ্ণস্তু ভগবান্

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৬।৩২)—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥ ৩৭ ॥

(খ) পুরুষাবতারগত ২য় (বাহ্য) অর্থ ঃ—

এ সামান্য, ত্র্যধীশ্বরের শুন অর্থ আর।
জগৎকারণ তিন পুরুষাবতার ॥ ৩৮ ॥
মহাবিষ্ণু, পদ্মনাভ, ক্ষীরোদকস্বামী।
এই তিন—স্থূল-সূক্ষ্ম-সর্ব্ব-অন্তর্যামী ॥ ৩৯ ॥
এই তিন—সর্ব্বাশ্রয়, জগৎ-ঈশ্বর।
ইঁহো—কলা-অংশ যাঁর, কৃষ্ণ—অধীশ্বর ॥ ৪০ ॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪৪)—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইব যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪১ ॥

(গ) কৃষ্ণাধীনধামগত ৩য় (গুহ্য) অর্থ ঃ—

এই অর্থ—বাহ্য, শুন 'গূঢ়' অর্থ আর।
তিন আবাস-স্থান কৃষ্ণের, শাস্ত্রে খ্যাতি যার ॥ ৪২ ॥

(১) অন্তরাবাস গোলোক-বৃন্দাবন-বর্ণন ঃ—

'অন্তঃপুর'—গোলোক-শ্রীবৃন্দাবন।
যাঁহা নিত্যস্থিতি মাতাপিতা-বন্ধুগণ ॥ ৪৩ ॥
মধুর ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কৃপাদি-ভাণ্ডার।
যোগমায়া—দাসী, যাঁহা রাসাদি লীলা-সার ॥ ৪৪ ॥

গোস্বামিপাদোক্ত-শ্লোক—

করুণানিকুরম্বকোমলে মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি।
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে ন হি চিন্তাকণিকাভ্যুদেতি নঃ ॥ ৪৫ ॥

(২) মধ্যমাবাস বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠ-বর্ণন ঃ—

তার তলে পরব্যোম—'বিষ্ণুলোক'-নাম।
নারায়ণ-আদি অনন্ত স্বরূপের ধাম ॥ ৪৬ ॥

অনুভাষ্য

৩৭। মধ্য, ২০শ পঃ ৩১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৯। মহাবিষ্ণু—কারণোদশায়ী অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামী ; পদ্মনাভ—ব্রহ্মার স্রষ্টা গর্ভোদশায়ী অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ, সমষ্টি বা সূক্ষ্মান্তর্যামী ; এবং ক্ষীরোদকস্বামী—বিষ্ণু অর্থাৎ বিরাট্, ব্যষ্টি স্থূলান্তর্যামী।

৪১। আদি, ৫ম পঃ ৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪২। তিন আবাস-স্থান—(১) অন্তরাবাস গোলোক, (২) মধ্যমাবাস পরব্যোম, (৩) বাহ্যাবাস দেবীধাম।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৫। করুণাসমূহদ্বারা কোমল, মধুরৈশ্বর্য্য-বিশেষযুক্ত ব্রজ-রাজনন্দন জয়যুক্ত হওয়ায় আমাদিগের চিন্তাকণিকারও অভ্যুদয় হয় না।

অনুভাষ্য

৪৫। করুণানিকুরম্বকোমলে (করুণাসমূহেন কোমলঃ স্বভাবঃ যস্য সঃ তস্মিন্) মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি (মাধুর্য্যৈ-শ্বর্য্য-বিচিত্র-সম্পত্তিসম্পন্নে) ব্রজরাজনন্দনে (কৃষ্ণে) জয়তি (সর্ব্বোৎকর্ষমাবিষ্কুর্ব্বতি) নঃ (অস্মাকং) চিন্তাকণিকা (চিন্তা-লবমাত্রম্ অপি) ন অভ্যুদেতি (আবির্ভবতি)।

স্বয়ম্" (ভাঃ ১।৩।২৮)—এই দুই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ পরমৈশ্বর্য্য-বর্ণনায় যে 'স্বয়ং'-পদ দুইবার উক্ত হইয়াছে, ইহা শ্রীকৃষ্ণের অন্য স্বরূপের সহিত সাধর্ম্ম্যের ঐক্যহেতু নহে,—তাঁহার আধিক্যই স্বতঃসিদ্ধ।

"ত্র্যধীশঃ"—গোলোক, মথুরা এবং দ্বারকা-নামক যে ধামত্রয় আছে, উহাদের অধিপতি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অধীশ্বর ; অথবা প্রকৃতির ঈশ (নিয়ন্তা) কারণোদশায়ী, বিরাটের অন্তর্যামী গর্ভোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ী—এই পুরুষাবতার-ত্রয়ের উপরিস্থ ঈশ্বর বলিয়া তিনি 'ত্র্যধীশ'। 'স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যা আপ্তসমস্তকামঃ'—স্বারাজ্য-লক্ষ্মীহেতু সমস্ত কাম তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি 'স্ব'-দ্বারা অর্থাৎ আত্মদ্বারা অথবা আত্মভূতা শ্রেষ্ঠশক্তিদ্বারা বিরাজ করেন বলিয়া তিনি 'স্বরাট্' ; সেই স্বরাট্জনিত ভাব (ধর্ম্ম)ই—'স্বারাজ্য' নামে অভিহিত। সেই স্বারাজ্যই লক্ষ্মী—সর্ব্বাতিশায়িনী সম্পত্তি ; সেইহেতু সমস্ত কাম যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে ; 'সমস্তকাম'-শব্দে—অভীষ্টবিষয়ের সিদ্ধিসমূহ।

'চিরলোকপাল'—চির অর্থাৎ চিরজীবী (দীর্ঘজীবী), লোকপাল—পদ্মজ ব্রহ্মাদি ; সেই লোকপালগণের কিরীট-কোটীদ্বারা অর্থাৎ শত শত অর্ব্বুদ মুকুটদ্বারা যাঁহার পাদপীঠদ্বয় (পাদুকাদ্বয়) 'ঈড়িত' অর্থাৎ সংস্তুত হইয়া থাকে, সেই শ্রীকৃষ্ণ। হীরকাদি রত্নময় মুকুটসমূহদ্বারা পাদপীঠের সংঘট্ট হইতে উত্থিত যে-শব্দপরম্পরা, তাহাই 'স্তুতি'-রূপে উদ্ভাবিত হইয়াছে। 'বলিং হরদ্ভিঃ'—নিজ নিজ কার্য্যে অবস্থিত ব্রহ্মাদি লোকপালগণের দ্বারা ভগবানের আজ্ঞাপালনই এস্থলে 'বলিহরণ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বিচিত্র নানাবিধ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভগবৎশক্তিতে প্রকাশমান। শ্রীহরির শক্তির বিচিত্রতাহেতু কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃতি শতকোটী যোজন, কতগুলির নিখর্ব্ব যোজন, কতগুলির পদ্মাযুত যোজন, আর কতকগুলির পরার্দ্ধশত যোজন। তাহাদের মধ্যে কতক ব্রহ্মাণ্ডে বিংশতি ভুবন, কতক ব্রহ্মাণ্ডে পঞ্চাশৎ, কোন ব্রহ্মাণ্ডে শত, কোন ব্রহ্মাণ্ডে সহস্র, কোন ব্রহ্মাণ্ডে অযুত, বা কোন ব্রহ্মাণ্ডে লক্ষ ভুবন আছে। সেইসকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি লোকপালগণ নানারূপে বিরাজমান। তাঁহারা 'চিরলোকপাল' বলিয়া কথিত। তাঁহাদের কোটী কোটী মুকুটদ্বারা এই শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠ স্তুত হইয়া থাকে।

'মধ্যম-আবাস' কৃষ্ণের—ষড়ৈশ্বর্য্য-ভাণ্ডার।
অনন্ত স্বরূপে যাঁহা করেন বিহার ॥ ৪৭ ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাঁহা—ভাণ্ডার-কোঠরি।
পারিষদগণে ষড়ৈশ্বর্য্যে আছে ভরি' ॥ ৪৮ ॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪৩)—

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৯ ॥

বিরজার অবস্থান-বর্ণন ঃ—

পাদ্মোত্তরখণ্ডে (২৫৫।৫৭)—

প্রধান-পরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা ॥ ৫০ ॥

পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠাবস্থান-বর্ণন ঃ—

পাদ্মোত্তরখণ্ডে (২৫৫।৫৮)—

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্ ॥ ৫১ ॥

(৩) বাহ্যাবাস দেবীধামই জীবভোগক্ষেত্র মায়ারাজ্য ঃ—

তার তলে 'বাহ্যাবাস' বিরজার পার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহা কোঠরি অপার ॥ ৫২ ॥
'দেবীধাম' নাম তার, জীব যার বাসী।
জগল্লক্ষ্মী রাখে, যাঁহা রহে মায়াদাসী ॥ ৫৩ ॥
এই তিন ধামের হয় কৃষ্ণ অধীশ্বর।
গোলোক-পরব্যোম—প্রকৃতির পর ॥ ৫৪ ॥

শুদ্ধসত্ত্বময় চিচ্ছক্তিবিলাস তদ্রূপবৈভব—কৃষ্ণের ত্রিপাদ-বিভূতি, দেবীধাম—একপাদ-বিভূতি ঃ—

চিচ্ছক্তিবিভূতি-ধাম—ত্রিপাদৈশ্বর্য্য-নাম।
মায়িক বিভূতি—একপাদ অভিধান ॥ ৫৫ ॥

ত্রিপাদবিভূতি—মায়াতীতা ও একপাদবিভূতি মায়িক ঃ—

লঘুভাগবতামৃতে (১।৫৬৩)—

ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎ পদম্।
বিভূতির্মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ ॥ ৫৬ ॥

একপাদবিভূতি দেবীধামের বর্ণন ঃ—

ত্রিপাদবিভূতি কৃষ্ণের—বাক্য-অগোচর।
একপাদ বিভূতির শুনহ বিস্তার ॥ ৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৯। গোলোকনামা নিজ-ধামের নিম্নে দেবী, মহেশ ও হরির ধামনিচয়ে সেই সমস্ত প্রভাবনিচয় যিনি বিহিত করিয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

৫০। প্রধান অর্থাৎ মায়িকতত্ত্ব এবং পরব্যোম, এই দুয়ের মধ্যে বিরজা-নদী ; তাহা—মঙ্গলজনক বেদাঙ্গ অর্থাৎ পুরুষের ঘর্ম্মজনিতজলে স্রাবিত।

৫১। সেই বিরজার পারে অমৃত, নিত্য, সনাতন, অনন্ত পরম পদস্বরূপ, ত্রিপাদভূত, পরব্যোম আছেন ; তাৎপর্য্য এই যে,—পরব্যোম—চিজ্জগৎ। অতএব অশোক, অভয় ও অমৃতরূপ ত্রিপাদ-বিভূতি তাহাতে নিত্য বর্ত্তমান। মায়িকব্যাপার-সমুদায় মিলিত হইয়া কৃষ্ণের একপাদবিভূতি মাত্র।

অনুভাষ্য

৪৯। তস্য (কৃষ্ণস্য) গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে (নিম্নভাগে) দেবীমহেশহরিধামসু (পারম্পর্য্যক্রমেণ বৈকুণ্ঠ-শিবধাম-দেবীধামসু) তেষু তেষু চ যেন (গোবিন্দেন) তে তে প্রভাবনিচয়াঃ (বিক্রমসমূহাঃ) বিহিতাঃ (স্থাপিতাঃ) চ, তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি।

৫০। প্রধান-পরমব্যোম্নোঃ (দেবীধাম-বৈকুণ্ঠয়োঃ) অন্তরে (মধ্যে) বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈঃ (বেদাঃ অঙ্গানি যস্য—"অস্য নিশ্বসিতম্" ইতি শ্রুতেঃ, তস্য ভগবতঃ ঘর্ম্মোদ্ভবৈঃ) তোয়ৈঃ (সলিলৈঃ) প্রস্রাবিতা (প্রবাহিতা) শুভা (জড়ক্রিয়াহীনা নৈষ্কর্ম্মরূপিণী চিন্মাত্রময়ী) বিরজা নদী [বর্ত্ততে]।

৫১। তস্যাঃ (বিরজায়াঃ নদ্যাঃ) পারে (তটে) ত্রিপাদ্ভূতং (তুরীয়ং) সনাতনম্ (নিত্যবর্ত্তমানম্) অমৃতম্ (অক্ষয়ং) শাশ্বতং নিত্যম্ অনন্তং পরমং পদং পরব্যোম।

৫৩। জীব—ভোগপরায়ণ বদ্ধজীব দেবীধামে বাস করে ; স্বারাজ্যলক্ষ্মী কৃষ্ণসেবিকা হইয়া কৃষ্ণের অভিলাষ পূরণ করেন, জগল্লক্ষ্মী দেবীধামবাসী জীবগণের রক্ষা করেন। 'যাঁহা'—এই দেবীধামে জগল্লক্ষ্মীর দাসী মায়াই অধিষ্ঠাত্রী।

৫৪। তিন ধাম—সর্ব্বোপরিধাম গোলোক, হরিধাম-পরব্যোম ও দেবীধাম। দেবীধাম হইতে মুক্ত জীব পরব্যোমে হরিসেবা না পাইলে মহেশ-ধাম লাভ করে। দেবীধামের উপরে হইলেও উহা হরিধাম-পরব্যোম নহে।

৫৫। হরিধাম-পরব্যোম ও গোলোক—অপ্রাকৃত চিচ্ছক্তি-বিভূতিবিশিষ্ট ধাম ; তাহা 'ত্রিপাদৈশ্বর্য্য'-নামে আখ্যাত। মায়িকবিভূতিযুক্ত দেবীধাম—'একপাদ'—নামে প্রসিদ্ধ।

৫৬। তৎপদং ত্রিপাদবিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদভূতং হি

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৬। 'ত্রিপাদবিভূতি' ধাম বলিয়া সেই পদকে ত্রিপাদভূত বলে, আর সমস্ত মায়িক বিভূতি—একপাদমাত্র।

'চিরলোকপাল'-শব্দের অর্থ ঃ—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত ব্রহ্মা-রুদ্রগণ।
চিরলোকপাল-শব্দে তাঁহার গণন ॥ ৫৮ ॥

কৃষ্ণৈশ্বর্য্যদর্শনার্থ আগত ব্রহ্মার দর্প-নাশ সম্বন্ধে একটী পৌরাণিক আখ্যান ঃ—

একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ দেখিবারে।
ব্রহ্মা আইলা,—দ্বারপাল জানাইল কৃষ্ণেরে ॥ ৫৯ ॥
কৃষ্ণ কহেন,—"কোন্ ব্রহ্মা, কি নাম তাহার?"
দ্বারী আসি' ব্রহ্মারে পুছে আর বার ॥ ৬০ ॥
বিস্মিত হঞা ব্রহ্মা দ্বারীকে কহিলা।
'কহ গিয়া সনক-পিতা চতুর্ম্মুখ আইলা ॥' ৬১ ॥
কৃষ্ণে জানাঞা দ্বারী ব্রহ্মারে লঞা গেলা।
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা দণ্ডবৎ কৈলা ॥ ৬২ ॥
কৃষ্ণ মান্য-পূজা করি' তাঁরে প্রশ্ন কৈল।
"কি লাগি' তোমার ইঁহা আগমন হৈল?" ৬৩ ॥
ব্রহ্মা কহে,—"তাহা পাছে করিব নিবেদন।
এক সংশয় মনে হয়, করহ ছেদন ॥ ৬৪ ॥
'কোন্ ব্রহ্মা?' পুছিলে তুমি কোন্ অভিপ্রায়ে?
আমা বই জগতে আর কোন্ ব্রহ্মা হয়ে?" ৬৫ ॥
শুনি' হাসি' কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে।
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইলা ততক্ষণে ॥ ৬৬ ॥
দশ-বিশ-শত-সহস্র-অযুত-লক্ষ-বদন।
কোট্যর্ব্বুদ মুখ কারো, না যায় গণন ॥ ৬৭ ॥
রুদ্রগণ আইলা লক্ষ-কোটি-বদন।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ-কোটি-নয়ন ॥ ৬৮ ॥
দেখি' চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁপর হইলা।
হস্তিগণ-মধ্যে যেন মশক রহিলা ॥ ৬৯ ॥
আসি' সব ব্রহ্মা কৃষ্ণপাদপীঠ-আগে।
দণ্ডবৎ করিতে মুকুট পাদপীঠে লাগে ॥ ৭০ ॥
কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি লিখিতে কেহ নারে।
যত ব্রহ্মা, তত মূর্ত্তি একই শরীরে ॥ ৭১ ॥
পাদপীঠ-মুকুটাগ্র-সংঘট্টে উঠে ধ্বনি।
পাদপীঠে স্তুতি করে মুকুট হেন জানি' ॥ ৭২ ॥
যোড়-হাতে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি করয়ে স্তবন।
"বড় কৃপা করিলা প্রভু, দেখাইলা চরণ ॥ ৭৩ ॥
ভাগ্য, মোরে বোলাইলা 'দাস' অঙ্গীকরি'।
কোন্ আজ্ঞা হয়, তাহা করি' শিরে ধরি' ॥" ৭৪ ॥
কৃষ্ণ কহে,—"তোমা-সবা দেখিতে চিত্ত হৈল।
তাহা লাগি' এক ঠাঞি সবা বোলাইল ॥ ৭৫ ॥
সুখী হও সবে, কিছু নাহি দৈত্য-ভয়?"
তারা কহে,—"তোমার প্রসাদে সর্ব্বত্রই জয় ॥ ৭৬ ॥
সম্প্রতি পৃথিবীতে যেবা হৈয়াছিল ভার।
অবতীর্ণ হঞা তাহা করিলা সংহার ॥" ৭৭ ॥
দ্বারকাদি বিভূতির এই ত' প্রমাণ।
'আমারই ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ' সবার হৈল জ্ঞান ॥ ৭৮ ॥
কৃষ্ণ-সহ দ্বারকা-বৈভব অনুভব হৈল।
একত্র মিলনে কেহ কাহো না দেখিল ॥ ৭৯ ॥
তবে কৃষ্ণ সর্ব্ব-ব্রহ্মাগণে বিদায় দিলা।
দণ্ডবৎ হঞা সবে নিজ ঘরে গেলা ॥ ৮০ ॥
দেখি' চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার হৈল চমৎকার।
কৃষ্ণের চরণে আসি' কৈলা নমস্কার ॥ ৮১ ॥
ব্রহ্মা বলে,—"পূর্ব্বে আমি যে নিশ্চয় করিলুঁ।
তার উদাহরণ আমি আজি ত' দেখিলুঁ ॥ ৮২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৩৮)—

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো-বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥ ৮৩ ॥

কৃষ্ণ কহে,—"এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ কোটি যোজন।
অতি ক্ষুদ্র, তাতে তোমার চারি বদন ॥ ৮৪ ॥

অনুভাষ্য

(ত্রিচরণাত্মকম্ এব উচ্যতে) ; যতঃ সর্ব্বা মায়িকী বিভূতিঃ পাদাত্মিকা (একচরণা) প্রোক্তা (কথিতা)।

৫৮। চিরলোকপাল—ব্রহ্মাণ্ডের আধিকারিক চিরস্থায়ি-কার্য্যকারক ব্রহ্মারুদ্রাদি ; লোকপাল-শব্দে সাধারণতঃ অষ্ট-দিক্‌পাল—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ, নির্ঋতি, বায়ু, কুবের ও শিব।

৫৯-৮৯। লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে 'শ্রীকৃষ্ণ—নারায়ণের বিলাস' এই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনমুখে শ্রীরূপকৃত-ব্যাখ্যা ও কারিকায় ৩১৩-৩২৩ সংখ্যায় এই আখ্যানটী বর্ণিত আছে।

অনুভাষ্য

৭৯। কৃষ্ণ এবং দ্বারকা-ধামের অলৌকিক বিভূতি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা অনুভব করিলেন। যদিও দশ-শত-সহস্র-অযুত-লক্ষ-কোটি-মুখযুক্ত ব্রহ্মা ও রুদ্রগণ একত্র মিলিত হইলেন এবং এই সম্মিলন চতুর্ম্মুখ ও কৃষ্ণ দেখিলেন, তথাপি কৃষ্ণেচ্ছায় আগত বৃহৎ ব্রহ্মা ও বৃহৎ শিবসমূহের পরস্পরের সাক্ষাৎকার হয় নাই ; অথবা, ব্রহ্মশিবপুঞ্জের এতাদৃশ সংঘট্ট হইল যে, তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎকার ও আলাপাদি করিবার একেবারেই অবসর হয় নাই এবং কেহ কাহাকেও আদর বা অভ্যর্থনাও করিবার অবকাশ পান নাই।

কোন ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি, কোন লক্ষকোটি ।
কোন নিযুতকোটি, কোন কোটি-কোটি ॥ ৮৫ ॥
ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ ব্রহ্মার শরীর-বদন ।
এইরূপে পালি আমি ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥" ৮৬ ॥
'একপাদ বিভূতি', ইহার নাহি পরিমাণ ।
'ত্রিপাদ বিভূতি'র কেবা করে পরিমাণ ॥ ৮৭ ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে (২৫৫।৫৮)—

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্ ।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্ ॥ ৮৮ ॥

কৃষ্ণবৈভব—দুর্জ্ঞেয় ঃ—

তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মারে দিলেন বিদায় ।
কৃষ্ণের বিভূতি-স্বরূপ জানন না যায় ॥ ৮৯ ॥

(ঘ) কৃষ্ণের তদ্রূপবৈভব-ধামগত ৪র্থ (গূঢ়) অর্থ ঃ—

'ত্র্যধীশ্বর'-শব্দের অর্থ 'গূঢ়' আর হয় ।
'ত্রি'-শব্দে কৃষ্ণের তিন লোক কয় ॥ ৯০ ॥

কৃষ্ণের ধামত্রয় ঃ—

গোলোকাখ্য গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী ।
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজে নিত্যস্থিতি ॥ ৯১ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণই ধামত্রয়ের সম্রাট্ ঃ—

অন্তরঙ্গ-পূর্ণৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিন ধাম ।
তিনের অধীশ্বর কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৯২ ॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ড ও দিক্‌সমূহের অধিপতিগণের বন্দিত-চরণ কৃষ্ণ ঃ—

পূর্ব্ব-উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত দিক্‌পাল ।
অনন্ত বৈকুণ্ঠাবরণ, চিরলোকপাল ॥ ৯৩ ॥
তাঁ-সবার মুকুট কৃষ্ণপাদপীঠ-আগে ।
দণ্ডবৎকালে তার মণি পীঠে লাগে ॥ ৯৪ ॥
মণি-পীঠে ঠেকাঠেকি, উঠে ঝন্‌ঝনি ।
পীঠের স্তুতি করে মুকুট হেন জানি ॥ ৯৫ ॥

স্বারাজ্যলক্ষ্মীর অর্থ ঃ—

নিজ-চিচ্ছক্ত্যে কৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান ।
চিচ্ছক্তি-সম্পত্তির 'ষড়ৈশ্বর্য্য' নাম ॥ ৯৬ ॥

তিনি—কৃষ্ণসেবিকা ঃ—

সেই স্বারাজ্যলক্ষ্মী করে নিত্য পূর্ণ কাম ।
অতএব বেদে কহে 'স্বয়ং ভগবান্' ॥ ৯৭ ॥

কৃষ্ণৈশ্বর্য্য—অগাধ অমৃতসিন্ধু ঃ—

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য—অপার অমৃতের সিন্ধু ।
অবগাহিতে নারি, তার ছুঁইল এক বিন্দু ॥" ৯৮ ॥

ঐশ্বর্য্য-মাধুরী বর্ণন করিতে গিয়া প্রভুর কৃষ্ণবিগ্রহমাধুরী-স্ফূর্ত্তি ঃ—

ঐশ্বর্য্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হৈল ।
মাধুর্য্যে মজিল মন, এক শ্লোক পড়িল ॥ ৯৯ ॥

অনুভাষ্য

৮৩। মধ্য, ২১শ পঃ ২৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৪। ব্রহ্মাণ্ড শতকোটিযোজন ধরিলে তদর্দ্ধ পঞ্চাশৎ-কোটি-যোজন হয়। মনু লিখিয়াছেন,—"স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাৎ তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা।" সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২ অধ্যায়ে ৯০ শ্লোকে "খ-ব্যোম-খত্রয়-খসাগর-ষট্‌কনাগ-ব্যোমাষ্টশূন্য-যমরূপ-নগাষ্টচন্দ্রাঃ। ব্রহ্মাণ্ডসম্পুট-পরিভ্রমণং সমন্তাদভ্যন্তরে দিনকরস্য করপ্রসারঃ।।" সিদ্ধান্তশিরোমণিতে গ্রহগণিতে মধ্যমাধিকারে কক্ষা-প্রক্রমে তথা গোলাধ্যায়ে ভুবনকোশে ৬৭ শ্লোকে—"কোটিঘ্নৈর্নখনন্দষট্‌ক-নখভূভূভৃদ্-ভুজঙ্গেন্দুভির্জ্যোতিঃ শাস্ত্রবিদো বদন্তি নভসঃ কক্ষা-মিমাং যোজনৈঃ তদ্ব্রহ্মাণ্ড-কটাহসম্পুটতটে কেচিজ্জগুর্ব্বেষ্টনং কেচিৎ প্রোচুরদৃশ্য-দৃশ্যকগিরিং পৌরাণিকাং সূরয়ঃ।।"*

১৮৭১২০৬৯২০০০০০০০০ যোজন খ-কক্ষা ; উহাকে কেহ কেহ ব্রহ্মাণ্ড-কটাহদ্বয়ের মিলনস্থলের বেষ্টন-পরিমাণ বলেন।

৮৮। মধ্য, ২১শ পঃ ৫১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৯১। গোলোকে প্রকোষ্ঠত্রয়—(১) গোকুল, (২) মথুরা, (৩) দ্বারকা। কৃষ্ণলীলার প্রকোষ্ঠত্রয়ের ন্যায় গৌরলীলাতেও অন্তরঙ্গ পূর্ণৈশ্বর্য্যময় প্রকোষ্ঠত্রয় আছে,—(১) নবদ্বীপ-মণ্ডল, (২) শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল, (দাক্ষিণাত্য?) ও (৩) ব্রজমণ্ডল।

৯৩। মধ্য, ২১শ পঃ ৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৯৬। কৃষ্ণ—স্বারাজ্যলক্ষ্মীরূপ নিজ-চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট হইয়া নিত্য বিরাজমান। ভগবানের চিচ্ছক্তিসম্পত্তিকেই 'ষড়ৈশ্বর্য্য' বলে। চিচ্ছক্তি—চিচ্ছক্তিমদ্‌বিগ্রহ কৃষ্ণের নিজশক্তি ও সেবিকা।

** মনু লিখিয়াছেন,—'তিনি স্বয়ং নিজ ধ্যান হইতে, সেই ব্রহ্মাণ্ড দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।" সূর্য্যসিদ্ধান্তে—"ব্রহ্মাণ্ডের কক্ষা ১৮৭১২০৮০৮৬৪০০০০০০ যোজন ; ইহার মধ্যে সূর্য্যের কিরণের বিস্তার।" সিদ্ধান্তশিরোমণিতে—"জ্যোতির্ব্বিদগণ বলিয়াছেন, আকাশকক্ষার পরিমাণ ১৮৭১২০৬৯২০০০০০০০০ যোজন। এই পরিমাণকে কোন কোন পৌরাণিক পণ্ডিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ কটাহের বেষ্টনের পরিমাণ বলেন। কেহ কেহ বলেন, ইহা লোকালোক পর্ব্বতের পরিমাণ।"*

স্বীয় নরলীলোপযুক্ত অলৌকিক লীলা-মাধুর্য্যে
কৃষ্ণ স্বয়ংই মুগ্ধ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২।১২)—

"যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্ ।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥১০০॥

দ্বিভুজ চিরকিশোর মুরলীধর-বিগ্রহ ঃ—

[যথা রাগঃ]

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০০। সেই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি—স্বীয় চিচ্ছক্তির বল প্রদর্শন করাইবার মানসে মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী, আপনারও বিস্ময়জনক এবং সমস্ত সৌভাগ্য-ঋদ্ধির পরমপদ (পরাকাষ্ঠা) ও সমস্ত ভূষণকে ভূষিত করিতে সমর্থ।

অনুভাষ্য

১০০। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট অবস্থায় শ্রীল উদ্ধব তদ্বিরহে শোককাতর হইয়া শ্রীবিদুরকে শ্রীকৃষ্ণের অতুল্য রূপ-মাধুর্য্য কীর্ত্তন করিতেছেন,—

যৎ (বিম্বং) মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং (মর্ত্ত্যলীলাসু ঔপয়িকং যোগ্যং নরাকারং) স্বযোগমায়াবলং (নিজচিচ্ছক্তেঃ বীর্য্যং) দর্শয়তা (প্রকাশয়তা) [ভগবতা স্বয়ং] গৃহীতং (স্বীকৃতং) স্বস্য চ (আত্মনঃ অপি) বিস্মাপনং (বিস্ময়জনকং) সৌভগর্দ্ধেঃ (সৌভাগ্যাতিশয়স্য) পরং পদং (পরাকাষ্ঠা, প্রতিষ্ঠা) ভূষণ-ভূষণাঙ্গং (ভূষণানাং ভূষণানি অঙ্গানি যস্মিন্ তৎ স্ববিম্বং) [প্রদর্শ্য অন্তরধাৎ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ]।

গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥ ১০১ ॥

কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহমাধুরী-বর্ণন ; কৃষ্ণরূপ—সর্ব্বসত্ত্বাকর্ষক ঃ—

কৃষ্ণের মধুর রূপ, শুন, সনাতন ।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন,
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥ ১০২ ॥ ধ্রু ॥

নিত্যলীলা-প্রকটনে যোগমায়ার প্রভাব-প্রদর্শন ঃ—

যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে ।

অনুভাষ্য

১০১। কৃষ্ণের গোকুললীলা, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি পরব্যোম-লীলা, কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতার-লীলা, মৎস্য-কূর্ম্মাদি নৈমিত্তিক অবতার-লীলা, ব্রহ্মা-শিবাদি গুণাবতারলীলা, পৃথু-ব্যাসাদি আবেশাবতার-লীলা, সবিশেষ পরমাত্মাদি লীলা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রভৃতি অনন্তক্রীড়াময় ভগবানের খেলাসমূহের মধ্যে, তারতম্য-বিচারে কৃষ্ণের নরলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের স্বরূপ—নরবপু, গোপবেশ, বেণুহস্ত, নবকিশোর ও নটবর। কৃষ্ণস্বরূপ—নরলীলার সদৃশ, কিন্তু হেয়, মর্ত্ত্য, অনিত্য, অনু-পাদেয়, সসীম, অবিচ্ছিন্ন বা পরিচ্ছিন্ন প্রভৃতি প্রাকৃত বিশেষণ-মল-বিশিষ্ট নহে।

১০২। কৃষ্ণের মধুররূপের এককণা গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা,—এই ভুবনত্রয়কে, বা অন্তঃপুর গোলোক-বৃন্দাবন, মধ্যমাবাস পরব্যোম ও বাহ্যাবাস দেবীধাম,—এই ত্রিভুবনকে ডুবাইয়া দিতে সমর্থ এবং তত্তৎ ত্রিভুবনস্থ প্রাণিগণকে রূপ-মাধুরীতে আকর্ষণ করে।

অমৃতানুকণা—১০০। শ্রীশ্রীমদ্রূপ-গোস্বামী প্রভুপাদ-কৃত 'লঘুভাগবতামৃতে' স্বীয় কারিকায় আলোচ্য শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে,—'যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং'—এস্থলে 'যৎ'পদদ্বারা ইহার পূর্ব্বশ্লোকস্থিত 'স্ববিম্বং' এই 'বিম্ব'-পদ আকর্ষিত হইয়াছে, অর্থাৎ যে বিম্ব (শ্রীবিগ্রহ) মর্ত্ত্যলীলাসমূহের অতিশয় উপযোগী। নানাপ্রকার আশ্চর্য্য মাধুর্য্য, বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যাদির সম্যক্ প্রকাশ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্ত্যলীলা তাঁহার অপরাপর দেবলীলা অপেক্ষাও অতীব মনোহারিণী। এস্থলে যে 'বিম্ব'-পদ, তদ্দ্বারা সদ্গুণাবলীসম্পন্ন পরব্যোমনাথাদি সকল স্ব-স্বরূপগণের মূলতত্ত্ব যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহাই ধ্বনিত হইল। অতএব, অশেষ রূপ ও গুণের আশ্রয় হেতু সেই বিম্ব যে বিচিত্র নরলীলার অতিশয় যোগ্য, তাহাই কথিত হইল। 'স্বযোগমায়াবলং'—স্বযোগমায়া অর্থাৎ চিৎশক্তি, তাঁহার 'বল' অর্থাৎ সামর্থ্য। তাঁহাকেই 'দর্শয়তা গৃহীতম্' অর্থাৎ সাক্ষাৎ করাইবার জন্য (তিনি যে বিম্ব) প্রকটিত করিয়াছেন। 'অহো, আমার চিৎশক্তির অদ্ভুত প্রভাব দর্শন কর, যাহার গন্ধমাত্রও দিব্যাতিদিব্য লোকসমূহে সম্ভবপর নহে'—এইরূপে চিৎশক্তি-প্রভাব দর্শন করাইতে শ্রীকৃষ্ণের এইপ্রকার জগমোহন-রূপ যে-যোগমায়ার দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে,—ইহাই সেই 'স্বযোগমায়া' ইত্যাদি পদের অভিপ্রায়। 'বিস্মাপনং স্বস্য চ'—সেই বিম্ব 'স্বস্য' অর্থাৎ নিজের ও পরব্যোমনাথাদি আত্মদর্শীর 'বিস্মাপন' অর্থাৎ নবনবায়মানরূপে পরমচমৎকারকারী। 'সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং'— 'সৌভগর্দ্ধি' অর্থাৎ মহাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা তাহার 'পরংপদ' অর্থাৎ নিত্য উৎকর্ষ-সম্পত্তির পরমাশ্রয়। 'ভূষণভূষণাঙ্গম্'—কৌস্তভ, মকর-কুণ্ডলাদি যে ভূষণ, তাহারও ভূষণস্বরূপ অর্থাৎ শোভাবর্দ্ধক যাঁহার অঙ্গসমূহ, সেই শ্রীবিগ্রহের অসমোর্দ্ধত্বই এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে 'শ্রীকৃষ্ণের যে বিম্ব (শ্রীবিগ্রহ) নিজেরও অত্যন্ত বিস্ময়-উৎপাদনকারী'—এইরূপ বাক্যে যে দেহ-দেহি-ভেদ প্রতীত হইতেছে, তাহা ঔপচারিক (আরোপিত) মাত্র, যেহেতু ভগবান্ ও ভগবদ্বিগ্রহ উভয়ই অভিন্ন এবং সচ্চিদানন্দঘন। কূর্ম্মপুরাণেও সেইপ্রকার কথিত আছে—"দেহ-দেহি-ভিদা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে রুচিৎ"—পরমেশ্বরে কখনই দেহ-দেহি-ভেদ থাকে না।

এইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে ॥ ১০৩ ॥

নিজরূপ-ভোগার্থ নিজেরই তীব্র আকাঙ্ক্ষা ঃ—

রূপ দেখি' আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম ।
'স্বসৌভাগ্য' যাঁর নাম, সৌন্দর্য্যাদি-গুণগ্রাম,
এইরূপ নিত্য তার ধাম ॥ ১০৪ ॥

গোলোকের আশ্রয়বর্গ বিষয়ের রূপে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট ঃ—

ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাঁহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তাহার উপর ভ্রূধনু-নর্ত্তন ।
তেরছে নেত্রান্তে বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা-গোপীগণ-মন ॥ ১০৫ ॥

কৃষ্ণরূপে পরব্যোমের নারায়ণ ও লক্ষ্মীগণও আকৃষ্ট ঃ—

ব্রহ্মাণ্ডোপরি পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ,
তাঁ-সবার বলে হরে মন ।
পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥ ১০৬ ॥

"রাধা-সঙ্গে যদা ভাতি, তদা মদনমোহনঃ" ঃ—

চড়ি' গোপী-মনোরথে, মন্মথের মন মথে,
নাম ধরে 'মদনমোহন' ।
জিনি' পঞ্চশর-দর্প, স্বয়ং নবকন্দর্প,
রাস করে লঞা গোপীগণ ॥ ১০৭ ॥

কৃষ্ণবেণু-মাধুরী-বর্ণন ঃ—

নিজ-সম সখা-সঙ্গে, গোগণ-চারণ রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার ।
যাঁর বেণুধ্বনি শুনি', স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী,
পুলক, কম্প, অশ্রু বহে ধার ॥ ১০৮ ॥

কৃষ্ণরূপ বর্ণন ঃ—

মুক্তাহার—বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু-পিঞ্ছ তথি,
পীতাম্বর—বিজলী-সঞ্চার ।
কৃষ্ণ নব-জলধর, জগৎ-শস্য-উপর,
বরিষয়ে লীলামৃত-ধার ॥ ১০৯ ॥

কৃষ্ণমাধুর্য্যরূপ সর্বোৎকৃষ্ট ভগবত্তা একমাত্র ভাগবতেই বর্ণিত ঃ—

মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক—ব্যাসের নন্দন ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৩। শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি—তাঁহার চিচ্ছক্তি-নামক যোগমায়ার সন্ধিনীগত বিশুদ্ধসত্ত্ব-তত্ত্বের পরিণামস্বরূপ।

১০৪। সৌন্দর্য্যাদি গুণসমূহ যে চিত্তত্ত্বের পরমসৌভাগ্য, তাহা এই কৃষ্ণরূপেই নিত্য অবস্থিতি করে।

অনুভাষ্য

১০৩। পরব্যোমাদিতে বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতিরূপা চিচ্ছক্তি-যোগমায়ার অবস্থিতি নাই। সেই যোগমায়ার অপূর্ব্ব অসামান্য শক্তির কার্য্য দেখাইতে ভক্তগণের নিতান্ত গোপনীয় ও আদরণীয় রত্নস্বরূপ নিত্যলীলা গোলোক হইতে প্রপঞ্চে প্রকট করিলেন।

১০৪। কৃষ্ণরূপের অসামান্য চমৎকারিতা এরূপ যে, তাহা স্বয়ং কৃষ্ণেরই বিস্ময় উৎপন্ন করে এবং উহা আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণেরই উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পায়। সমগ্র সৌন্দর্য্য, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ ও বৈরাগ্যাত্মক ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নিজ সৌভাগ্যাতিশয় কৃষ্ণেই নিত্যস্থিত।

১০৫। অলঙ্কার—অঙ্গের ভূষণ ; কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ-শোভা এতাদৃশ অপরূপ যে, কৃষ্ণের অঙ্গ যেন অলঙ্কারেরও অলঙ্কার। তাদৃশ অঙ্গশোভা-সত্বেও ললিত-ত্রিভঙ্গে যেন অধিক পরিমাণে শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৎসত্বেও চক্ষুর উপরিভাগে ধনুতুল্য ভ্রূ নৃত্য করিতেছে। তির্য্যগ্‌ভাবে অপাঙ্গদৃষ্টিরূপ বাণ ভ্রূধনুতে সংযোগ করিয়া রাধা এবং তদনুগ গোপীগণের মনকে বিদ্ধ করিবার উদ্দেশে দৃঢ়ভাবে সন্ধান করিতেছে।

অনুভাষ্য

১০৬। কৃষ্ণের রূপ এতাদৃশ মনোহর যে, তাহা প্রাকৃত-জগতের সকল প্রাণী ও দেবতা দূরে যাউক, ব্রহ্মাণ্ডের উপরি পরব্যোমস্থ নারায়ণাদি কৃষ্ণস্বরূপের মনও বলপূর্ব্বক হরণ করে। বেদে যে লক্ষ্মীগণকে একমাত্র 'পতিব্রতা-শিরোমণি' বলিয়া উক্তি করেন, তাঁহারাও কৃষ্ণসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম অভিলাষ করেন।

১০৭। গোপীর অনুকূল চিত্তবৃত্তিরূপ মনোরথে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা নিজসেবা স্বীকারপূর্ব্বক কন্দর্পের মনো-মথন করিয়া 'মদনমোহন'-নামে সংজ্ঞিত হন। রূপরসগন্ধশব্দ-স্পর্শাত্মক পঞ্চবাণাধিপ মদনের স্বসৌন্দর্য্যদ্বারা নারী-বিমোহনরূপ অহঙ্কার পদদলিত করিয়া কৃষ্ণ স্বয়ং নবকন্দর্প (ব্রজে অপ্রাকৃত নবীন মদন)-সজ্জায় গোপীগণের সহিত রাসে ক্রীড়া করেন।

১০৯। কৃষ্ণের গলদেশে যে মুক্তামালার হার আছে, উহা শুভ্র বকশ্রেণী-সদৃশ, কৃষ্ণের শিরোদেশে যে ময়ূরপাখা আছে, তাহা ইন্দ্রধনুতুল্য এবং কৃষ্ণের পীতবসন বিদ্যুতের ন্যায়। কৃষ্ণ—যেন নবমেঘসদৃশ, আর গোপীজন—যেন জগতের শস্য-রাশিসদৃশ। সেই শস্যনিচয়ের উপর মেঘের বারিবর্ষণের ন্যায় কৃষ্ণ স্বীয় লীলা-মৃতধারা বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাদের জীবন-সঞ্চারী। বর্ষাকালে বক উড়ে, রামধনু এবং তড়িৎও দেখা যায়।

স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে জানাইতে,
তাহা শুনি' নাচে ভক্তগণ ॥" ১১০ ॥

কৃষ্ণগুণ-বর্ণনমুখে প্রভুর গোপীসৌভাগ্য বর্ণন ঃ—

কহিতে কৃষ্ণের রসে, শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে,
প্রেমে সনাতন-হাত ধরি'।
গোপী-ভাগ্য, কৃষ্ণ-গুণ, যে করিল বর্ণন,
ভাবাবেশে মথুরা-নাগরী ॥ ১১১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৪।১৪)—

"গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥ ১১২ ॥

কৃষ্ণের তারুণ্যামৃত-সিন্ধুর লাবণ্যামৃত-তরঙ্গে গোপী নিত্য ভাসমানা ঃ—

তারুণ্যামৃত—পারাবার, তরঙ্গ—লাবণ্যসার,
তাতে সে আবর্ত্ত ভাবোদ্‌গম।
বংশীধ্বনি—চক্রবাত, নারীর মন—তৃণপাত,
তাহা ডুবায়, না হয় উদ্‌গম ॥ ১১৩ ॥

কৃষ্ণরূপ-সুধাপানে গোপী কৃতকৃতার্থ ঃ—

সখি হে, কোন্ তপ কৈল গোপীগণ।
কৃষ্ণরূপ-সুমাধুরী, পিবি' পিবি' নেত্র ভরি',
শ্লাঘ্য করে জন্ম-তনু-মন ॥ ১১৪ ॥ ধ্রু ॥

কৃষ্ণরূপ-মাধুর্য্য—অসমোর্দ্ধ, নারায়ণে তদভাব ঃ—

যে মাধুরীর ঊর্দ্ধ আন, নাহি যার সমান,
পরব্যোমে স্বরূপের গণে।
যিঁহো সর্ব্ব-অবতারী, পরব্যোম-অধিকারী,
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে ॥ ১১৫ ॥

প্রমাণ,—নারায়ণী লক্ষ্মীরও কৃষ্ণমাধুর্য্যে লোভ ঃ—

তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা,
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।
তিঁহো যে মাধুর্য্যলোভে, ছাড়ি' সব কামভোগে,
ব্রত করি' করিলা তপস্যা ॥ ১১৬ ॥

অন্যান্য প্রকাশবিগ্রহে স্বেচ্ছানুরূপ প্রয়োজনমত স্বীয় স্বতঃসিদ্ধ মাধুর্য্যাংশ-প্রকটন ঃ—

সেই ত' মাধুর্য্য-সার, অন্য-সিদ্ধি নাহি তার,
তিঁহো—মাধুর্য্যাদি-গুণখনি।
আর সব প্রকাশে, তাঁর দত্ত গুণ ভাসে,
যাঁহা যত প্রকাশে কার্য্য জানি ॥ ১১৭ ॥

কৃষ্ণমাধুর্য্য ও গোপীপ্রেম, উভয়ই নিত্যনবনবায়মান ঃ—

গোপীভাব-দরপণ, নব নব ক্ষণে ক্ষণ,
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য।
দোঁহে করে হুড়াহুড়ি, বাড়ে মুখ নাহি মুড়ি,
নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য ॥ ১১৮ ॥

রাগানুগা ভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণমাধুর্য্য সুদুর্ল্লভ ঃ—

কর্ম্ম, তপ, যোগ, জ্ঞান, বিধি-ভক্তি, জপ, ধ্যান,
—ইঁহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্ল্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণে অনুরাগে,
তারে কৃষ্ণ-মাধুর্য্য সুলভ ॥ ১১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১০। মাধুর্য্য ভগবত্তাসার,—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশ, সমগ্র সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য,—এই ছয়টী গুণকে 'ভগবত্তা' বলে ; তন্মধ্যে সমগ্র শ্রীর নাম 'মাধুর্য্য'। তাহাই ষড়্‌বিধ ভগবত্তার সার ; তাহারই নামান্তর 'মাধুর্য্য' ; শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিতে মাধুর্য্যপ্রধান ভগবত্তা এবং নারায়ণাদিতে ঐশ্বর্য্যপ্রধান ভগবত্তা।

১১৩। নিত্যতরুণতারূপ মহাসমুদ্রের তরঙ্গবৎ লাবণ্যসার কৃষ্ণ-শরীরে লক্ষিত হয়। তাহাতে ভাবোদ্‌গম আবর্ত্ত অর্থাৎ ঘূর্ণি, এবং বংশীধ্বনি—ঘূর্ণিবায়ু ; এমতস্থলে নারীর চিত্ত তৃণপাতের ন্যায় পড়িয়া গেলে আর উঠিতে পারে না।

১১৭। সেই কৃষ্ণমাধুর্য্য—অনন্যসিদ্ধ অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধ, অন্য কোন গুণাদিদ্বারা সিদ্ধ নয়। সেই কৃষ্ণমূর্ত্তি তাঁহার অন্যান্য প্রকাশে অর্থাৎ নারায়ণাদি-মূর্ত্তিতে স্বীয় প্রকাশের দ্বারা যে যে কার্য্য হইবে, তদনুরূপ ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি গুণ প্রকট করাইয়াছেন।

অনুভাষ্য

১১০। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের ভগবত্তা-সারই মাধুর্য্য ; ঐ মাধুর্য্য ব্রজেই প্রচারিত হইয়াছে। সেই ভক্তহৃদয়োন্মাদিনী মাধুর্য্য-কণা দ্বৈপায়নপুত্র শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতের স্থানে স্থানে ভক্তগণের জন্য বর্ণনা করিয়াছেন।

১১১। মথুরাবাসিনীগণ গোপীর অসামান্য সৌভাগ্য ও কৃষ্ণের অলৌকিক গুণ ভাবভরে যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, শ্রীগৌরহরি 'কৃষ্ণরস' বলিতে গিয়া প্রেমপূর্ণ হইয়া সনাতনের হাত ধরিয়া প্রেমাবেশে সেই শ্লোক পড়িলেন।

১১২। আদি, ৪র্থ পঃ ১৫৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৩। চক্রবাত—গোলাকার চক্রসদৃশ ঘূর্ণিবায়ু।

ব্রজে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন হইতেই
অন্যান্য ভগবত্তা ঃ—

সেইরূপ ব্রজাশ্রয়, ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময়,
দিব্যগুণগণ-রত্নালয় ।
আনের বৈভব-সত্তা, কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা,
কৃষ্ণ—সর্ব্ব-অংশী, সর্ব্বাশ্রয় ॥ ১২০ ॥

কৃষ্ণ—নিখিল চিন্ময়সদ্‌গুণ-সমাশ্রয় ঃ—

শ্রী, লজ্জা, দয়া, কীর্ত্তি, ধৈর্য্য, বৈশারদী মতি,
এই সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত ।
সুশীল, মৃদু, বদান্য, কৃষ্ণ বিনা নাহি অন্য,
কৃষ্ণ করে জগতের হিত ॥ ১২১ ॥

কৃষ্ণরূপমাধুর্য্য-পানে অনিমেষত্ব আকাঙ্ক্ষ চক্ষু ঃ—

কৃষ্ণ দেখি' যত জন, কৈল নিমিষে নিন্দন,
ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ ।"
সেই সব শ্লোক পড়ি', মহাপ্রভু অর্থ করি',
সুখে মাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥ ১২২ ॥

কৃষ্ণমুখপদ্ম-মধুপানে জড়সুলভ তৃপ্তি নাই ; গোপীগণের
প্রতিক্ষণে আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।২৪।৬৫)—

"যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্ ।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ॥ ১২৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৫)—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্ ।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥১২৪

কামগায়ত্রী—সাক্ষাৎকৃষ্ণবিগ্রহ, এক একটী অক্ষর—
এক একটী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঃ—

[যথা রাগঃ]

কামগায়ত্রী-মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ,
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয় ।
সে অক্ষর 'চন্দ্র' হয়, কৃষ্ণ করি' উদয়,
ত্রিজগৎ কৈলা কামময় ॥ ১২৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২০। নারায়ণাদির যে বৈভবসত্তা, তাহাকে কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা বলিয়া জানিবে।

১২১। নারায়ণে শ্রী, লজ্জা, দয়া, কীর্ত্তি, ধৈর্য্য, বৈশারদী মতিরূপ যে-সকল গুণগণ প্রদীপ্ত, সে সমস্ত কৃষ্ণের দ্বারা তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু সৌশীল্য, মৃদুতা ও বদান্যতা কৃষ্ণ বিনা অন্য কোন প্রকাশে দেখা যায় না।

অনুভাষ্য

১১৯। কর্ম্ম, তপ, যোগ, জ্ঞান, বিধিভক্তি, জপ, ধ্যান প্রভৃতি সাধনবশে মাধুর্য্য-প্রাপ্তি ঘটে না ; কৃষ্ণমাধুর্য্য কেবলমাত্র রাগ-মার্গে কৃষ্ণ-নামভজনে অনুরাগবিশিষ্ট ব্যক্তিরই সহজপ্রাপ্য।

১২২। নিমিষে নিন্দন—চক্ষের আবরণ-পত্রকে 'পক্ষ্ম' বলে। তাহা চক্ষের উপরে সন্নিবেশ করায় দৃষ্টির বাধা হয় বলিয়া নিন্দা।

১২৩। শ্রীল শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে যদুবংশ বর্ণন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের অবতারের উদ্দেশ্য ও সর্ব্বলোক-মনোহর অতুল সুন্দর রূপমাধুর্য্য বর্ণন করিতেছেন,—

যস্য (কৃষ্ণস্য) মকরকুণ্ডলচারুকর্ণভ্রাজৎকপোলসুভগং (মকরকুণ্ডলাভ্যাং চারূ শোভিতৌ কর্ণৌ তাভ্যাং ভ্রাজন্তৌ সমুজ্জ্বলৌ যৌ কপোলৌ গণ্ডদেশৌ, তাভ্যাং সুভগং কমনীয়ং) সবিলাসহাসং (সবিলাসঃ সলীলঃ হাসঃ যস্মিন্ তৎ) নিত্যো-ৎসবং (নিত্যম্ উৎসবঃ আনন্দঃ যস্মিন্ তৎ) আননং (মুখপদ্মং) নার্য্যঃ নরাঃ দৃশিভিঃ (নেত্রৈঃ) পিবন্ত্যঃ [অপি] ন তু ততৃপুঃ (তৃপ্তাঃ) [নিমেষোন্মেষমাত্রব্যবধানমপ্যসহমানাস্তৎকর্ত্তুঃ] নিমেঃ (বিধাতুঃ) কুপিতাঃ (ক্রুদ্ধাঃ চ বভূবুঃ)।

১২৪। আদি, ৪র্থ পঃ ১৫৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৫। কামগায়ত্রী—মধ্য ৮ম পঃ ১৩৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। কাম-গায়ত্রীর সাড়ে চব্বিশ অক্ষরই কৃষ্ণাঙ্গে সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রোপম, এবং উহা—কৃষ্ণস্বরূপ, যেহেতু উহা—সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বত্রয়-সমন্বিত।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৩। যাঁহার মুখচন্দ্র, মকরকুণ্ডল-শোভিত কর্ণ, শোভমান কপোল, সৌন্দর্য্য, সবিলাস হাস—এইসমস্ত নিত্যোৎসব চক্ষু-র্দ্বারা পান করিয়া নরনারীগণ পরমানন্দিত হইতেন এবং দর্শন-বাধক চক্ষুর নিমেষের প্রতি কিঞ্চিৎ কুপিত হইতেন।

১২৫। কামগায়ত্রীমন্ত্র—কৃষ্ণস্বরূপ। কামবীজকে অর্দ্ধ অক্ষর ধরিয়া তাহাতে সাড়ে চব্বিশ অক্ষর হয়।

অমৃতানুকণা—১২৫। "পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে উল্লেখ আছে যে, বেদমাতা গায়ত্রীও গোপীজন্ম লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসঙ্গম লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই তিনি কামগায়ত্রীরূপ ধারণ করেন। ** কামগায়ত্রী অবশ্য অনাদি। সেই অনাদি গায়ত্রী প্রথমে বেদমাতা গায়ত্রীরূপে প্রকট ছিলেন। পরে সাধনবলে এবং অন্যান্য উপনিষদ্‌গণের সৌভাগ্য আলোচনা করত গোপালোপনিষদের সহিত ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন। কামগায়ত্রীরূপে নিত্য হইয়াও তিনি বেদমাতা-গায়ত্রীরূপে নিত্য পৃথক্ অবস্থান করেন।" (জৈবধর্ম্ম, ৩২ অঃ)

কৃষ্ণের ২৪৷৷০টী অঙ্গ-চন্দ্রের উপর শ্রীমুখচন্দ্রের রাজত্ব ঃ—

সখি হে, কৃষ্ণ মুখ—দ্বিজরাজ-রাজ ।
কৃষ্ণবপু-সিংহাসনে, বসি' রাজ্য-শাসনে,
করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ ॥ ১২৬ ॥ ধ্রু ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৬। দ্বিজরাজচন্দ্র—চন্দ্রের রাজা। সেই কৃষ্ণমুখচন্দ্র রাজা হইয়া, কৃষ্ণশরীররূপ সিংহাসনে বসিয়া, (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি) চন্দ্রের সমাজ লইয়া মাধুর্য্যরাজ্য শাসন করিতেছেন। কোথায় কোন্ চন্দ্র, তাহা পরে কথিত হইতেছে।

১২৭। অষ্টমী-ইন্দু—অর্দ্ধচন্দ্র।

দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি' মণি-সুদর্পণ,
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি ।
ললাটে অষ্টমী-ইন্দু, তাহাতে চন্দন-বিন্দু,
সেহ এক পূর্ণচন্দ্র মানি ॥ ১২৭ ॥

অনুভাষ্য

১২৬। কৃষ্ণমুখমণ্ডল-চন্দ্রই চন্দ্ররাজ ; (১) মুখচন্দ্র, (২) বামগণ্ডচন্দ্র, (৩) দক্ষিণগণ্ডচন্দ্র, (৪) চন্দনবিন্দুচন্দ্র, (৫-১৪) করনখচন্দ্র, (১৫-২৪) পদনখচন্দ্র, (২৪৷৷০) ললাটের অর্দ্ধচন্দ্র; —এই ২৪৷৷০টী চন্দ্রের সমাজ লইয়া কৃষ্ণমুখ-চন্দ্ররাজা কৃষ্ণ-দেহরূপ রাজসিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিতেছেন।

শ্রীশ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'মন্ত্রার্থ-দীপিকা'-গ্রন্থে সার্দ্ধচব্বিশ-অক্ষরাত্মক কামগায়ত্রী-মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা-রহস্য জ্ঞাপন করেন, তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ,—"হে বৈষ্ণবগণ, আমার এই 'কামগায়ত্রী'-র ব্যাখ্যার লিখন-বৃত্তান্ত আপনারা শ্রবণ করুন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রাকৃত বর্ণানুক্রমে কামগায়ত্রীর বর্ণসংখ্যা সাড়ে চব্বিশ বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, সেই মতানুসারে আমিও তাহা লিখিতেছি। তাহা যথা,—"কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ, সার্দ্ধচব্বিশ অক্ষর তার হয়। সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণ করি উদয়, ত্রিজগৎ কৈল কামময়।।"—এই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বমতানুসারে অনুক্রম সংস্থাপিত হইতেছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কামগায়ত্রীর অক্ষরসংখ্যা 'পঞ্চবিংশতি' পরিত্যাগ করিয়া কোন্ প্রমাণে বা কি অভিপ্রায়ে সার্দ্ধ-চতুর্ব্বিংশতি বলিলেন, তাহা আমার বুদ্ধিগোচরের অভাব। নানা পাঠ্য ও শ্রাব্য শাস্ত্রবিচারে অর্দ্ধাক্ষরের সম্ভাবনা নাই, অতএব মহাসন্দেহ-সাগরে নিমগ্ন হইলাম। যদি কেহ বলেন, মাত্রাহীন 'ত'কার (ৎ)—অর্দ্ধাক্ষর, তাহা হইলে মাত্রাহীন অক্ষর এস্থলে অন্য আরও আছে, অতএব ইহাও নহে। ব্যাকরণ, পুরাণ, আগম, নাট্য-অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ-ভেদে পঞ্চাশৎ বর্ণই নির্ণীত আছে, সেস্থলে কোন অর্দ্ধাক্ষর নাই। তাহা যেমন,—শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণে সংজ্ঞাপাদে "নারায়ণাদুদ্ভুতোঽয়ং বর্ণক্রমঃ"—এইরূপে 'অ'-কারাদি ও 'ক'-কারাদি পঞ্চাশৎ বর্ণ,—এইপ্রকার অন্য ব্যাকরণেও। পুনরায় বৃহন্নারদীয় পুরাণে শ্রীরাধিকা-সহস্রনাম-স্তোত্রে বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধা—পঞ্চাশৎ-বর্ণরূপিণী। এইপ্রকারে অন্য শাস্ত্রেও এবং মাতৃকাদি-প্রকরণেও কোথাও আমি সার্দ্ধ-পঞ্চাশৎ বর্ণক্রম দেখিলাম না। তাহা হইলে এইসকল শাস্ত্র কি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর বুদ্ধিগোচর হয় নাই? ইহাও সম্ভব নহে, যেহেতু তিনি ভ্রম-প্রমাদাদি দোষশূন্য বলিয়া সকলই জ্ঞাত আছেন।

পুনরায়, যদি মাত্রাহীন 'ত'কার (অর্থাৎ সর্ব্বশেষ 'প্রচোদয়াৎ'এর 'ৎ')-কেই অর্দ্ধাক্ষর-রূপে নিশ্চয় করা হয়, তাহা হইলে কি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ক্রমভঙ্গ করিয়া (অর্দ্ধচন্দ্র) লিখিয়াছেন? যেহেতু উক্ত বর্ণক্রমানুসারে শ্রীকৃষ্ণের মুখ-গণ্ড-চরণান্ত এইক্রমে সর্ব্বশেষ যে শ্রীচরণ হয়, উহাকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র সংস্থাপন করিয়াছেন। তাহা যথা,—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায় একবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীসনাতন-শিক্ষাপ্রসঙ্গে সম্বন্ধতত্ত্ব বিচারে,—"সখি হে, কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজ-রাজ। কৃষ্ণবপু-সিংহাসনে, বসি রাজ্যশাসনে, করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ।। দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণি সুদর্পণ, সেই দুই পূর্ণচন্দ্র মানি।। * * সব লোক করে আপ্যায়িত।।"—এইরূপে দ্বিবিধ অনুবাদ-দ্বারা বহু বাদানন্তরেও এস্থলে কোন মীমাংসা হইল না। তখন সকল উপায় ত্যাগ করিয়া অন্নপানাদি ছাড়িয়া আমি মনোদুঃখে দেহত্যাগের অভিপ্রায়ে রাধাকুণ্ডতটে গমন করিলাম। যখন মন্ত্রাক্ষর অবগতি না হয়, তখন কিরূপে মন্ত্রদেবতা গোচর হইবেন, অতএব দেহত্যাগই কর্ত্তব্য, (স্থির করিলাম)।

তাহার পর রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইলে পর আমি তন্দ্রা লাভ করিলে দেখিলাম যে, শ্রীবৃষভানুনন্দিনী আসিয়া বলিতেছেন,—'হে বিশ্বনাথ! হে হরিবল্লভ! তুমি উঠ। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ যাহা লিখিয়াছে, তাহাই সত্য। সে আমার নর্ম্মসখী—আমার অনুগ্রহে আমার অন্তর সকলই জানে। সুতরাং তাহার বাক্যে সন্দেহ করিও না। ইহা আমার উপাসনা-মন্ত্র—আমিও এই মন্ত্রাক্ষরদ্বারা বেদ্যা। আমার অনুগ্রহ বিনা অন্য কেহই তাহা জানিতে পারে না। 'বর্ণাগমভাস্বৎ'-এ অর্দ্ধাক্ষর-নিরূপণ যাহা আছে, যাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। তৎপর তুমি এই গ্রন্থ দেখিয়া সকলের উপকার-জন্য প্রমাণ সংগ্রহ কর।" ইহা শ্রবণ করিয়া শীঘ্র চেতনা লাভ করিলাম। জাগ্রত হইয়া সন্দেহ মোচন হওয়ায় 'হা রাধে' এইরূপ মুহুর্মুহুঃ বিলাপ করত তাঁহার আদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাহা পালনের জন্য যত্নবান্ হইলাম। অর্দ্ধাক্ষর-নির্ণয়ে শ্রীরাধিকা-বাক্য যথা—"ব্যন্ত-যকারোঽর্দ্ধাক্ষরং ললাটেঽর্দ্ধচন্দ্রবিম্বঃ তদিতরং পূর্ণাক্ষরং পূর্ণচন্দ্রঃ।" অন্তে 'বি'-যুক্ত 'য'-কার—অর্দ্ধাক্ষর (অর্থাৎ 'কামদেবায়'-পদের 'য'-কারের পর 'বিদ্মহে'-পদের 'বি'-অক্ষর থাকায় উক্ত 'য'-কার অর্দ্ধাক্ষর')। উহাই ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র-স্বরূপ। এতদ্ভিন্ন আর সমস্তই পূর্ণাক্ষর এবং পূর্ণচন্দ্র-স্বরূপ। * * 'বর্ণাগম-ভাস্বৎ'-এ প্রমাণ, যথা—"বিকারান্ত-যকারেণ অর্দ্ধাক্ষরং প্রকীর্ত্তিতম্।।"

করনখ—চান্দের ঠাট, বংশী-উপর করে নাট,
তার গীত মুরলীর তান।
পদনখ-চন্দ্রগণ, তলে করে নর্ত্তন,
নূপুরের ধ্বনি যার গান ॥ ১২৮ ॥

বিলাস-মত্ত ক্ষত্রিয়ের ন্যায় কৃষ্ণমুখপদ্ম—
গোপীচিত্ত বিদ্ধকারী ঃ—

নাচে মকর-কুণ্ডল, নেত্র—লীলা-কমল,
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
ভ্রূ—ধনু, নেত্র—বাণ, ধনুর্গুণ—দুই কাণ,
নারীমন-লক্ষ্য বিন্ধে তায় ॥ ১২৯ ॥

মহাবদান্যরূপে সকলকে অঙ্গ-চন্দ্রনিচয় হইতে
অমৃত-বিতরণ ঃ—

এই চান্দের বড় নাট, পসারি' চান্দের হাট,
বিনিমূলে বিলায় নিজামৃত।
কাঁহো স্মিত-জ্যোৎস্নামৃতে, কাঁহারে অধরামৃতে,
সব লোক করে আপ্যায়িত ॥ ১৩০ ॥

কামক্রীড়ামত্ত মুখচন্দ্ররাজের মন্ত্রী ও প্রমোদ-
বিলাস-ভবনাদি-বর্ণন ঃ—

বিপুলায়তারুণ, মদন-মদ-ঘূর্ণন,
মন্ত্রী যার এ দুই নয়ন।
লাবণ্য—কেলি-সদন, জন-নেত্র-রসায়ন,
সুখময় গোবিন্দ-বদন ॥ ১৩১ ॥

কৃষ্ণমুখচন্দ্র-দর্শনে গোপীর নবনবায়মানা, নিত্য বর্দ্ধমানা, পরম-
চমৎকারময়ী চিন্ময়ী অতৃপ্তি, তজ্জন্য বিধি-নিন্দা ঃ—

যাঁর পুণ্যপুঞ্জ-ফলে, সে মুখ দর্শন মিলে,
দুই আঁখি কি করিবে পানে?
দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণা-লোভ, পিতে নারে—মনঃক্ষোভ,
দুঃখে করে বিধির নিন্দনে ॥ ১৩২ ॥

বিধি—কৃষ্ণমাধুরী-রস-বোধহীন ঃ—

না দিলেক লক্ষ কোটি, সবে দিলা আঁখি দুটি,
তাতে দিলা নিমিষ-আচ্ছাদন।
বিধি—জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজন ॥ ১৩৩ ॥

বিধিকে পরামর্শ ও উপদেশ-দান ঃ—

যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দ্বি-নয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার।
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার ॥ ১৩৪ ॥

কৃষ্ণের অঙ্গমাধুরী, বদন-মাধুরী ও হাস্য-মাধুরীতে
গোপীভাবান্বিত প্রভুর লোভ ঃ—

কৃষ্ণাঙ্গ-মাধুর্য্য—সিন্ধু, সুমধুর মুখ—ইন্দু,
অতি-মধু স্মিত—সুকিরণ।
এ তিনে লাগিল মন, লোভে করে আস্বাদন,
শ্লোক পড়ে, স্বহস্ত-চালন ॥ ১৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩১। বিপুল বিস্তৃত অরুণবর্ণ-স্বরূপ দুই নয়ন—সেই কৃষ্ণমুখ-রূপ রাজার মন্ত্রী, তাহা মদনের মদকে নষ্ট করে।

১৩২। 'দুই আঁখি কি করিবে পানে'—দর্শকের দুইটী চক্ষু কিরূপে সেই অমৃতসমুদ্র পান করিতে পারে?

১৩৫। 'এ তিনে লাগিল মন'—কৃষ্ণাঙ্গ-মাধুর্য্য—যেন সিন্ধু,

অনুভাষ্য

১২৮। ঠাট—স্থিতি ; নাট— নাট্য।

১২৯। কৃষ্ণমুখচন্দ্র—বিলাসী রাজা ; সেই মুখচন্দ্র মকুর-কুণ্ডল ও নেত্রপদ্মকে সর্ব্বদা নৃত্য করান। ভ্রূ—ধনুসদৃশ, নেত্র—তাহার শর ; কর্ণদ্বয়—ধনুর্গুণে আবদ্ধ ; আকর্ণবিস্তৃতচক্ষুর্দ্বারা কৃষ্ণ গোপ-নারীমন-রূপ লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করে।

১৩০। এই মুখচন্দ্রের নাট্য সকলকেই অতিক্রম করে এবং অন্য সাড়ে তেইশটী চন্দ্ররূপ পণ্যদ্রব্যে হাট বিস্তার করিয়া নিজামৃত বিনামূল্যে বিতরণ করে। কোন ক্রেতাকে মধুর হাস্যরূপ জ্যোৎস্নামৃতদ্বারা, কোন ক্রেতাকে অধরামৃতদ্বারা এবং অন্যান্য সকলকে অন্যপ্রকারে আপ্যায়িত করেন।

১৩২। ভক্তিজনিত অনুষ্ঠানেই ভক্ত্যুন্মুখী 'সুকৃতি' উৎপন্ন হয়। অবলোকনকারীর দুইটী চক্ষুদ্বারা তাদৃশ কৃষ্ণমুখ কতটুকুই পান করা সম্ভব হয়? তাহার তৃষ্ণা ও লোভ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইলেও অভীপ্সিত পরিমাণ-মত পান করিতে না পাইয়া, নিজের অযোগ্যতা ও অভাববশতঃ তাহার মন বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হয় ; দ্রষ্টা তখন দুঃখিতচিত্তে নিজসৃষ্টিকর্ত্তাকে দোষ দিতে থাকে।

১৩৩। অতৃপ্ত দ্রষ্টা তখন খেদসহকারে বলেন যে,—'আমার লক্ষ-কোটি চক্ষু নাই, কেবলমাত্র দুইটী আছে, তাহাও আবার পাতা দিয়া ঢাকা ; মাঝে মাঝে যখন স্বল্পক্ষণের জন্য পলক পতিত হয়, তৎকালেও আবার কৃষ্ণ-দর্শনের ব্যাঘাত হয়। এইজন্য শরীর-নির্ম্মাণ-কর্ত্তা বিধি—নিতান্ত নির্ব্বোধ এবং কৃষ্ণদর্শন-সেবা ছাড়িয়া তুচ্ছ তপস্যারত হওয়ায় আদৌ 'রসজ্ঞ' নহেন, সৃষ্ট্যাদি শুষ্ককার্য্যকারক-মাত্র,—কোথায় কিরূপ বিধান করা উচিত, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

১৩৪। আমার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া, কৃষ্ণমুখদ্রষ্টার কোটি

গোপীর নিকট কৃষ্ণাঙ্গ, কৃষ্ণানন ও কৃষ্ণহাস্য-
মাধুরীর তারতম্য ঃ—
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৯২) বিল্বমঙ্গলবাক্য—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি-মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥১৩৬॥

গোপীভাবান্বিত প্রভুর কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদনে নিত্যবর্দ্ধমান-অতৃপ্তি ঃ—

সনাতন, কৃষ্ণমাধুর্য্য—অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন—সন্নিপাতি, সব পিতে করে মতি,
দুর্দ্দৈব, বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু ॥ ১৩৭ ॥ ধ্রু ॥

কৃষ্ণাঙ্গ—মধুর, কৃষ্ণমুখ—মধুরতর, কৃষ্ণহাস্য—মধুরতম ঃ—

কৃষ্ণাঙ্গ—লাবণ্যপূর, মধুর হৈতে সুমধুর,
তাতে সেই মুখ সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হইতে সুমধুর,
তাঁর যেই স্মিত জ্যোৎস্না-ভর ॥ ১৩৮ ॥

সমগ্র ত্রিভুবনই—সেই হাস্যচন্দ্রিকালোক-স্নাত ঃ—

মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এককণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশদিক্ ব্যাপে যার পূর ॥ ১৩৯ ॥

কৃষ্ণের ক্রীড়াবিগ্রহ বেণু-মাধুরীতে ত্রিভুবনই উন্মত্ত ঃ—

স্মিত-কিরণ-সুকর্পূরে, পৈশে অধর-মধুরে,
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশীছিদ্র আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে,
ধ্বনিরূপে পাঞা পরিণামে ॥ ১৪০ ॥

কৃষ্ণবংশী—ব্রহ্মাণ্ড, পরব্যোম ও গোলোকস্থ যাবতীয়
শুদ্ধসত্ত্বের, বিশেষতঃ শৃঙ্গার-রসের
আশ্রয়বর্গের উন্মাদিনী ঃ—

সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণ্ড ভেদি' বৈকুণ্ঠে যায়,
বলে পৈশে জগতের কাণে।
সবা মাতোয়াল করি', বলাৎকারে আনে ধরি',
বিশেষতঃ যুবতীর গণে ॥ ১৪১ ॥

বেণুমাধুরীর প্রভাব ঃ—

ধ্বনি—বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতি-কোল হৈতে টানি' আনে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তাঁহার সুমধুর মুখ—যেন তদুখ চন্দ্র, এবং তাঁহার অতি মধুর হাসি—যেন সেই চন্দ্রের কিরণ—এই তিনটীতে মন লাগিল।

১৩৬। এই কৃষ্ণের বপু—মধুর, ইঁহার বদন—মধুর ও ইঁহার মৃদুহাস্য—মধুগন্ধি ; অহো! ইঁহার সমস্তই মধুর।

১৩৭। ধাতুতে ত্রিদোষ জন্মিলে তাহাকে 'সন্নিপাত' বলে। আমার মন যখন, কৃষ্ণাঙ্গমাধুর্য্য, কৃষ্ণের মুখমাধুর্য্য ও কৃষ্ণের হাস্যমাধুর্য্য,—এই তিনটীর আঘাত পাইয়া পীড়িত হইয়াছে, তখন আমার মন যে সন্নিপাত-রোগেই পীড়িত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। উহা সেই সেই সৌন্দর্য্যরসসমুদ্রের প্রতি পিপাসু হইয়া দৌড়াইতেছে। সাধারণ সন্নিপাত-রোগের বৈদ্য যেরূপ রোগীকে একবিন্দুও জলপান করিতে দেয় না, তদ্রূপ আমার এই রোগের বৈদ্য কৃষ্ণ বই আর কেহ না থাকিলেও তিনি তাঁহার সৌন্দর্য্যামৃত-সমুদ্রের একবিন্দুও আমাকে পান করিতে দেন না,—ইহাই দুঃখ (দুর্দ্দৈব)!!

অনুভাষ্য

চক্ষু বিধান করিলেই বিধিকে আমি সৃষ্টিকরণ-বিষয়ে যোগ্য বলিয়া জানিতাম।

১৩৫। সাধারণতঃ প্রথম দৃষ্টিতে কৃষ্ণের অঙ্গরূপ মাধুর্য্য-সমুদ্র-দর্শন, বিশেষ দ্বিতীয়-দৃষ্টিতে অঙ্গ-সিন্ধুস্থিত সুমধুর মুখ-চন্দ্র এবং সবিশেষ তৃতীয়-দর্শনে মধুরাদপি অতিমধুর মৃদুহাস্য-রূপ মুখচন্দ্র-কিরণ,—এই তিনের মাধুর্য্য প্রভুর শ্লোকপাঠ-কালে ক্রমে ক্রমে উদিত হইতে লাগিল এবং প্রভুর স্বহস্তচালন-বিকার দেখা দিল।

১৩৬। অস্য বিভোঃ (কৃষ্ণস্য) বপুঃ (মূর্ত্তিঃ অঙ্গং বা) মধুরং মধুরং (তাদৃশ-স্বয়ংরূপেতর-সর্ব্ববিগ্রহাণাং রূপতারতম্যেন অতি-মধুরম্) ; [কৃষ্ণস্য] বদনং (চ) মধুরং মধুরং মধুরং (কৃষ্ণাঙ্গ-তারতম্যেন অতিতরং মধুরম্) ; অহো, এতৎ মধুগন্ধি (মধু-সুরভিযুক্তং) মৃদু-স্মিতং (মন্দহাস্যং চ) মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং (কৃষ্ণদেহ-কৃষ্ণমুখ-তারতম্যেন অতিতমং মধুরম্)।

১৩৭। বিপ্রলম্ভ-রসে গোপীভাবে ভাবিত প্রভুর কৃষ্ণ-মাধুর্য্যাস্বাদ-পিপাসা এত তীব্র যে, তিনি অপার কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াও অপ্রাকৃত পরমচমৎকারময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধন-শীল তৃপ্ত্যভাবহেতু প্রবল আবেগ ও উৎকণ্ঠাবশতঃ সামান্য পরিমাণেও কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পাইতেছেন না বলিয়া খেদ ও আক্ষেপ করিতেছেন।

১৩৮। তাঁর—কৃষ্ণমুখচন্দ্রের ; (স্মিত জ্যোৎস্না-ভর)—কৃষ্ণমুখে মন্দহাস্য—যেন গোপীজনাহ্লাদকারিণী চন্দ্রিকার পূর্ণালোক।

১৩৯। যদিও শ্রীমুখের একপার্শ্বে সেই হাস্য দেখা দেয়, তাহা হইলেও তাহাতে গোলোক, পরব্যোম ও দেবীধাম ব্যাপ্ত হইয়া, দশদিক্ আলোকে ভরিয়া যায়।

বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে,
তার আগে কেবা গোপীগণে ॥ ১৪২ ॥

নীবি খসায় পতি-আগে, গৃহধর্ম্ম করায় ত্যাগে,
বলে ধরি' আনে কৃষ্ণস্থানে ।

লোকধর্ম, লজ্জা, ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব নারীগণে ॥ ১৪৩ ॥

কৃষ্ণেতর নিখিলশব্দ-স্তম্ভনকারী ঃ—

কাণের ভিতর বাসা করে, আপনে তাঁহা সদা স্ফুরে,
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে ।

আন কথা না শুনে কাণ, আন বুঝিতে বোলয় আন,
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে ॥ ১৪৪ ॥

প্রভুর বাহ্যদশায় আগমন, অমানী ও মানদ-ধর্ম্ম ঃ—

পুনঃ কহে বাহ্যজ্ঞানে, আন কহিতে কহিলুঁ আনে,
কৃষ্ণ-কৃপা তোমার উপরে ।

মোর চিত্ত-ভ্রম করি', নিজৈশ্বর্য্য-মাধুরী,
মোর মুখে শুনায় তোমারে ॥ ১৪৫ ॥

গোপীভাবান্বিত প্রভুর কৃষ্ণমাধুর্য্যগ্রস্ত স্বীয় চিত্তের বশ্যতা ও সৌভাগ্য প্রখ্যাপন ঃ—

আমি ত' বাউল, আন কহিতে আন কহি ।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যস্রোতে আমি যাই বহি' ॥" ১৪৬ ॥

প্রভুর ক্ষণকাল মৌনভাব ঃ—

তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক মৌন করি' রহে ।
মনে এক করি' পুনঃ সনাতনে কহে ॥ ১৪৭ ॥

কৃষ্ণমাধুর্য্য-শ্রবণকারীর কৃষ্ণপ্রেমসুখে নিমজ্জন ঃ—

কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে ।
ইহা যেই শুনে, সেই ভাসে প্রেমসুখে ॥ ১৪৮ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৪৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধতত্ত্ববিচারে শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবর্ণনং নাম একবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৩। নীবি—ঘাগ্‌রার কোমরবন্ধ-বাশি।

১৪৪। 'কাণের ভিতর বাসা করে'—'আমরা—গোপী, আমাদের কাণের ভিতর বংশীধ্বনি বাসা করে অর্থাৎ সর্ব্বদা যেন কাণে লাগিয়াই আছে।'

১৪৫। এই প্রেমাবেশে কৃষ্ণতত্ত্ব বলিতে বলিতে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া মহাপ্রভু যে রসসন্দর্ভ আনিলেন, এই স্থান তাহার বর্ণন-স্থল নয় ; অতএব বলিতেছেন,—আমি একবিষয় বলিতে অন্য বিষয় বলিতেছি ; কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমার চিত্তভ্রম জন্মাইয়া তাঁহার নিজের ঐশ্বর্য্যমাধুরী তোমাকে শুনাইলেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে একবিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১৪০। স্মিতকিরণ-সুকর্পূরে—অল্পহাস্যকিরণরূপ কর্পূরে। পৈশে—প্রবেশ করে।

১৪১। অণ্ড ভেদি'—ব্রহ্মাণ্ডরূপ প্রাকৃত-রাজ্য ভেদ করিয়া অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠে গমন করে এবং বলপূর্ব্বক গোপীজন-জগতের কর্ণে প্রবেশ করে।

১৪৪। কৃষ্ণের বংশীর রব গোপীজনের কর্ণে আবাস স্থাপন করিয়া আপনা হইতেই ধ্বনি-স্ফূর্ত্তিতে গোপীকে উন্মত্তপ্রায় রাখেন, তখন তাঁহার কর্ণে অন্য কোন শব্দ প্রবেশ করিতে না পারায়, তিনি অন্যমনা হইয়া যথাযথ উত্তর দিতে পারেন না। সেই বংশীধ্বনি গোপীকে সম্পূর্ণ বিমনা করিয়া ফেলে।

ইতি অনুভাষ্যে একবিংশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভু অভিধেয়-তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন। প্রথমেই জীবের তত্ত্ব, পরে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা এবং কেবল-জ্ঞানযোগাদির অকর্ম্মণ্যতা, সর্ব্বজীবের ভক্তি-বিষয়ক কর্ত্তব্যতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং জ্ঞানিদিগের মুক্ত্যভিমান যে বৃথা, তাহাও দেখাইয়াছেন। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কাম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিযোগে অভীষ্ট বা প্রয়োজনাদি সমস্তই সিদ্ধ হয়। যদিও কোন ব্যক্তির ভজনকালে সেই সকল কাম অজ্ঞতা-বশতঃ কিছু অনুস্যূত থাকে, তথাপি কৃষ্ণ তাহা দূর করিয়া তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি দেন। মহৎকৃপা ব্যতীত ভক্তির উদয় হয় না, এইজন্য সাধুসঙ্গ অবশ্যই কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাই অনন্যভক্তিতে অধিকার দেয়। অতঃপর প্রভু উহার এবং অনন্যভক্তদিগের প্রকারভেদ এবং বৈষ্ণবদিগের স্বভাবসকল বর্ণন করিলেন। স্ত্রীসঙ্গ